উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৯ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 25 July 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 68

শুভেন্দুর উপর হামলার অভিযোগ

পাঁচের পাতায়

মমতার মন্তব্যে অসন্তুষ্ট বাংলাদেশ

সাতের পাতায়

বেআইনি কারবারই বিনিয়োগে বাধা

আঁধার ভোরের আলোয়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : সরকারি জমি দখল করে তৈরি বেআইনি রিসর্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁর দাপটে গজলডোবায় মুখ থুবড়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'ভোরের আলো মেগা ট্যুরিজম হাব।' কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করে পরিকাঠামো তৈরি করা হলেও মিলছে না বিনিয়োগ। বেআইনি কারবার রমরমা হওয়ায় লগ্নি করে ভরাডুবির আশঙ্কাতেই মুখ ফিরিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা- সাফ কথা বণিক সংগঠনগুলির। ভোরের আলোতে একমাত্র বেসরকারি রিসর্ট বানিয়ে কার্যত অথই জলে পড়েছেন সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রবীর শীল।

গজলডোবায় তিস্তা ক্যানালের দুই পাড়ে বর্তমানে দু'রকম চিত্র। ক্যানালের একদিকে সরকারি ভোরের আলো প্রকল্প। সেখানে নানা আইন মেনে মোটা টাকায় জমি লিজ নিতে হবে বিনিয়োগকারীদের। তারপর এলইউসিসি, ফুড সেফটি অথরিটির অনুমোদন, সরাই লাইসেন্স, বিল্ডিং প্ল্যান ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো পদ্ধতি মেনে তবেই তৈরি করা যাবে রিসর্ট, হোটেল বা রেস্তোরাঁ। উলটোদিকে কার্যত বেওয়ারিশের মতো পড়ে থাকা সরকারি জমি দখল করে কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করেই দেদারে উঠছে একের পর এক বিলাসবহুল রিসর্ট, রেস্তোরাঁ। যার ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভোরের আলোর ভবিষ্যৎ। যদিও বিনিয়োগ টানতে তাঁরা একাধিক পদক্ষেপ করেছেন বলেই দাবি গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের।

ভোরের আলো বাঁচাতে বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ দাবি করেছেন নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল। তাঁর বক্তব্য, 'গজলডোবা ও সংলগ্ন এলাকায় বেআইনি রিসর্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁ সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে না দিলে মেগা ট্যুরিজম হাবে কোনওভাবেই বিনিয়োগ আসবে না। ভোরের আলোতে একটি রিসর্ট তৈরিতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে তার থেকে অর্ধেকেরও কম বিনিয়োগে ক্যানালের উলটোদিকে রিসর্ট তৈরি করা যাচ্ছে। ফলে বেআইনি রিসর্ট, রেস্তোরাঁ কম খরচে পরিষেবা দিতে পারছে। ভোরের আলো বাঁচাতে দল বা রং না দেখে বেআইনি কারবার বন্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করুক সরকার।'

পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, ভোরের আলোয় মাত্র তিনজন বিনিয়োগকারী জমি নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত শুধু প্রবীর শীল একটি রিসর্ট খুলেছেন। অন্য একটি বিনিয়োগকারী সংস্থা একটি হোটেল তৈরির কাজ শুরু করেছে। ব্যবসা যে ভালো হচ্ছে না রাখঢাক না রেখেই স্বীকার করে নিয়েছেন প্রবীর। তাঁর কথায়, 'যে আশা নিয়ে বিনিয়োগ করেছিলাম তা পূরণ হয়নি। কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বসে রয়েছি। সরকারি প্রকল্পের পাশেই সমান্তরালভাবে অন্য প্রকল্প চললে কী হতে পারে তা বোঝাই যাচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়

- ভোরের আলোয় মাত্র তিনজন বিনিয়োগকারী জমি নিয়েছেন
- এখনও পর্যন্ত একটিই রিসর্ট খুলেছেল প্রবীর শীল
- ভরাডুবির আশঙ্কায় মুখ ফিরিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা
- এখন প্রশ্নের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প ভোরের আলোর ভবিষ্যৎ
- প্রকল্প এলাকার বাইরে যেভাবে হোটেল, রিসর্ট গজিয়ে উঠছে, তাতেই সমস্যা

> গজলডোবা ও সংলগ্ন এলাকায় বেআইনি রিসর্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁ সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে না দিলে মেগা ট্যুরিজম হাবে কোনওভাবেই বিনিয়োগ আসবে না।
>
> **সুরজিৎ পাল,** *সম্পাদক, নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন*

> যে আশা নিয়ে বিনিয়োগ করেছিলাম তা পূরণ হয়নি। কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বসে রয়েছি। সরকারি প্রকল্পের পাশেই সমান্তরালভাবে অন্য প্রকল্প চললে কী হতে পারে তা বোঝাই যাচ্ছে।
>
> **প্রবীর শীল,** *বিনিয়োগকারী*

মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রত্যাশামতোই এনডিএ-র শরিক দলগুলিকে ঝোলা ভরিয়ে দিয়েছেন নমো-নির্মলা। যা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বুধবার সংসদে চাঁছাছোলা ভাষায় মোদি ও নির্মলাকে বিঁধেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপদ বুঝে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের ভাবনা নিয়ে মোদির দরবারে সুকান্ত মজুমদারও।

নির্মলাকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গ ব্যর্থ বলে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়ে বাংলাকে কেন্দ্র কত দিয়েছে, তা শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশ করার দাবি জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, 'অর্থমন্ত্রী শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানান, কতবার বাংলাকে টাকা দিয়েছেন ২০২১ সালের পর।'

রাজ্যসভায় বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প রূপায়ণে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ধরেছিলেন সীতারামন। সেই বক্তব্য খণ্ডন করে লোকসভায় অভিষেক বরং তথ্য, পরিসংখ্যান পেশ করে বাংলার বঞ্চনার নানা দিক তুলে ধরেন। সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত তিন বছরে বাংলা ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে এক টাকা বরাদ্দও পায়নি কেন্দ্রের কাছ থেকে।

বরং বরাদ্দ পাওয়ার আশায় রাজ্য সরকার কাজ করানোয় ৫৯ লক্ষ শ্রমিকের মজুরি বাবদ ৬৯১৩ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে বকেয়া রয়েছে বলে অভিষেক দাবি করেন। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতেও গত তিন বছর কোনও বরাদ্দ মেলেনি। অথচ বাংলার ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার পরিবার ওই যোজনায় বাড়ি পাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত ছিল। এই বাবদ রাজ্যের পাওনা ৮১৪০ কোটি টাকা।

শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবনের রং নিয়ে বিবাদে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন খাতে ৮০০ কোটি টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে দাবি করেন অভিষেক। দুর্নীতির কারণে বরাদ্দ বন্ধের যে যুক্তি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে, সেটাও তিনি খণ্ডন করেছেন। তাঁর বলেন, দুর্নীতির তদন্তে ৩৩৪টি কেন্দ্রীয় টিমের বাংলায় সমীক্ষার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করে রাজ্য 'অ্যাকশন টেকেন' রিপোর্ট দিলেও কোনও লাভ হয়নি।

বক্তৃতার সময় ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে বারবার বাধা দেওয়া হতে থাকে। একসময় ভাষণ থামিয়ে অভিষেক বলেন, সরকারপক্ষ ক্ষমা না চাইলে তিনি আর কথা বলবেন না। তাতে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা উষ্মাপ্রকাশ করলেও উভয়পক্ষের বক্তব্য সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেন। কিছু বলার না থাকলে তিনি বসে পড়তে বললে আবার বক্তৃতা শুরু করেন অভিষেক। অধ্যক্ষের সঙ্গেও তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়।

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন
রাতে বা দিনে
ভরসা ডিসানে
এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

বুধবার সংসদে তথ্য-পরিসংখ্যান দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গ যুক্ত হোক উত্তর-পূর্ব মন্ত্রকে

প্রধানমন্ত্রীকে প্রস্তাব সুকান্তর

নবনীতা মণ্ডল ও সুবীর মহন্ত

নয়াদিল্লি ও বালুরঘাট, ২৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ব্যতিক্রমী প্রস্তাব। উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নমন্ত্রকের আওতায় উত্তরবঙ্গকে আনার প্রস্তাবটি সুকান্ত মজুমদারের। খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি ওই প্রস্তাব পেশ করেছেন বুধবার। তিনি ওই মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ। দলের রাজ্য সভাপতিও বটে। ফলে তাঁর এই প্রস্তাবে বিজেপির সায় আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৈঠকের পর সুকান্ত জানান, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মিলগুলি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করবেন। বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের এই অংশকে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নমন্ত্রকের আওতায় আনা হলে এই এলাকার উন্নয়ন গতি পাবে।

আলাদা উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবি মাঝে মাঝেই ওঠে। বিজেপির বেশ কয়েকজন বিধায়ক, এমনকি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু প্রতিমন্ত্রী জন বারলা এই দাবিতে অনেকবার সরব হয়েছেন। এতে অনেক সময় তাঁরা দলেরই রোষের মুখে পড়েছেন ঠিকই, আলাদা রাজ্যের দাবি সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়নি কখনও। কামতাপুর পিপলস পার্টি, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন গোষ্ঠী এখনও একই দাবি তুলে থাকে।

সুকান্ত অবশ্য আলাদা রাজ্যের দাবির ঘোর বিরোধী। তিনি বরং বুধবার বলেন, এতে বিতর্কের কিছু নেই। নিছকই উন্নয়নের প্রয়োজনে একটি মন্ত্রকের আওতায় থাকবে উত্তরবঙ্গ। তাঁর কথায়, 'আমার মনে হয়, রাজ্য সরকারের এতে বাধা থাকবে না। আমরা তাদের সহযোগিতা পাব।' তৃণমূল অবশ্য কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর এই সওয়ালের বিরোধিতা করেছে।

দলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে উনি সংবিধানের শপথভঙ্গ করেছেন। উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ধরনের অসাংবিধানিক এবং বেআইনি দাবি মানার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীরও নেই। ২০১১ সালের পর থেকে লাগাতার পরাজিত হচ্ছে বলে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে টুকরো করার চিন্তাভাবনা করছে।'

এতে রাজ্যভাগের দাবি উসকে উঠবে বলে তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়েছে সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সরাসরি বলেন, 'উন্নয়নের কথা বলে রাজ্যভাগের চেষ্টা করছে বিজেপি। এটা ওদের নতুন কৌশল। উন্নয়নের ইচ্ছা থাকলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, চা বাগান, ডুয়ার্সকে অনগ্রসর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে প্যাকেজ দিতে পারে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমেও সেই উন্নয়ন করা যায়। বাজেটের পর এই ধরনের প্রস্তাবের কোনও অর্থ হয় না।'

এই যুক্তি মানছেন না কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবেই থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পাবে। এলাকারও উন্নয়ন হবে।' বুধবার বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়েছিলেন। প্রায় ৪০ মিনিট দুজনের কথা হয়।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অবশ্য সুকান্তের এই পদক্ষেপের পেছনে অন্য সমীকরণ দেখছেন। তিনি বলেন, 'ভোটে বিপর্যয়ের দায় নিজের ঘাড় থেকে সরিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর উপর চাপাতে উনি মোদির কাছে গিয়েছিলেন।'

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৪ জুলাই : জমি বিবাদে তৃণমূল কর্মীকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার সুজালি অঞ্চলের মৌলানি গ্রামে। মৃতের নাম মজিবর রহমান (৫৫)। দুষ্কৃতীরা এদিন লোহার রড, ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। অভিযুক্ত ফারাজউদ্দিন ও তার শাগরেদরা মজিবরের ভাইপো মহম্মদ আলমকেও গাড়ি চাপা দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আলমকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ফারাজউদ্দিন সুজালির ফেরার বাহুবলি নেতা আবদুল হকের ডান হাত বলে এলাকায় পরিচিত। এদিনের ঘটনার পিছনেও আবদুলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার। তিনি বলছেন, 'ফারাজউদ্দিন ভয় দেখিয়ে সরকারি ওই জমির জন্য মজিবরের থেকে ২৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। কয়েক মাস আগে আতালডাঙ্গি বাজারে মজিবরের চারটি দোকানে ফারাজউদ্দিন ভাঙচুর, লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এদিন মজিবরকে মেরে ফেলল।'

মজিবরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের এক আত্মীয়ের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। একাধিক মোটর সাইকেল সহ আসবাব ভাঙচুর করা হয়। পাশাপাশি গ্রাম সংলগ্ন আতালডাঙ্গি বাজারেও এই সুযোগে কিছু দুষ্কৃতী দোকানপাট লুটপাটের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় অভিযুক্ত ফারাজউদ্দিন সহ পুলিশ মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার পর থেকে থমথমে রয়েছে গোটা এলাকা। পুলিশের বড় কর্তারা বিশাল বাহিনী নিয়ে টহল দিয়েছে দিনভর।

ফারাজউদ্দিন প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। বর্তমানে তার স্ত্রী হুসনেরা বেগম নির্বাচিত সদস্য। তবে এই ঘটনায় দলের কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন। তিনি বলছেন, 'এটা জমি নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা। আমরাও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি রেখেছি।'

আইনের শাসন নেই

- জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল দুই পরিবারের
- বুধবার তৃণমূল কর্মী মজিবর রহমানের বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা
- পিটিয়ে মারা হয় মজিবরকে, গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা তাঁর ভাইপোকে
- মূল অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী

খুনের ঘটনার পর সুজালির ঢুলিগাঁ মোড়ে পৌঁছাতেই দেখা গেল, অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। এলাকা থমথমে। ঢুলিগাঁ থেকে গোমাদিঘি হাইস্কুলকে পিছনে ফেলে আতালডাঙ্গি বাজার পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে শুধু জটলা। সাধারণ মানুষ যেন ভীত-সন্ত্রস্ত। আতালডাঙ্গি বাজার ততক্ষণে কার্যত শূন্য। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

সম্ভবত শুক্রবার মোদি-মমতা বৈঠক

শনিবারের নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবারই দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন থেকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়কে সাক্ষাতের সময় চেয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। বুধবার দিল্লি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী সময় দিতে চেয়েছেন। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়কে তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হবে সম্ভবত শুক্রবারই।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

১৯ জন যাত্রী নিয়ে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ওড়ার মুখে ভেঙে পড়ল বিমান। বিমানচালককে উদ্ধার করা গেলেও ১৮ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শৌর্য এয়ারলাইন্সের বিমানটি পরীক্ষামূলক উড়ানে পোখরা যাচ্ছিল। দুজন বিমানকর্মী এবং সংস্থার ১৭ জন কর্মী ছিলেন বিমানে। বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ১১ মিনিটে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

তাহাদের কথা

সমাধানের পথ না খুঁজে শুধুই দোষারোপ

কল্লোল মজুমদার

মেজরে সাতানব্বই শতাংশ ফেল। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন ফলে শিক্ষা মহলে হইচই। লাগাতার ছাত্র আন্দোলন, দফায় দফায় বৈঠক। যে যাঁর মতো খারাপ ফলের জন্য অন্যকে দোষারোপ করছেন। ফল ভুগতে হচ্ছে শুধু পড়ুয়াদের। আসল কারণের দিকে নজর নেই কারও। নজর দেওয়ার সাহসও নেই। তাহলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে হবে যে। সেই হিম্মত কারও নেই।

কিছুদিন আগে এই খারাপ ফলের জন্য বলির পাঁঠা করা হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিকে। যত দোষ নাকি তাঁর। সেজন্য তাঁকে শোকজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁর দোষ কী? অভিযোগ, কলেজগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন হয় না। পঠনপাঠন ঠিকমতো হচ্ছে কি না, শিক্ষকরা নিয়মিত আসছেন কি না, ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি নিয়মিত কি না, পরিকাঠামো যথাযথ রয়েছে কি না, আসনসংখ্যা পূরণ হচ্ছে কি না, না হয়ে থাকলে কেন হচ্ছে না ইত্যাদি খতিয়ে দেখার কথা আইসি'র। অথচ তিনি বছরের পর বছর কোনও কলেজে পরিদর্শনে যান না।

খারাপ ফলের পর্যালোচনা বৈঠকে কিন্তু নয়া শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি।

এরপর দশের পাতায়

অপহরণের ফাঁদে আতঙ্ক শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : 'হচ্ছেটা কী শিলিগুড়িতে?'

সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই মুঠোফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠছে এমন প্রশ্ন। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একেকটি নিখোঁজ সংক্রান্ত বার্তা। কয়েকদিন ধরেই এমন পোস্টে উথালপাতাল গোটা শহর। সামনে আসছে কয়েকটি অভিযোগও। প্রতিটিতে জুড়ে থাকছে টোটো। যে রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে পুলিশের। কখনও আবার শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়া আতঙ্ককে ঢাল করছে ছোটরা। সবমিলিয়ে এক কঠিন পরিস্থিতি। ধোঁয়াশা যেন কাটছে না কিছুতেই। প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও।

টোটোয় অপহরণের চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার সকাল থেকেই তুলকালাম কাণ্ড চলল শহরে। কখনও পুলিশ মঙ্গলবার বিকেলে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ আনা স্কুল ছাত্রীকে নিয়ে স্বামীজি মোড়ের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াল, কখনও আবার টোটোয় উঠতে গিয়ে ঝাঁঝালো গন্ধে অসুস্থ হয়ে শেষমেশ স্কুলে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ল ছাত্রী। ওই ছাত্রীকে আবার স্কুল থেকে জেলা হাসপাতালে আনার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সে তুলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল আরও দুই সহপাঠী। তাদের মধ্যে দুজন এখনও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি। আরেকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

টোটোয় হঠাৎ ঝাঁঝালো গন্ধে সন্দেহ বাড়ছে অপহরণের চেষ্টার। রহস্য বাড়িয়েছে টোটোয় থাকা মাস্ক পরা দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে, ওই টোটোচালক বিনা ভাড়ায় ছাত্রীটিকে টোটোয় তোলায়।

ধোঁয়াশা কাটাতে পারছে না পুলিশ

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলছেন, 'স্টুপিডিটি কোনও এলিমেন্ট (কোনও গন্ধ, যা অসাড় করে দেয় মানুষকে) হতেও পারে। তবে মুখে কিংবা শরীরে কোথাও স্প্রে না হওয়ায় সেটা অবশ্য আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। তবে ওই স্কুল ছাত্রীকে তুলতে গিয়ে যারা অসুস্থ হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনের হৃৎস্পন্দন দ্রুত ছিল। সে বলছে, তার শরীর মনে হয় কুঁকড়ে আসছে, সেটা আমাদের একটু ভাবাচ্ছে।'

স্বামীজি মোড়ে অপহরণের চেষ্টার তদন্তে পুলিশ। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

এনটিএস মোড়, স্বামীজি মোড়ের পর এবার রবীন্দ্রনগর। তিনটি ঘটনার যোগসূত্র মেলাচ্ছে টোটো। স্কুলে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়া ছাত্রীটির দাবি, এদিন রবীন্দ্রনগর থেকে হাকিমপাড়ার স্কুলে আসার জন্য হেঁটে আসছিল সে। একটি টোটো এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে আসে। এরপর চালক টোটোয় ওঠার জন্য বলে। এমনকি ভাড়া লাগবে না বলেও জানানো হয়। ছাত্রীটি টোটোয় ওঠার খানিক বাদেই একধরনের গন্ধ পায়। সন্দেহ হওয়ায় টোটো থেকে নেমে যায় সে।

এরপর দশের পাতায়

শারীরবিদ্যায় স্নাতকোত্তর শুরু হবে এবিএন শীলে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৪ জুলাই : কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে উত্তরবঙ্গে প্রথম শারীরবিদ্যায় (ফিজিওলজি) স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হতে চলেছে। উচ্চশিক্ষা সংসদের নির্দেশে বুধবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেকটর অফ কলেজ ডঃ দীপঙ্কর পাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজির বিভাগীয় প্রধান ডঃ হাদিদা ইয়াসমিন এবিএন শীল কলেজ পরিদর্শনে আসেন। এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিলয় রায় বলেন, বুধবার পরিদর্শক টিম এসে কলেজ পরিদর্শন করে গিয়েছেন। তাঁরা খুব ইতিবাচক ছিলেন। আশা করছি এ বছর উচ্চশিক্ষা সংসদ কলেজটিতে ফিজিওলজিতে এমএসসি চালু করার অনুমোদন দেবে। এটা হলে উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের অনেক দিনের সমস্যা মিটবে।

কলেজ সূত্রে খবর, গত মার্চ মাসের ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত এবিএন শীল কলেজ চত্বরে লিটল ম্যাগাজিন মেলা হয়। সেসময় রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এখানে এসেছিলেন। তখন তিনি এখানে শারীরবিদ্যায় স্নাতকোত্তর কোর্স শুরুর জন্য কলেজকে উচ্চশিক্ষা সংসদের কাছে আবেদন করতে বলেন। মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদন করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন উচ্চশিক্ষা সংসদের তরফে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজনকে পাঠানো হয়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন মধুমিতা মান্নাও এব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। মধুমিতার বক্তব্য, 'শিক্ষা দপ্তর, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চেয়েছে, সেকারণে এবিএন শীল কলেজে এটা হচ্ছে।' কলেজ কর্তৃপক্ষ চলতি শিক্ষাবর্ষে ফিজিওলজিতে এমএসসি চালু হবে বলে আশাবাদী। কলেজের প্রাক্তনী তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা অভিষেক চন্দ জানান, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে পুরোপুরি নিশ্চিত খুব তাড়াতাড়ি এখানে শারীরবিদ্যায় স্নাতকোত্তর চালু হবে।

> উত্তরবঙ্গে কোথাও ফিজিওলজিতে এমএসসি করার ব্যবস্থা নেই। ফলে এটা চালু হলে পড়ুয়ারা খুব উপকৃত হবে।
>
> **-ডঃ তুহিনশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**
> বিভাগীয় প্রধান, শারীরবিদ্যা

১৮৮৮ সালে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে এবিএন শীল কলেজটি চালু হয়। যদিও প্রথমে কলেজটির নাম ভিক্টোরিয়া কলেজ ছিল। লেখাপড়ার দিক থেকে ঐতিহ্যবাহী এই কলেজটির রাজ্যজুড়ে সুনাম রয়েছে। কলেজটিতে ইতিমধ্যে স্নাতক স্তরে ১৫টি বিষয় পড়ানো হয়। এছাড়া স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা, ইতিহাস, সংস্কৃত ও জুলজি পড়ানো হয়। কলেজে সবমিলিয়ে বর্তমানে মোট ২৫০০ জন ছাত্রছাত্রী আছেন। এই অবস্থায় কলেজটিতে এবার নতুন পালক যুক্ত হতে যাচ্ছে। কলেজের শারীরবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ডঃ তুহিনশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'উত্তরবঙ্গে কোথাও ফিজিওলজিতে এমএসসি করার ব্যবস্থা নেই। ফলে এটা চালু হলে পড়ুয়ারা খুব উপকৃত হবে।'

এদিকে এই খবর শুনে স্নাতক স্তরের পড়ুয়ারা খুশি। কলেজের ফিজিওলজির তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অঙ্কিতা বর্মন ও জয়িতা বর্মন জানান, কলেজে এটা চালু হলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে। কারণ গোটা উত্তরবঙ্গে ফিজিওলজিতে এমএসসি পড়ার সুযোগ কোথাও নেই।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৫৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৫৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

প্রয়াত প্রাক্তন সাংবাদিক

শালকুমারহাট, ২৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রাক্তন সাংবাদিক শিশির গুহ (৪৩) প্রয়াত হলেন। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শালকুমারহাটের বাড়ি থেকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। গত মঙ্গলবার শালকুমারহাটে রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান। পরিবারের তরফে সেদিন তাঁকে কোচবিহারে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসক দেখিয়ে ফের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এদিন দুপুরের পর থেকে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক কন্যা ও বৃদ্ধা মাকে রেখে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে শালকুমারহাট এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। শিশির একসময় শালকুমারহাট থেকেই সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন। পরে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জেও সাংবাদিকতা করেন। তাঁর প্রয়াণের খবরে তুফানগঞ্জ শহরেও শোকের ছায়া নেমেছে।

ভাই কাজল গুহ বলেন, 'দাদা যে এভাবে চলে যাবে ভাবতেই পারছি না।' তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী।

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. WB/APD-I/ BDO-ET/02/2024-25, DT. 24/07/2024

Last date and time for bid submission-08/08/2024 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

CORRIGENDUM NOTICE

This is hereby notified to all concerned that the Employment Notice for engagement of contractual Guest Teachers for the Eklabya Model Residential School, Nagrakata published in District website (www.jalpaiguri.gov.in) on 23 July 2024 and in four newspapers (Uttar Banga Sambad, Statesman, Janpath Samachar and Himalay Darpan) on 24 July 2024 may please be read in Serial No. 5 for the post of Guest Teacher (Mathematics) in place of (Geography) Rest no change. Aspirants are requested to follow district website and leading newspapers for future update.

Sd/-
Member Secretary, District Committee of PBAKOSP, Jalpaiguri & PO-cum-DWO, BCW & TD, Jalpaiguri

The District Engineer, Uttar Dinajpur Zilla Parishad invites % rate Bids for civil Nature of works for NIT No : 21/UDJP/2024-25 to 40/UDZP/2024-25 Details information is available on Office Notice Board during office hours **www. wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Engineer, Uttar Dinajpur Zilla Parishad

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T. No :- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-8/2024-25 Memo No. 1179/JM Dated : 24/07/2024, 2) WBMAD/JM/CH/eNIT-9/2024-25 Memo No. 1180/JM Dated : 24/07/2024, 3) WBMAD/JM/CH/eNIT-10/2024-25 Memo No. 1181/JM Dated: 24/07/2024, 4) WBMAD/JM/CH/eNIT-11/2024-25 Memo No. 1182/JM Dated : 24/07/2024, 5) WBMAD/JM/CH/eNIT-12/2024-25 Memo No. 1183/JM Dated : 24/07/2024, 6) WBMAD/JM/CH/eNIT-13/2024-25 Memo No. 1184/JM Dated : 24/07/2024

Last date of bidding (Online) dated:- 20/08/2024 at 6.55 P.M.

Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি-সিওএন-২০২৪-০৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: ই-টেণ্ডার নং. ডিওয়াইসিএসটিই-সি-এনজেপি-২০২৪-০৫-০৪। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরারিয়া-গলগলিয়া (ঠাকুরগঞ্জ) নতুন রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কাটিহার মণ্ডলের খাওয়াসপুর (কেডব্লিউপিআর) স্টেশনে ইনডোর এবং আউটডোর সিগন্যালিং গিয়েরের জন্যে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং কাজের সঙ্গে সহযোগী কাজ (নির্মাণ)। টেণ্ডার রাশিঃ ৬,০৩,৮৬,০১৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৫১,৯০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৮-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএসটিই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ শাখা)
"গ্রাহকদের হাসিমুখে সেবায়"

ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে — **ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে**

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়

তুফানগঞ্জ কোচবিহার

ইংলিশ মিডিয়াম সরকারি স্কুল। এখানে বিনে পয়সায় পড়াশোনা শেখানো হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে (Class-6) ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার 2025-26 Online আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হল। শুধুমাত্র কোচবিহার জেলার পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা Online এ আবেদন করতে পারবেন, নিম্নোক্ত Website এর মাধ্যমে

১) বিদ্যার্থীকে কোচবিহার জেলার সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত/ সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে 2024 শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে থাকতে হবে।
২) বিদ্যার্থীকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কোনও সরকারি বা সরকার পোষিত বা সরকার দ্বারা স্বীকৃত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে থাকতে হবে।
৩) বিদ্যার্থীর জন্ম 01/05/2013 তারিখ থেকে 31/07/2015 তারিখ এর মধ্যে হতে হবে।

আবেদন করার জন্য প্রয়োজন

১) বিদ্যার্থীর পঞ্চম শ্রেণির বিদ্যালয় অধ্যক্ষের প্রদত্ত প্রমাণপত্র। JNVST Class VI Notification বা Prospectus থেকে Download করুন। প্রমাণ পত্রের কপি Notification এর শেষ পাতায় পাবেন। প্রমাণ পত্র প্রিন্ট করে আবশ্যক তথ্য পুরণ করুন ও পঞ্চম শ্রেণির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের Seal সহ সই নিয়ে রাখুন। প্রমাণ পত্র scan করুন JPEG format এ।
২) বিদ্যার্থীর হস্তাক্ষর।
৩) মাতা/ পিতা/ অভিভাবকের হস্তাক্ষর।
৪) বিদ্যার্থীর ফোটোগ্রাফ (পাসপোর্ট সাইজ)
৫) অভিভাবকের মোবাইল নম্বর। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড SMS এর মাধ্যমে উক্ত মোবাইল নম্বরে পাঠানো হবে। অভিভাবকদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত পাসওয়ার্ডটি ভবিষ্যৎ প্রয়োজন স্বরূপ যত্নসহকারে সংগ্রহ করে রাখেন।
৬) রেজিস্ট্রেশন করার জন্য উপরের তথ্যগুলি প্রয়োজন (১ থেকে ৪ পর্যন্ত Scanned Copy) JPEG Format এ (10kb - 100kb এর মধ্যে হতে হবে)। Online এ নির্দেশিত স্থানে Scan Copy গুলো আলাদাভাবে Upload করুন।

Date of Examination : 18th January, 2025

আবেদন করার অন্তিম তারিখ : 16/09/2024

আবেদন করার জন্য Website : https://www.navodaya.gov.in

Co-Educational, Residential, Separate Hostel for Boys & Girls, Free Education, Board & Lodging, Cultural Exchange, Promotion of Sports Games- NCC Scouts & Guides, NSS, Best result in Class 10th (99.14), 12th (97.51) NEET, JE Advance Oriented Education.

অধ্যক্ষ-
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
১৯১১ সাল থেকে আপনার জন্য CENTRAL TO YOU SINCE 1911

পানবাড়ি ব্রাঞ্চ

দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পানবাড়ি ব্রাঞ্চের** অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ার সুবাদে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ এর রুল ৩ সহযোগে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৩/০১/২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা **মণীন্দ্রনাথ সাহা ও রেখা সাহাকে** নোটিশে বর্ণিত অর্থাঙ্ক **টা:৩১৯৫৮৯.৪১ (তিন লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত উননব্বই টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার অর্থাঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নে প্রদত্ত সম্পত্তি তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'এর রুল ৮ সহযোগে পঠিত আইনের ধারা ১৩'এর উপধারা (৪) বলে অত্র জুলাইয়ের **১৯তম দিবসে, ২০২৪** এতে দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদার নির্দিষ্টভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তিটি নিয়ে কোনও লেনদেন হলে অর্থাঙ্ক **টা: ৩০০৭৪৯.৪১ (তিন লক্ষ সাতশত উনপঞ্চাশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পানবাড়ি ব্রাঞ্চে** জুলাই ২০২৪'এর ০৪ দিবসে এবং তদুপরি সুদের জন্য চার্জ সাপেক্ষে হবে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত সময়ের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৩'এর উপধারা ৮ এর বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মণীন্দ্রনাথ সাহার নামে জমির এক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ এল আর ৪০২৮'এর অধীন, খতিয়ান নং ৫৯৩, আর এস প্লট নং ২৯২৪/৪৩৫৯ যার সঙ্গে এল আর প্লট নং ৫১৯৭/৮৮৯৬ জে এল নং ৩৮, মৌজা-ব্যাংকান্দি, থানা-ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি সম্পত্তির আয়তন ০.১০ একর, দ্বারা আবদ্ধ- উত্তর- রঞ্জু সরকার এবং শ্যামল সাহার জমি, দক্ষিণ- অনিল চন্দ্র সম্মানিতের জমি, পূর্ব- শ্যাম সাহা ও শংকর সাহার নামে জমি, পশ্চিম- প্রভাত চন্দ্র সাহার জমি এবং পিডব্লিউডি সড়কের সঙ্গে যুক্ত ৬ ফিট চওড়া রাস্তা।

তারিখ : ১৯.০৭.২০২৪
স্থান : পানবাড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

DISTRICT MISSION MANAGEMENT UNIT, SILIGURI & DISTRICT RURAL DEVELOPMENT CELL, SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

NOTICE FOR WALK-IN-INTERVIEW

Notice No. 01/DRDC/SMP/2024 Dt. 24/07/2024

One (01) Banking Resource Person (BRP) from MMG-II level retired Bank Officers of Central Bank of India will be engaged in DMMU & DRDC, Siliguri.

Date of Walk-in-Interview : 13/08/2024
Time : 12.00 noon onwards.
Place : DRDC, SMP (Opposite Bhutia Market).

For further details, please see the office Notice Board of the undersigned.

Sd/- Additional District Mission Director
District Mission Management Unit, Siliguri
& Project Director, DRD Cell, SMP

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

The Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA Cooch Behar-II Division, invites Notice inviting Quotation vide NIQ No : **WBSRDA/05/M/ BRIDGIDESURVEY/2024-25.** Details if any may be obtained from the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালত
নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি নং ১০/ডি.আর.সি. তাং ইং ২৪শে জুলাই, ২০২৪ সম্পর্কিত

উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতে বর্তমান ও সম্ভাব্য শূন্যপদ পূরণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের থেকে অনলাইন মারফত আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। শূন্যপদের বিশদ বিবরণ, বেতনক্রম, ন্যূনতম যোগ্যতা, পরীক্ষা প্রক্রিয়া, পরীক্ষার আবেদন মূল্য, অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি অথবা উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালত এবং মহকুমা আদালতের নোটিশ বোর্ড দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

https://uttardinajpurcourtrecruitment2024.in অথবা https://northdinajpur.dcourts.gov.in অথবা www.uttardinajpur.nic.in অথবা www.calcuttahighcourt.gov.in

স্বাঃ
জেলা জজ ও চেয়ারম্যান
জেলা নিয়োগ কমিটি, উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালত, রায়গঞ্জ

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান
ওষুধ, শল্যচিকিৎসার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য

টেন্ডার নং. : সিএমএসএমএলডিটিইআরএলপিআরসি২০২৪০০১ তাং. ১৫.০৭.২০২৪

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা কর্তৃক দৈনন্দিন ভিত্তিতে ওষুধ, শল্যচিকিৎসার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য দরচুক্তি করার উদ্দেশ্যে বিক্রেতাদের নিকট থেকে **"আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)"** আহ্বান করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে জরুরিকালীন ক্রয় করার জন্য সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যের ওপর সর্বোচ্চ ছাড়ের ভিত্তিতে এই দরচুক্তি করা হবে। সাধারণভাবে দরচুক্তিটি **২ বছরের** জন্য করা হবে যা **০৩ মাস করে সর্বোচ্চ ০২ বার**-এর জন্য সম্প্রসারিত করা হতে পারে।

দ্রষ্টব্য : (১) **কেবলমাত্র আইআরইপিএস**-এ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ইওআই দাখিল করা যাবে। (২) বিক্রেতা দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের আগে আইআরইপিএস-এ থাকা সংশ্লিষ্ট সকল নথি, শর্ত ও নিয়মাবলি পড়ে নেবেন। (৩) প্রতিবছর আনুমানিক প্রায় ৪৩.৭০ লাখ টাকা মূল্যের ওষুধ কেনা হবে। (৪) বায়না অর্থ (ইএমডি) ৮৭,৪০০.০০ টাকা। (৫) এই টেন্ডার সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ওয়েবসাইটেই আপলোড করা হবে। (৬) নিয়ম ও শর্তাবলি তৎসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথি **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। (৭) ইচ্ছুক বিক্রেতাদের আইআরইপিএস-এ তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। **টেন্ডার ০৯.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয় বন্ধ হবে।**

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

MLD-65/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the District Magistrate, Jalpaiguri
(District Child Protection Unit)
Ph. No. 03561-222116, Email Id: dcpu.jpg2024@gmail.com

Memo. No.472 **Date: 24.07.2024**

Looking for Legal Claimant

Details of the Children:

Sl No	Name	Age/DOB	Sex	Complexion	Details	Photo
01	**Suresh Toppo**	16 yrs (Approx)	M	Dark	Height :- 5ft 3 inch Weight: 41Kg	
02	**Shambhu Barman**	12 yrs (Approx)	M	Fair	Height:- 5ft 2inch Weight: 38 Kg.	
03	**Pratik (Given Name)**	4 yrs 5 Months (Approx)	M	Dark	Height: 3 ft 5 inch Weight: 12 kg	

At present the children are under care & protection of the Child Welfare Committee, Jalpaiguri.
Any legal claimant may contact for the child No 1 and No.2 within 120 days and for the child No.3 within 60 days after publication of this notice along with valid documents to the Child Welfare Committee, Jalpaiguri, Korok Children Home for Boys, Racecourse Para, Jalpaiguri-735101 or the District Child Protection Unit, Ground Floor, Office of the District Magistrate, Jalpaiguri.

Sd/-
District Social Welfare Officer, Jalpaiguri

অ্যাফিডেভিট

গত 1/7/24 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Chabilal Singha থেকে Chhabilal Singha বলে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/111674)

DL নং (No 1024/03-04/NT)-এ আমার নাম এবং জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 23/07/2024 তারিখে আলিপুরদুয়ার EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Md. Asharful Islma, পিতা- Md. N. Islam থেকে Asraful Islam, পিতা- Nazrul Islam হলাম এবং আমার জন্ম তারিখ 14/03/1979 থেকে 16/12/1979 করা হল। (C/110096)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি রাকেশ রায়, পিতা- ধনপতি রায়, গ্রাম+পোঃ পাঁচকোলগুড়ি, থানা+জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No WB2001SC201509505) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 8597139176. (C/110095)

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআই আর / ইএনজিজি./৩১ অব ২০২৪, তারিখ: ১৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/I/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের [illegible] টেন্ডার মূল্য: [illegible] http://www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নোটিশ
আমমোক্তারনামা

[illegible]

ADVOCATE
SAMSUL HOQUE SARKAR
M-9064343595

কর্মখালি

শিলিগুড়ি নার্সিংহোম, পার্ক ও ফ্যাক্টরিতে গার্ড চাই। ছেলে/মেয়ে ডাইরেক্ট জয়েনিং। বেতন- 10,500। M : 6295506147. (B/S)

জেনারেটর বিক্রি

মালদায় Honda Power Products-এর পেট্রোল চালিত ভালো কন্ডিশনের পোর্টেবল জেনারেটর বিক্রি হবে। মডেল নং EU 3oi/EU3ois, Rated output 2800 VA, Max. output 3000 VA, Voltage-230V, Petrol Fuel Tank Capacity 12.5 Ltr. যোগাযোগ- 9064849072.

সন্ধান চাই

গত 15/07/24 তারিখে পিন্টু হালদার, বয়স- 31 বছর, গায়ের রঙ শ্যামলা, উচ্চতা 5'-5", হারানোর সময় পরনে ছিল জিন্স প্যান্ট ও ছাই রঙের গেঞ্জি, দয়া করে সন্ধান দিন - 9734875218. (C/111546)

স্মরণে

নৃত্যশিল্পী স্বপ্না দত্ত, আজ এই দিনটিতে তুই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিস। তোর স্মৃতি আগলে আজও আমরা বেঁচে আছি। ইতি- মা, ভাই ও বোনেরা। মোহন্তপাড়া, জলপাইগুড়ি। (C/111192)

জ্যোতিষ

বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষ আচার্য্য কল্যাণ শাস্ত্রী (গোল্ড মেডেলিস্ট) প্রতি ইং ২২-৩১ হিলকার্ট রোড শিলিগুড়ি, ১-৫ মালবাজার রত্ন ভাণ্ডার জুয়েলার্সে বসছেন। Ph : 7719371978.

সংশোধনী

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধ হবে :-০১-০৮-২০২৪, ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৯-০৮-২০২৪, ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবে :-০১-০৮-২০২৪, ১৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৯-০৮-২০২৪, ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

(Corrigendum Notice)

Corrigendum No. 01
Vide Memo No.: 1121 /WBSRDA/DD,
Date: 24.07.2024
Against
e-NIT No:01\WBSRDA\DD\2024-25 (1st Call) OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA,DAKSHIN DINAJPUR DIVISION
(E-Procurement)

Details of Corrigendum No. 01 Vide Memo No.: 1121 /WBSRDA/DD, Date: 24.07.2024 against e-NIT No:01\WBSRDA\DD\2024-25 (1st Call), Dated: 04.07.2024 for Repair & Renovation of WBSRDA New Office Buildings including electrical works along with supply of office furniture (as required) at DPSC Building 1st Floor of Tank More, Raghunathpur, Balurghat, Dakshin Dinajpur may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in on 24.07.2024 at 18.00 Hrs. to 29.07.2024 at 14.00 Hrs. (under the following organization chain 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT||WBSRDA||DAKSHIN DINAJPUR DIVISION').

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : : বিপন্ন কোনও মানুষের প্রয়োজনে কাজ করে আনন্দ। জ্বর-সর্দিতে ভোগান্তি। বৃষ : নিজের ভুলে ব্যবসায় সমস্যা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে মতভেদ। মিথুন : নিজের ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। কর্কট : হঠাৎ বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। সিংহ : প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে যেতে পারেন। প্রেমে শুভ। কন্যা : শারীরিক দুর্বলতার জন্যে বাইরের কাজে যেতে অসুবিধে। রাস্তায় বেরিয়ে কোনও বিতর্ক নয়। তুলা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাইরের কোনও কিছু আজ না খাওয়াই ভালো। বৃশ্চিক : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মহৎ মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। ধনু : সামান্য তর্ক থেকে বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। মকর : প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। ছেলের শারীরিক সমস্যা কেটে যাবে। কুম্ভ : অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। মায়ের পরামর্শ নিয়ে দাম্পত্যের সমস্যা কাটাবেন। মীন : সম্পত্তি ভাগ নিয়ে সমস্যা। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকা দরকার।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৯ শ্রাবণ ১৪৩১, ভাঃ ৩ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই ২০২৪, ৯ শাওন, সংবৎ ৪ শ্রাবণ বদি, ১৮ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৭ অঃ ৬।২১। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ৮।১৭। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৮।৩৯। শোভনযোগ দিবা ১২।৩৯। বালবকরণ দিবা ৮।১৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৩।৩ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৮।৩৯ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৩৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৮।১৭ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৩।২ গতে ৬।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৪ গতে ১।৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৮।১৭ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১২।৩৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৬।২১ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।১৭ গতে ১২।৩৯ মধ্যে দিক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১২।৪৮ গতে ৩।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বনে পিকনিকের দৌরাত্ম্য বন্ধে অগ্রণী তরুণরা

জঙ্গলে আবর্জনা সাফাইয়ে নেপালি বস্তির খুদে-তরুণরা।

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : করোনাকালের আগের কথা। বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উলটে-পালটে দেখছিলেন আনশ ট্যান্ডন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, জঙ্গলে পিকনিক করতে এসে কয়েকজন কাচের বোতল ফেলে রেখে গিয়েছে। আর তাতেই চোট পেয়ে প্রাণ হারিয়েছে হাতি। আনশের মনে তখন রাগ-দুঃখ-অভিমানের সংশ্লেষ ঘটল। জঙ্গলের শান্তি ভঙ্গ করে অসচেতনভাবে যে সমস্ত পিকনিক চলে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার অঙ্গীকার করলেন তিনি। সঙ্গে পেলেন গোটা পরিবারকে।

শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে নেপালি বস্তিতে এসে ২০১৯ সাল থেকে বসবাস আনশের পরিবারের। বর্তমানে শিলিগুড়ি কলেজে দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্র আনশ ও তাঁর পরিবারের লড়াইয়ের কথা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল গোটা এলাকায়। ধীরে ধীরে তাঁদের সঙ্গে জুড়ে গেলেন গ্রামের তরুণরা। মিলল বন দপ্তরের সহযোগিতাও। এরপর গুনে গুনে পাঁচটা বছর অতিক্রান্ত। তাঁরা একনাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন জঙ্গলের আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ।

পরিবেশ ভালোবেসে

পিকনিক করতে আসা 'অসচেতন' মানুষজনকে লাগাতার সচেতনতার পাঠ দিয়েছেন তাঁরা। আনশ বলছিলেন, 'এখন গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন। বাইরে থেকে আসা মানুষজন যাতে জঙ্গল আবর্জনায় না ভরিয়ে দেন, সে ব্যাপারে আমরা লাগাতার সচেতন করে যাচ্ছি।' শুধু তাই নয়, বস্তির কচিকাঁচারা সুযোগ পেলেই গাছের চারা লাগাচ্ছে এলাকায়। নিয়মিত সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে

অ্যাকশন মোডে আনশ ট্যান্ডন।

জানিয়েছেন আনশ।

বন দপ্তরের তরফে বহুদিন ধরেই চেষ্টা করা হচ্ছিল ওই জঙ্গলে পিকনিক বন্ধ করার। নেপালি বস্তির তরুণদের উদ্যোগ এবং স্থানীয়দের সচেতনতার উপর ভর করে বর্তমানে পিকনিকের দৌরাত্ম্য অনেকটাই বন্ধ করা গিয়েছে।

নেপালি বস্তিতে প্রায় ৫০০ মানুষের বসবাস। শহরের কাছে ঘুরতে যাওয়ার জায়গা বললেই মাথায় আসে বস্তির এই জঙ্গল এলাকা। কয়েক বছর ধরে জঙ্গলে দূষণ বাড়তে শুরু করে। প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন বস্তির তরুণরা। স্থানীয় বাসিন্দা রাকেশ ছেত্রী বলছিলেন, 'আমরা কোভিডের সময় নিজেরা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তৈরি করি। ওই সংস্থার মাধ্যমে এলাকা পরিষ্কার রাখার কাজ শুরু করি।'

আরেক বাসিন্দা অজয় ট্যান্ডন বললেন, 'জঙ্গলকে পিকনিক থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা কয়েক বছর আগে বন দপ্তর থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম। দপ্তরের সহযোগিতায় সেই কাজে আমরা অনেকটাই সফল।' সম্প্রতি প্রায় এক ট্রাক আবর্জনা সাফ করেছেন আনশরা।

'প্রকৃতির আনন্দ নিতে এসে দূষিত করে চলে যাওয়া ঠিক নয়, তাই আমরা বিভিন্ন সময় এলাকায় পোস্টারিং করি', বলছিলেন বস্তির বাসিন্দা আশিকা ছেত্রী। শুধু কি তরুণ? সাত-আট বছরের সৃষ্টি, সুদিকশারাও এই কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছে। তারা একসুরে বলছে, প্লাস্টিক পরিষ্কার না করলে জীবজন্তুগুলির ওপর তার প্রভাব পড়বে। তাই এই বয়স থেকেই প্লাস্টিককে 'না' বলতে শিখে ফেলেছে ওরা।

নেপালি বস্তির বাসিন্দাদের নিয়ে গর্বিত ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদার। বলছেন, 'বস্তিবাসী যেমন সচেতন, তেমন বন্যপ্রাণপ্রেমীও। জঙ্গলে আগুন লাগলে তাঁরাই আগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পিকনিক বন্ধ করা এবং আবর্জনা সাফাইয়ে তাঁদের অবদান রয়েছে।'

উড়ান বাতিলে হয়রানি

বাগডোগরা, ২৪ জুলাই : বুধবার স্পাইসজেটের বেঙ্গালুরু-বাগডোগরা-দিল্লি উড়ান বাতিল করা হয়। বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিন বেঙ্গালুরু থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে বাগডোগরায় নেমে ৬.৪৫ মিনিটে ছাড়ার নির্ধারিত সময় ছিল। সেই অনুযায়ী যাত্রীরা বাগডোগরায় এসে অপেক্ষা করছিলেন। বোর্ডিং পাসও নিয়ে নেন তাঁরা। কিন্তু সন্ধে ৭.৩০ মিনিটে কর্তৃপক্ষ জানায়, উড়ান বাতিল করা হয়েছে।

স্পাইসজেটের পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। ভারতের যতগুলি বিমানবন্দরে তাদের উড়ান চলে, সব জায়গায় অস্বাভাবিকভাবে দেরি হয় বলে অভিযোগ যাত্রীদের। এমনকি প্রায়দিনই বাতিল করা হয়। যার ফলে হয়রানির শিকার হন যাত্রীরা। এর জেরে কর্মীদের গালমন্দ শুনতে হয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরে পুলিশ, সিআইএসএফ, বিমান সংস্থার কর্মী, সমস্ত বিভাগের কর্মীরাও এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিমানবন্দরের এক পুলিশকর্মী বলেন, 'সাতটার মধ্যে সমস্ত উড়ান চলে যাওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ দিন রাত ১০টা বেজে যায়।' স্পাইসজেটের পরিষেবা নিয়ে বর্তমানে যাত্রীদের পাশাপাশি বিমানবন্দরের কর্মীরাও বিরক্ত।

পার্ক ও স্কুলে বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ২৪ জুলাই : অপ্টোপিক ও শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হল। বুধবার ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ৫১টি নিম গাছের চারা লাগানো হয়। সেগুলি বাঁচাতে লাগাতার পরিচর্যারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অপ্টোপিকের সভাপতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তী জানান, গোটা এলাকায় মোট ৫০০টি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এক সপ্তাহ অন্তর গাছ লাগানো হবে ও সেগুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। নিম গাছের চারা জোগাচ্ছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা মাখন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহন দেবনাথ, অচিন্ত্য গুপ্ত, মনোজ দত্ত প্রমুখ।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া মডেল হাইস্কুলে বৃক্ষরোপণ করা হল। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের ওই স্কুলে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হিউম্যান অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটসের দার্জিলিং জেলা কমিটি গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়। আম, জাম, আমলকী সহ বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানো হয়েছে।

কৃষি দপ্তরের নীচে মাদকের কারবার

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৪ জুলাই : তিনতলা পাকা বাড়ি। দোতলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি দপ্তরের অফিস। নীচের তলায় ভাড়া দেওয়া। গোটা বাড়িটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাজারে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা ওই বাড়িটি বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝাই উপায় নেই। অথচ নীচে ভাড়াঘরে দেদার চলছিল মাদকের কারবার।

পুলিশের নাকের ডগায় সকলের অলক্ষে বেশ কিছুদিন কারবার চললেও শেষরক্ষা হল না। বুধবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দার্জিলিং পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও খড়িবাড়ি পুলিশের রানিগঞ্জ ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে উদ্ধার হল ২৬২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ নগদ ৩৪ হাজার টাকা।

এদিন রাতে ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। থানার ওসি মনোতোষ সরকার বলেন, 'মাদক ও নগদ সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। রাতে জিজ্ঞাসাবাদ চলবে।' ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে নেপাল সীমান্তে মাদক কারবারের মূল পান্ডাদের গ্রেপ্তার করতে চাইছে পুলিশ।

ধৃত তিন মাদক কারবারি।

ধৃত তিন

- পানিট্যাঙ্কি বাজারে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে তিনতলা বাড়ি
- দোতলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি দপ্তরের অফিস
- নীচের তলায় ভাড়াঘরে দেদার মাদকের কারবার
- বুধবার পুলিশি অভিযানে ব্রাউন সুগার সহ তিনজন গ্রেপ্তার

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাট নিবাসী ববিতা রায় নীচতলায় ভাড়া থাকত। এদিন তার ঘরে হঠাৎ ঢুকে তল্লাশি চালিয়ে মাদক উদ্ধার করে পুলিশের যৌথবাহিনী। অভিযানের সময় ববিতার ঘরে ছিল দুই মাদক কারবারি। তাদের নাম মহম্মদ সামসাদ ও বলাই বর্মন। বিহারের কিশনগঞ্জে বাড়ি হলেও সামসাদ থাকত নেপালে। বলাইয়ের বাড়ি পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোত এলাকায়।

এসওজি সূত্রে জানা গিয়েছে, বলাই মাদকের ডিস্ট্রিবিউটার। ববিতা ভাড়াবাড়িতে খুচরো ব্যবসা চালাত। আর সামসাদ ববিতার কাছ থেকে মাদক কিনে নেপালে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। এসওজির এক আধিকারিক জানান, বলাই ব্রাউন সুগার সরবরাহ করতে এদিন ওই ভাড়াবাড়িতে এসেছিল। সামসাদ এসেছিল সেই ব্রাউন সুগার নিয়ে নেপালে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ববিতার স্বামী সানি ঠাকুর বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছে।

বাড়ির মালিক সুবোধ ঘোষ জানাচ্ছেন, দোতলায় কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের অফিস ভাড়া রয়েছে। নীচতলায় পাঁচজন ভাড়াটে রয়েছেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'ভাবতেই পারছি না এখানে ভাড়া নিয়ে গোপনে মাদকের কারবার চলছিল।'

জলে ডুবেছে ভুট্টাখেত। ভেলায় অবশিষ্ট ফসল নিয়ে বাড়ি ফেরা। বুধবার ইসলামপুর বিহার মোড়ে। - রাজু দাস

শিশুমৃত্যুতে ধৃত ট্র্যাক্টরচালক

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ জুলাই : গত ৯ জুলাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল চার বছরের আশিয়ান খানের। সেই ঘটনায় ট্র্যাক্টরচালককে বুধবার গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ধৃত চালক ১৭ বছরের নাবালক, বুধারুগাঁও এলাকার বাসিন্দা। এদিন পুলিশ ওই নাবালককে বিধাননগর থেকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতকে এদিন দার্জিলিং জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়েছে। বিচারক অগাস্টের ২ তারিখ ধৃতকে ফের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি এদিন ধৃতকে জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বুধারুগাঁও সংলগ্ন হোসেনপুর এলাকায় ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হয় আশিয়ানের। তার দাদা আমন খান ওই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়। এরপর গ্রামবাসীরা ট্র্যাক্টরচালকের গ্রেপ্তারির দাবি জানান। ওই ঘটনার পর চালক গা-ঢাকা দিয়েছিল। অবশেষে নাবালক চালককে পাকড়াও করল পুলিশ।

রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ জুলাই : রক্তদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হল চটহাটের পেটকিতে। বুধবার এই শিবিরের আয়োজন করে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। শিবির থেকে সংগৃহীত ৩০ ইউনিট রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ৭৮ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়েছে। এদিন যাঁরা চোখ পরীক্ষা করিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১১ জনের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ফেরার আব্দুল, তোলাবাজি চলছেই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ জুলাই : সালিশি বিতর্ক যেন থামছেই না চোপড়া ও ইসলামপুরে। একের পর এক ঘটনায় যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে সালিশি, তোলাবাজির মতো ঘটনার। বুধবার ইসলামপুর থানার সুজালি অঞ্চলের মৌলানি গ্রামে খুন হতে হয়েছে তৃণমূল কর্মীকে। মূলত জমি নিয়ে দু'পক্ষের বিবাদ হলেও তা নিয়ে সালিশি হয়েছে এলাকায়। উঠছে তোলাবাজিরও অভিযোগ।

সুজালির ফেরার বাহুবলী নেতা তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হক এখনও তার বাহিনীকে সক্রিয় করে রেখেছে বলে অভিযোগ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শাসকদলের নেতারা আব্দুলের ঘাড়ে সবটা চাপিয়ে দিলেও স্থানীয় নেতাদের একাংশ যে ধোয়া তুলসীপাতা নন চাপা স্বরে তা জানাতেও কসুর করেননি এলাকার বাসিন্দারা।

মজিবর রহমান নামে ওই তৃণমূল কর্মীকে খুনে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ফারাজউদ্দিন ও তার শাগরেদরা। এই ঘটনায় জমি এবং পারিবারিক বিবাদকেই মূল কারণ বলে চিহ্নিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে তৃণমূলের একাংশ। কিন্তু স্থানীয়দের একাংশের দাবি, খুনের পিছনে জমি নয়, তোলাবাজি ও সালিশিই মূল কারণ।

বুধবার খোদ তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার বলেছেন, 'আবদুলের ডান হাত ফারাজউদ্দিন শুধু মৌলানি এলাকা থেকে গত পাঁচ বছরে খাপ পঞ্চায়েত বসিয়ে এক কোটি টাকার উপর তোলাবাজি করেছে। সেই টাকার সিংহভাগ যেত আব্দুলের কাছে। আর ফারাজউদ্দিনরা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশন পেত। আমরা সংগঠনের দখল নেওয়ার পর প্রায় পাঁচ মাস হল এসব বন্ধ হয়েছে।' ফারাজের দাদাগিরি রুখতে দল কী ব্যবস্থা নিয়েছিল? আপনারা পুলিশকে জানিয়েছিলেন? একের পর এক প্রশ্নের উত্তরে সাত্তার বলছেন, 'ফারাজউদ্দিন পুলিশের খাতায় ওয়ান্টেড ছিল। কিন্তু গ্রামে পুলিশ এলেই পালিয়ে যেত। আমরা দায়িত্ব নিয়ে খাপ পঞ্চায়েতে লাগাম টেনেছি।'

খোদ সাত্তারই জানিয়েছেন, জমি বাবদ মজিবরের কাছ থেকে ২৫ লক্ষ এবং পারিবারিক স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে ১৫ লক্ষ সহ মোট ৪০ লক্ষ টাকা নিয়েছিল ফারাজউদ্দিন। তাহলে মজিবরের লক্ষ লক্ষ টাকা ফেরাতে ব্যবস্থা নেননি কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি সাত্তার।

খুনের পর থমথমে মৌলানি। সেখানেই এক বাসিন্দা ভয়ে ভয়ে মুখ খুললেন। তিনি বললেন, 'দৈনিক ৬০০ থেকে ৭০০ এবং মাসিক ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা মাথাপ্রতি খরচ করে আব্দুল দুষ্কৃতীদের টিম রেখে দিয়েছে। মুখ খুললেই বিপদ।'

কেউ প্রেম করলে, প্রেম করে বিয়ে করলে, তরুণ-তরুণী একসঙ্গে সেলফি তুললে, কোনও পুরুষ কোনও মহিলাকে বাইকে তুললে ফারাজউদ্দিনের বাহিনী লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করত।

বাসিন্দাদের প্রশ্ন, বর্তমানে আব্দুল পলাতক। তাহলে তার বাহিনীর ওপর লাগাম টানতে দলের নেতারা ব্যর্থ কেন? তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেনের প্রতিক্রিয়া, 'স্থানীয় নেতৃত্ব বিষয়গুলি দেখছে। তবে দল এই ধরনের কোনও অবৈধ কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে।'

সালিশি ও খাপ পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার জবি থমাস বলছেন, 'পুলিশের কাছে এমন মামলা রুজু হলে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করব।'

ট্রাক ইউনিয়নের নেতারা আজ নবান্নের পথে

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : নিজেদের সমস্যা নিয়ে এবার নবান্নের দ্বারস্থ হচ্ছে ফুলবাড়ি বর্ডার ইন্দো-বাংলাদেশ ড্রাইভার ইউনিয়ন। বৃহস্পতিবার সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল নবান্নের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে এখানকার ট্রাকচালক ও মালিকরা নানা সমস্যায় ভুগছেন বলে অভিযোগ। প্রশাসনের কাছে আবেদন-নিবেদন ও বহু আন্দোলনেও কোনও ফল মেলেনি। ইউনিয়নের সম্পাদক সুলতান মহম্মদের কথায়, 'বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনে জানানো হয়েছিল। সেইমতো নবান্ন থেকে আমাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

অবৈধভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ

ইউনিয়নের আরেক নেতা নুর হোসেন ওরফে বাবুসোনার বক্তব্য, 'কলকাতায় গিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা হবে।'

জানা গিয়েছে, ভুটানের বোল্ডারবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনে কোনও খরচ দিতে হয় না। কিন্তু ভারতের ট্রাক পাথর নিয়ে বাংলাদেশে গেলেই রাজস্ব দিতে হয়। ফলত, ভারতীয় পাথরের দাম বাংলাদেশে অনেকটা বেড়ে যায়। এই সুযোগে ভুটানের ট্রাকগুলি থেকে ফুলবাড়ির একটি সিন্ডিকেট অবৈধভাবে টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাতে ট্রাকচালক ইউনিয়ন নবান্নে যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

পুলিশের বিরুদ্ধেই হুজ্জতির অভিযোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরে দুষ্কৃতীদের হুজ্জতি নতুন নয়। এবার খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে উঠল হুজ্জতির অভিযোগ। শুধু তাই নয়, হতে হল চূড়ান্ত হেনস্তা। শুনতে হল মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে আজীবন জেলে থাকার হুঁশিয়ারিও। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার সহ ভক্তিনগর থানায় মেল করে অভিযোগ জানিয়েছেন শহরের দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা ব্যবসায়ী শোভন মজুমদার। তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির কর্মী অমিত সরকার ও এক সিভিক ভলান্টিয়ারের দিকে।

ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ব্যবসায়িক কারণে তিনি বাবাকে নিয়ে ইস্টার্ন বাইপাশের পাশে গোডাউনে যান। সেখানে বড় ট্রাকে তাঁদের ব্যবসার পণ্য আসে। ট্রাক চলে আসায় তড়িঘড়ি গোডাউনের মুখে বাইকে চাবি রেখেই তিনি নেমে যান। ট্রাক পার্কিংয়ে ঢোকানোর পর ফিরে এসে দেখেন বাইকের সামনে আশিঘর ফাঁড়ির পেট্রলিং ভ্যান দাঁড়িয়ে। পুলিশকর্মীরা বাইকটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। তিনি বাইকটি তাঁর বলে জানান। তখনই ভ্যানে থাকা অমিত সরকার নামে ওই

মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুঁশিয়ারি

পুলিশকর্মী তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ শুরু করেন বলে শোভনের দাবি। তাঁর অভিযোগ, 'অশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে তিনি বলেন, আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন। এটা চুরির গাড়ি।' তিনি পুলিশকে জানান, সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি রয়েছে। এরপরই ওই কর্মী বাবাকে ডেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। হুমকি দিয়ে বলে, এমন কেস দেব তুই আর কোনওদিন বেরোতে পারবি না। এসব শুনে বাবা কাঁদতে থাকেন। শোভন বলেন, 'আমরা দুজন বাড়ি ফেরার চেষ্টা করি। তখনই ওই পুলিশকর্মী হুঁশিয়ারি দেয়, এখানেই মেরে থানায় ঢুকিয়ে দেব।'

বুধবার ক্ষোভের সুরে শোভন বলেন, 'আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করি। এরপরও যদি অকারণে পুলিশের এমন হুজ্জতির শিকার হই তাহলে কোথায় বিচার চাইব?' তিনি আরও জানান, 'গাড়িতে অমিত ছাড়াও একজন সিভিক ভলান্টিয়ার, দুজন কর্মী ও চালক ছিল। বাকিরা ভালো ব্যবহার করলেও অমিত সরকার ও ওই সিভিক ভলান্টিয়ার হুজ্জতি চালায়।'

এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন না তোলায় ও মেসেজের উত্তর না দেওয়ায় কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কেক অস্কারের মঞ্চে সেরা শিলিগুড়ির দুই নারী

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : সিনেমার ক্ষেত্রে অস্কার দেওয়ার কথা সকলেরই জানা। যদি বলা হয়, কেক বানানোর জন্যেও অস্কার দেওয়া হয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এবছর ২০ জুলাই শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত হয়েছিল এশিয়া কেক অস্কার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। আর সেখানেই সেরা কেক শিল্পীর শিরোপা জিতে নিয়েছেন শিলিগুড়ির দুই নারী রাখি মিত্রুকা এবং রিনচেন ওলমো।

জন্মদিন, বিয়ে কিংবা ২৫ ডিসেম্বর, কেকের জুরি মেলা ভার। শুধু পশ্চিমী দুনিয়ায় নয়, ভারতীয় উপমহাদেশেও সারাবছর নানা অনুষ্ঠানে এখন কেক কাটার রেওয়াজ। এই আবহে শিলিগুড়ির দুই নারীর আন্তর্জাতিক স্তরের

আজ থেকে মোটামুটি ১২ বছর আগে শখ করেই কেক বানানো শুরু করেন রাখি। তখনও তাঁর কল্পনাতেই আসেনি, এই শখ একদিন তাঁকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দেবে। প্রথমদিকে নিজের হাতে কেক বানিয়ে বন্ধু, আত্মীয়দের খাওয়াতেন শিলিগুড়ির এসএফ রোডের বাসিন্দা রাখি। তাঁদের ভালো লাগতে শুরু করায় মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে খুলে ফেলেন নিজের ছোট একটা বেকারি। সেখান থেকেই তাঁর পথচলা শুরু।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান শেষ করে বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় ছুটি কাটাচ্ছেন রাখি। ফোনে বললেন, 'একসময় ইন্টারনেটে প্রবন্ধ পড়ে, বিশেষজ্ঞদের ভিডিও দেখে নিজেকে তৈরি করতাম। এরপর বাড়িতেই বেকারি খুলে কেক বানানো শুরু

কলম্বোয় অস্কার নিচ্ছেন রাখি মিত্রুকা (বাঁদিকে)। অস্কার হাতে খোশমেজাজে রিনচেন ওলমো।

বছর ধরে তিনি বিভিন্ন বয়সের উৎসাহীদের কেক বানানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। এমনকি আন্তর্জাতিক কেক ম্যাগাজিনে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন রাখি।

বাসিন্দা রিনচেন সে দেশের রাজধানী কলম্বোয় অস্কার অনুষ্ঠানের আসর মাতিয়েছেন। তাঁর পথচলাও মোটামুটি একইরকম। তাঁরও নিজের একটি বেকারি রয়েছে মঞ্চে উঠে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। সকলের উদ্দেশে বললেন, 'এই জয় শুধু আমার একার নয়, যাঁরা নিজের নিজের বাড়িতে কেক বানিয়ে চলেছেন এবং সফল হওয়ার সংযোজন, 'আমার সাফল্য এটাই আবার প্রমাণ করল, কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় থাকলে জীবনের সমস্ত লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব।'

রিনচেন এবং রাখি দুজনেই ইন্টারমিডিয়েট ক্যাটিগোরিতে এই পুরস্কার জিতেছেন। শ্রীলঙ্কা, ভারত, ইরান সহ মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিলেন। ভারতের মুম্বই, নয়ডা, কলকাতা থেকেও কয়েকজন অংশ নেন। তবে ২০ বছর ধরে চলা এই আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি থেকে এই প্রথম পুরস্কার ঘরে তুললেন দুই নারী। শহর শিলিগুড়ির নাম এতদিন উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার কিংবা পর্যটনের জন্য পরিচিত ছিল। এবার রাখি ও রিনচেনের সৌজন্যে কেক তৈরির শিল্পের মানচিত্রেও জায়গা করে

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সিএফ ২১৭/এ/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪

তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক/যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার জন্য বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা
Field Technician Air Conditioner (ELE/Q3102 V3)	10th Pass + 2 years experience or 12th Pass & above
Field Technician Other Home Appliances (ELE/Q3104 V3)	

বয়স : ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর।
পারিবারিক বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

জেলা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা	বিষয়	আসন সংখ্যা
কোচবিহার	PO+PS: Mekliganj, Near- Mekliganj High School, Dist: Coochbehar, Pin: 735304, Phone: 9635306748	Field Technician Air Conditioner (ELE/Q3102 V3)	১২০
মালদা	Universal College of Education, Village- Dharampur, Meherpur, Mothabari- 732207, Phone: 9836050796 / 9748391456	Field Technician Other Home Appliances (ELE/Q3104 V3)	১২০

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায়: www.wbbcdev.gov.in
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: আবেদনের শেষ তারিখ- ৩১এ জুলাই ২০২৪।
রূপায়ণে
Electronics Sector Skills Council of India (ESSCI)
155, 2nd Floor, ESC House
Okhla Industrial Area-Phase 3, New Delhi-110020

VIDYASAGAR SCHOOL OF SOCIAL WORK
(Affiliated to Vidyasagar University)
Recognized under Section 2(f) of the UGC Act, 1956
DD-18/4/1, Sector- I, Salt Lake City, Kolkata- 700 064.

Admission Notice (2024-2025)
Online/ Offline Applications are Invited for the following Courses (Regular/ Full time)

• BSW (Bachelor of Social Work Honours)
4 years (8 Semesters), Eligibility- 10+2 (Any Stream)

• MSW (Master of Social Work)
2 years (4 Semesters), Eligibility- Honours in any subject OR Graduate with 45% marks OR Deputed (Govt./NGO) Candidate with 40% marks in Graduation under 10+2+3 system

• Post-Graduate Diploma in Psychological Counselling
1 Year Evening, Day: Mon, Tues, Wed & Sat, Time: 5:30 pm to 8:00 pm) Eligibility: Any Graduate (10+2+3), Age not exceeding 55 Years

Application forms and prospectus are available on www.jpinstitute.org OR from the College,
Application Deadline: 31st August, 2024

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির পর এবার নকশালবাড়ি। জমি দখলের কারবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ একাধিক নেতার। প্যান্ডোরার বাক্সের মতো খুলে যাচ্ছে তাঁদের কীর্তিকলাপ। একজন জেলে গিয়েছেন ইতিমধ্যে। বাকিদের ভবিষ্যৎ কী, প্রশ্ন উঠছে নকশালবাড়িতে।

নজরে বাগডোগরার তৃণমূল নেতা

জমি মাফিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন প্রধান

জমি হাঙর

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ জুলাই : নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরাফ আনসারি গ্রেপ্তার হতেই এবার বাগডোগরার এক তৃণমূল নেতার সম্পত্তি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এই নেতা আবার পঞ্চায়েত সমিতির বড় পদে রয়েছেন। একই সঙ্গে ব্লকের এক প্রধানের সম্পত্তি ও জমি মাফিয়ার সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা নিয়েও দলের অন্দরে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এবিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'কেউ বেআইনি কাজ করে থাকলে প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। জমি কেলেঙ্কারিতে আমাদের দলের কেউ জড়িত থাকলে অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত হবে।'

এদিকে, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, জমি দখল, বালি-পাথর পাচারের মতো কালা কারবারের বখরা যেত ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক এবং সমিতির শীর্ষ নেতাদের পকেটে। বখরা নিয়ে দু'পক্ষের ঝামেলাও হয়েছিল। সেই জল গড়ায় জেলা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত। কয়েক মাস আগে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের একাংশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বাগডোগরার ওই নেতা। কিন্তু এতে সুবিধা করতে পারেননি। আসরাফের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, ওই তৃণমূল নেতা নিজের আখের গোছাতে তাঁকে ব্যবহার করেছেন। আসরাফের মাধ্যমে নানা জায়গায় চিঠি পাঠানো হত। অভিযোগ, জেলা সভানেত্রী-ঘনিষ্ঠ ওই নেতা কয়েক বছরে বাগডোগরা, গোঁসাইপুরে নামে বেনামে কোটি টাকার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছেন। আসরফ গ্রেপ্তার হলেও এই নেতার বিরুদ্ধে কেন কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অন্যদিকে, আসরফ গ্রেপ্তার হওয়ায় পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদ নিয়েও

কালা কারবার

- বাগডোগরার এক তৃণমূল নেতার সম্পত্তি নিয়ে চর্চা
- বাগডোগরা, গোঁসাইপুরে নামে বেনামে কোটি টাকার সম্পত্তি
- নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে
- ব্লকের একটি পঞ্চায়েত প্রধানের জমির দালালদের সঙ্গে ওঠাবসা

শুরু হয়েছে জল্পনা। সূত্রের খবর, বোর্ড গঠনের আগে এই পদ পেতে নকশালবাড়ির এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন আসরফ। প্রথমে যদিও ওই নেতাই পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু আসরফের থেকে ৫ লক্ষ পেতেই তিনি দাবি থেকে সরে আসেন। সমিতির এক সদস্য জানিয়েছেন, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়কে বসানোর পরিকল্পনা চলছে। এবিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত আইনে যেটা রয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে। ওই পদে কাকে বসানো যায়, তা আমাদের জেলা সভানেত্রী দেখছেন।'

পঞ্চায়েত সমিতির পাশাপাশি ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়েও উঁকি দিচ্ছে নানা প্রশ্ন। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের আয়বহির্ভূত সম্পত্তি রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। এই প্রধান আগের বোর্ডে উপপ্রধান ছিলেন। আট-নয় বছরে তাঁর আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে। অভিযোগ, জমির দালালদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা। যার দৌলতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছেন। আত্মীয়স্বজনের নামে রয়েছে একাধিক ঠিকাদারি লাইসেন্স। মেচি নদীতে বালি-পাথর পাচারের সিন্ডিকেটও চালান প্রধান। তাঁর দেড় কোটির নির্মীয়মাণ বাড়ি নিয়েও চর্চা রয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, কুখ্যাত জমি মাফিয়া সুরজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জমির কারবার চালাচ্ছেন এই নেতা। এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়ের বক্তব্য, 'কোনও প্রধান, সমিতির সদস্য দলে থেকে অনৈতিক কাজকর্ম করলে দল তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে। যাঁরা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।'

অন্যদিকে, আসরফকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। মঙ্গলবার জমি সংক্রান্ত মামলায় জামিন মঞ্জুর করা হলেও সরকারি কর্মীদের গায়ে হাত এবং কাজে বাধা দেওয়ার মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন বাতিল হয়েছে।

মাছভাতে ঝুঁকছেন আম বাঙালি, অভিযানেও বদল নেই বাজারের ছবিতে

শহরে কমছেই না সবজির দাম

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : প্রশাসন কিছুটা ঢিলে দিতেই ফের শহরে সবজির দাম আকাশছোঁয়া। আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে কাঁচা লংকা, টমেটো, পটল সবকিছুরই দাম মানুষের নাগালের বাইরে। শহরের বিধান মার্কেট, হায়দরপাড়া, ফুলেশ্বরী, সুভাষপল্লি-রথখোলার মতো বড় বাজারগুলিতে কোনও কথাই শুনছেন না ব্যবসায়ীরা। যার ফলে খুব প্রয়োজনীয় সবজি ছাড়া অন্য সবজি কেনার বিলাসিতা দেখাচ্ছেন না ক্রেতারা। যার ফলে বেশিরভাগ বাজারই এখন সকাল থেকে কার্যত ফাঁকা থাকছে। বরং এখন মাছের বাজারে উপচে পড়ছে ভিড়। দামের কারণে সবজির চাইতে এখন মাছের ঝোল-ভাত খাওয়ার দিকেই বেশি ঝুঁকছেন শহরের আম বাঙালি।

তবে মহা সমস্যায় পড়েছেন নিরামিষাশীরা। আগুনে দামের সবজিতে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই অল্প পরিমাণ সবজি কিনে কোনওভাবে দিন চালাচ্ছেন।

ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজারে বিকিকিনি। বুধবার। ছবি : তপন দাস

পুরনিগম ও কৃষি বিপণন দপ্তরের তরফে টাস্ক ফোর্স গড়ে তারা যে আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা, টমেটো বিক্রি করা হচ্ছে তাও নিয়মিত নয়। সকাল ৮টায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সবজি নিয়ে বসার কথা থাকলেও তাঁরা সময়মতো বসছেন না।

বুধবার শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু বাজারে গিয়ে দেখা গেল বর্তমান চিত্র। টাস্ক ফোর্সের অভিযানের সময় কর্তাদের কম করে দাম বলায় তাঁরা সন্তুষ্ট হলেও ক্রেতাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা মারাত্মক। এদিন সুভাষপল্লি-রথখোলা, বিধান মার্কেট, ফুলেশ্বরী, হায়দরপাড়া বাজারে জ্যোতি আলু বিক্রি হয়েছে ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে, ভুটানের আলু ৫০ টাকা। পেঁয়াজ ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে অধিকাংশ বাজারে। যদিও টাস্ক ফোর্সের কর্তারা ৩০ টাকা কেজি দরে আলু ও ৪০ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রির নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

খুচরো বাজারের ব্যবসায়ীরা বলছেন, 'পাইকারি বাজার থেকে টাস্ক ফোর্সকে ভুল তথ্য দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাইকারি বাজার থেকে তাঁদের কোনও রসিদও দেওয়া হয় না। অথচ ক্রেতারা ভাবেন আমরাই বোধ হয় দাম বেশি নিচ্ছি।' যদিও পাইকারি ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁরা কম লাভ রেখে খুচরো ব্যবসায়ীদের সবজি বিক্রি করছেন। প্রতি কেজিতে ৩-৪ টাকা লাভ রাখা হয়।

অনাদিকে ক্রেতাদের বক্তব্য, টাস্ক ফোর্সের অভিযানে লাভ কী হল? এদিনও বিভিন্ন বাজারে টমেটো ১০০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, কাঁচা লংকা ১২০-১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। আদা, রসুন প্রতি কেজি ২০০ টাকারও বেশি দরে এদিন বিক্রি হয়েছে। সুবিনয় শিকদার নামে শহরের এক বাসিন্দা সকাল ন'টা নাগাদ কৃষি বিপণন দপ্তরের স্টলে সুলভ মূল্যে সবজি কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন সাড়ে ন'টা অবধি অপেক্ষা করলেও স্টলই খোলা হয়নি। অথচ সকাল ৮টা থেকে সবজি বিক্রি শুরুর কথা। তার বক্তব্য, 'সবকিছুই লোক দেখানো। অভিযান করে লাভটা কী হল? জিনিসপত্রের দাম তো কমেনি একফুলও। সরকারি স্টলও দেখলাম নির্দিষ্ট সময়েও খোলা হয়নি।' বিধান মার্কেটের সবজি বাজারে বাজার করতে আসা রাজু বিশ্বাসের বক্তব্য, 'দাম না কমলে বাজারে সেভাবে আসব না। সবজির বদলে এখন মাছ সস্তা।'

তাহলে কী করছেন টাস্ক ফোর্সের কর্তারা? কৃষি অধিকর্তা দেবাশিস ঘোষ বলছেন, 'এরকম হয়ে থাকলেও তা খুবই মারাত্মক। আমরা আবার অভিযানে নামব।'

> সবকিছুই লোকদেখানো। অভিযান করে লাভটা কী হল? জিনিসপত্রের দাম তো কমেনি একফুলও। সরকারি স্টলও দেখলাম নির্দিষ্ট সময়েও খোলা হয়নি।
>
> **সুবিনয় শিকদার**, ক্রেতা

প্রশিক্ষণ

ইসলামপুর, ২৪ জুলাই : রাজ্য সরকারের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় ইসলামপুর ব্লকের মৎস্যচাষিদের উন্নতমানের মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। তিনদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ দিন ছিল বুধবার। মোট ৫০ জন চাষিকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রত্যেক চাষিকে ৩০০ টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হবে। অগাস্টে মিড-ডে মিল কর্মী এবং প্রাণীবন্ধুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর ব্লকের বিএলএস জীবন সরকার।

রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

চোপড়া, ২৪ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের চোপড়া বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে বুধবার টুটু সিংহ স্মৃতি বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও অঙ্কন সহ পরিবেশ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভদ্র। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য যোগেশ বর্মন জানান, আগামী ২৭ থেকে ৩০ অগাস্ট কলকাতায় ১৮তম সারা ভারত জনবিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেজন্য নানা স্কুলে এমন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

নয়া ইউনিট

চোপড়া, ২৪ জুলাই : চোপড়া থানার গিরিবালা চা বাগানে বুধবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পৃথক ইউনিট তৈরি হল। সংগঠনের নেতা কালু সিংহ জানান, সিটু থেকে এদিন প্রচুর শ্রমিক-কর্মচারী আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেন। ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক শীল জানান, ওই বাগানে আগে তৃণমূলের কোনও শ্রমিক সংগঠন ছিল না। শ্রমিকদের একটি অংশ এদিন তাঁদের সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ২৪ জুলাই : চোপড়া থানার ডাঙ্গাপাড়ায় এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম লক্ষ্মী বর্মন (২২)। বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ওই বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভারত-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু। সীমান্তের ওপারে চলেছে ডাম্পার। ফুলবাড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ফের বাণিজ্য শুরু

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি কাটিয়ে বাংলাদেশ কিছুটা স্বাভাবিক হতেই ফের ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বুধবার ফুলবাড়ি হয়ে বাংলাদেশে প্রায় ২০০টি বোল্ডারবোঝাই ট্রাক, ডাম্পার ঢুকেছে।

গত বৃহস্পতিবার শেষবারের মতো ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ভারতীয় ট্রাক গিয়েছিল। তারপর থেকে সীমান্ত খোলা থাকলেও ওপার বাংলার কোটা আন্দোলনের জেরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য ব্যবসায়িক সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফের বাণিজ্য চালু হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন বোল্ডারের ব্যবসায়ী সহ ট্রাক, ডাম্পারের চালক ও মালিকরা। এদিন সকাল থেকে সীমান্তজুড়ে ছিল চেনা ব্যস্ততা। যে ট্রাকগুলি বাংলাদেশে যাচ্ছে তার প্রতিটি বিএসএফ কর্মীরা খুঁটিয়ে তল্লাশি চালান। ফিরতি পথে আসা খালি ট্রাকেও তল্লাশি চালানো হয়। তবে, বাংলাদেশে চলতি নেটওয়ার্ক সমস্যা ব্যবসায়ীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা যে কবে মিটবে তা নিয়ে কেউই স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

এ প্রসঙ্গে ফুলবাড়ি ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল খালেকের বক্তব্য, 'বোল্ডার রপ্তানি বন্ধ থাকায় ব্যবসায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বুধবার থেকে ফের ব্যবসা চালু হওয়ায় সীমান্তে কিছুটা হলেও খুশির হাওয়া। সীমান্তের ওপারে জিরো পয়েন্ট থেকেই মোবাইলে নেটওয়ার্ক মিলছে না। তাই, এপার থেকে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ওপারের প্রশাসন থেকে বাণিজ্যিক দিকটি পর্যালোচনা করে নেটওয়ার্ক চালু করার বিষয়ে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলেছি।' ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মুস্তাফা হোসেনের বক্তব্য, 'একদিন

স্বস্তিতে ব্যবসায়ীরা

ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। ভুটানের পাশাপাশি এদেশেরও অনেক ট্রাক দৈনিক চলাচল করেছে। ব্যবসা যাতে সচল থাকে সেটাই চাই।'

এদিন এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে মোট ১১০ জন ভারতে আসেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের ৬৯ জন, ভারতের ২২ জন ও নেপালের ১৯ জন রয়েছেন। নেপালের ১৯ জনই বাংলাদেশে পড়াশোনা করেন।

নেপালের ঘনশ্যাম আচার্য বাংলাদেশের ঢাকায় কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তাঁর কথায়, 'পরিস্থিতি আগের থেকে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু কলেজে পুরোপুরিভাবে পড়াশোনা চালু হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই কিছুদিনের জন্য বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিই। কলেজ খুললে ফের ফিরে যাব।'

সংঘর্ষে জখম ৬

চোপড়া, ২৪ জুলাই : চোপড়া থানার কালিকাপুর গ্রামে পারিবারিক বিবাদ ঘিরে দু'পক্ষের সংঘর্ষে বুধবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের ছ'জন জখম হয়েছেন। ঘটনায় গুলি চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। সেখান থেকে চারজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মশিরউদ্দিন ও জব্বার আলির পরিবারের মধ্যে বিবাদ ঘিরে এদিন সংঘর্ষের সূচনা হয়। উভয়পক্ষই একে অন্যের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। মশিরউদ্দিনের বক্তব্য, তাঁর ভাইপো জব্বার আলির বাড়িতে পাওনা টাকা চাইতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। অভিযোগ অস্বীকার করে জব্বার আলি বলেন, এবিষয়টি এমন নয়। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে ওঁরা আপত্তি করায় এদিন বচসা বাধে। আইসি অমরেশ সিংহ জানান, উভয়পক্ষই অভিযোগ জানিয়েছে। কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ তদন্ত করছে।

নিখোঁজ তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : বুধবার শিলিগুড়ির সেবক রোড থেকে এক তরুণ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ১৯ বছর বয়সি ওই তরুণের নাম ঋষিকেশ ঘোষ। খোঁজ করেও এখনও পর্যন্ত ওই তরুণের কোনও হদিস মেলেনি বলে পরিবার সূত্রে দাবি।

শিবির

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : আগামী ২৬-২৮ জুলাই হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের (ন্যাফ) প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই শিবির চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল। কালিম্পং জেলার টাকলা গ্রামে এই শিবির হবে।

চায়না রসুন বিক্রির প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : চায়না রসুন বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও দেদারে তা বিকোচ্ছে শিলিগুড়ির বাজারে। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির ক্ষুদিরামপল্লির সবজি বাজারে অভিযানে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে টাস্ক ফোর্সের কর্তাদের। তখনই ব্যবসায়ীদের এই রসুন বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ দেন কর্তারা। কিন্তু এখনও বেশ কিছু বাজারে চায়না রসুন বিক্রি হওয়ায় এবার শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ীরা সরব হলেন। এদিন প্রধাননগর থানায় একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় ব্যবসায়ীদের তরফে। তাঁদের বক্তব্য, 'চায়না রসুন কীভাবে ভারতে আসছে, তা প্রশাসনকে দেখতে হবে। দুই মাস ধরে এই রসুন এখানে আসছে। এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

আগের বরাদ্দই ব্যয় চা খাতে

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : চা বাগানের বঞ্চনা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠতে ২০২১-'২২ অর্থবর্ষের বরাদ্দকে হাতিয়ার করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং টি বোর্ডের সদস্য রাজু বিস্ট। ২০২১-'২২-এর বাজেটে প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল বাংলা এবং অসমের চা শ্রমিক পরিবারগুলির কল্যাণে। রাজু বিস্টের দাবি, বরাদ্দকৃত ওই অর্থ ব্যয় করা হবে চলতি অর্থবর্ষের পাশাপাশি ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে। চা বাগিচা অঞ্চলের দুরবস্থার জন্য তিনি দায়ী করেছেন রাজ্য সরকারকে। শ্রমিক কল্যাণে তৃণমূল সরকার কিছু করছে না বলে তাঁর অভিযোগ।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জননগরে। মৃতের নাম সুইটি দাস (১৩)। সে শিলিগুড়ি ঘোগোমালি হাইস্কুলে পড়ত বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার বাড়িতে না জানিয়ে প্রতিবেশী বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিল সুইটি। এনিয়ে ওইদিনই সেই বান্ধবীর মা তাকে বকাবকা করেছিল বলে স্থানীয়রা জানান। দুপুরে হঠাৎই সুইটিকে বাড়িতে এক ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। তারা সুইটিকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চোরাই সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : চুরি যাওয়া ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ঘড়ি উদ্ধার করল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। গত ১৬ তারিখ জলপাই মোড়ের বাসিন্দা ডেনজং ভুটিয়া খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, গত ১৪ তারিখ রাতে তাঁর বাড়ি থেকে ওই সামগ্রী চুরি হয়েছে। মিলন মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার রাতে নিচেন তামাং সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া ওই সামগ্রীও পুলিশ উদ্ধার করে। ধৃতের আসল বাড়ি কার্সিয়াংয়ের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ডুক্লের বস্তিতে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অবৈধ নির্মাণ রুখতে নোটিশ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : অবৈধ নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর অ্যাপার্টমেন্ট ও গয়ারাম বিস্তিয়ে নোটিশ দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। অনীতার অ্যাপার্টমেন্টে দেওয়া নোটিশে বলা হয়েছে, অ্যাপার্টমেন্টের ওপরে যে রুফটপ দেওয়া হয়েছে, তার বৈধ কাগজপত্র সাতদিনের মধ্যে জমা করতে হবে, অন্যথায় ভেঙে ফেলা হবে। অন্যদিকে, গয়ারাম বিস্তিয়ে দেওয়া নোটিশে অবিলম্বে কাজ বন্ধের নির্দেশের পাশাপাশি শুক্রবারের মধ্যে যাবতীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দুই বিজ্ঞপ্তিতে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তাপ ছড়িয়েছে শহরে।

ধৃত পাঁচ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : কোনও অপরাধ করার আগেই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ সমরনগরের শিমুলগুড়ি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হলে পুলিশ খবর পায়। অভিযান চালিয়ে ধারালো অস্ত্র সহ পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হল সুকুমার দাস, মঙ্গল মহন্ত, সুরজ ছেত্রী, মহম্মদ বুধা ও মহম্মদ শফিকুল আলি। ধৃতদের মধ্যে সুকুমার দাস আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা, মঙ্গল মহন্ত বানারহাটের, বাকিরা শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বহুরূপী। শিলিগুড়িতে পবন ঠাকুরের ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জেলার দাবিতে স্মারকলিপি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : পৃথক জেলা তৈরির দাবিতে বুধবার উত্তরকন্যায় স্মারকলিপি জমা দেয় ইসলামপুর জেলা নির্মাণ কমিটি। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের নেতৃত্বে এদিন কমিটির এক প্রতিনিধিদল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়। জেলা নির্মাণ কমিটির নামে ইসলামপুর মহকুমা সহ উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেস যে পায়ের নীচে মাটি শক্ত করার কৌশল নিয়েছে তা অস্বীকার করছে না কমিটি। ইসলামপুরকে পৃথক জেলা তৈরির দাবি বহু পুরোনো। একে হাতিয়ার করে এখন থেকেই মহকুমায় কংগ্রেস ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে অনেকের দাবি।

মন্ত্রীর সঙ্গে এদিন প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক চলে। মন্ত্রীকে জেলা তৈরির প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর চেষ্টা করে কমিটি নেতৃত্ব। বৈঠকে ভিক্টর বলেন,

উদয়নকে স্মারকলিপি দিচ্ছেন ভিক্টর। উত্তরকন্যায়। বুধবার। -সূত্রধর

'রায়গঞ্জের তুলনায় ইসলামপুর মহকুমায় জনসংখ্যা ও ভোটার বেশি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সবকিছুতেই বঞ্চিত ইসলামপুর। ভাষা ও সংস্কৃতির কারণে জেলা গঠনের দাবি বহু পুরোনো।' পরে বাইরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'ইসলামপুর কলেজে প্রায় ১৮ হাজার পড়ুয়া রয়েছে। সবাই কলেজে এলে গোটা মাঠেও জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। দেশে আর কোথাও এমন পরিস্থিতি আছে কি না জানা নেই।' এসব কারণে আলাদা জেলা হলে পরিকাঠামো উন্নয় সম্ভব বলে কমিটির দাবি। মন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে কমিটির দাবি। এদিন মন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় এ ব্যাপারে সরাসরি তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

নদীভাঙনের জেরে আতঙ্কে চোপড়া

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৪ জুলাই : প্রতিবারের ছবি এবারেও প্রকট। চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নদীপাড় ভাঙনের জেরে প্রতি বছরই কৃষক ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের একাংশকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এবারও হচ্ছে। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধো কানহো চরের বাসিন্দারা এবারও নদীভাঙনের আতঙ্কে ব্যাপক উদ্বেগে রয়েছেন। ওই এলাকায় মহানন্দার ভাঙনের জেরে বাসিন্দাদের ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সিধো কানহো চরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দার শাখা নদীর পাড়ভাঙনের জেরে বেশ কিছু পরিবার উদ্বেগে রয়েছে। অন্যদিকে, সীমান্তের দাসপাড়া ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় ডোক নদীর ভাঙনে একরের পর একর চা বাগান তলিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মজহারুল ইসলাম বলেন, 'করতোয়ার পাড়ভাঙনে ইতিমধ্যে আমাদের তিন বিঘা চা বাগান তলিয়ে গিয়েছে। এরকম অনেকের বাগানই নষ্ট হয়েছে। এলাকার কবরস্থান ও ইদগাহ তলিয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে সবকিছু চলেও এ বিষয়ে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগই নেই।'

ডোক নদীর ভাঙনের কবলে চা বাগান।

সেভাবে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ না এলেও এ বিষয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল জানিয়েছেন।

প্রতিবছর বর্ষায় ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নদীর পাড়ভাঙনে আবাদি জমি ও চা বাগান নষ্ট হচ্ছে। এলাকার বিভিন্ন নদীতে জল বাড়তে শুরু করলেই স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ শুরু হয়। ব্লকে স্থানীয় নদীর পাশাপাশি মহানন্দা, বেরং ও ডোক নদীর পাড়ভাঙনে কৃষক ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কমবেশি প্রায় প্রতিটি নদীর ভাঙনে প্রতিবছর সোনাপুর, হাপতিয়াগছ, মাঝিয়ালি ও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চা বাগান, আনারসখেত ও আবাদি জমি তলিয়ে যায়।

এলাকায় বেরং ও ডোক নদীর পাড়ভাঙনে প্রতি বছর ক্ষুদ্র চা চাষি ও কৃষকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বেরং নদীর ভাঙনে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় চা বাগান তলিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে ডোক ও মহানন্দার জন্য বাসিন্দাদের বিভিন্ন এলাকায় ভাঙনের আতঙ্কে রয়েছেন।

হৃদরোগে মৃত

কর্তব্যরত অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের সুতির এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। মৃত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম মির মোদাস্সার আলি।

স্বামীর শোকে মৃত্যু

মৃত স্বামীর বুকে হাত রেখে মৃত্যু হল স্ত্রীর। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে। মৃত শংকর মণ্ডলের বয়স ৮৫ বছর। স্ত্রীর বয়স ৬৮ বছর। শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

হাসপাতালে বালু

মঙ্গলবার রাতে বুকে ব্যথা নিয়ে এসএসকেএমে ভর্তি হলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইলেকশন পিটিশন

পরাজিত পাঁচ বিজেপি প্রার্থীর ইলেকশন পিটিশন হাইকোর্টের পাঁচজন পৃথক বিচারপতির বেঞ্চে গেল। বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারের মামলা শুনবেন।

শুভেন্দুকে নিগ্রহ বিধানসভায়

তদন্তের নির্দেশ অধ্যক্ষের

কলকাতা, ২৪ জুলাই : বুধবার বিধানসভায় বিজেপির কর্মসূচি শুরু হয়েছিল নারীনিগ্রহ ও মহিলা সুরক্ষার দাবিতে প্রতিবাদ দিয়ে। শেষ হয় শাসকদলের বিধায়কের হাতে বিরোধী দলনেতার নিগ্রহের ঘটনায় বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তার দাবি তুলে। দুই তর্জায় দিনভর সরগরম বিধানসভা।

সন্দেশখালি থেকে চোপড়া, রাজ্যের নারীনিগ্রহের ঘটনাকে ইস্যু করে এদিন বিধানসভার অধিবেশনে মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। বিজেপির আনা সেই প্রস্তাব বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে পাঠ করার অনুমতি দিলেও তা নিয়ে আলোচনার দাবি খারিজ করে দেন অধ্যক্ষ। তার জেরে অধিবেশন কক্ষেই এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের তরফে বিবৃতি দাবি করে বিজেপি। বিবৃতি দিতে গিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভটাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যের মহিলারা সুরক্ষিত। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে বিজেপির আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।' চন্দ্রিমার এই মন্তব্যের প্রতিবাদে হইচই শুরু হয় অধিবেশনে। অধ্যক্ষ অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করে দিলে বিজেপি বিধায়করা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধানসভার গেটের সামনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখানো শুরু করেন।

শিখা চ্যাটার্জি, মালতি রাভা রায়রা যখন এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব, তখন আচমকা বিজেপির প্রতিবাদের ইস্যু বদলে যায়। স্লোগান ওঠে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর তৃণমূলের হামলার বিচার চাই। কারণ, অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে বিধানসভার লবি দিয়ে নিজের ঘরে আসার সময় তাঁর সঙ্গে পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়া। অভিযোগ, শুভেন্দুকে দেখে তাঁর দিকে তেড়ে যান তপন। শুভেন্দুর উদ্দেশে অশালীন ভাষায় গালাগালি ও উসকানিমূলক মন্তব্য করেন তিনি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার চেষ্টা করেন ওই বিধায়ক।

এদিন বিধানসভার গেটে নারীনিগ্রহ নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যেই শুভেন্দু এই অভিযোগকে সামনে আনেন। তারপরই বিজেপি বিধায়করা সমস্বরে বিরোধী দলনেতার ওপর আক্রমণের ঘটনায় প্রতিবাদ শুরু করেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ঘটনায় কার্যত পিছনে চলে যায় নারীনিগ্রহ নিয়ে বিজেপির প্রতিবাদ। সামনে চলে আসে বিরোধী দলনেতার ওপর শাসকদলের আক্রমণ ও তার জেরে বিধানসভার অভ্যন্তরে শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তার ইস্যুটি। পরে তা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত অভিযোগ জানান শুভেন্দু। চিঠিতে শুভেন্দুর দাবি, অতীতে এই বিধায়কই অধিবেশন কক্ষের মধ্যে তাঁকে হেনস্তা করার পর এবার বাইরেও নিগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনায় শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, যেহেতু বিজেপি বিধায়কদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মীরা বিধানসভার ভিতরে ঢুকতে পারেন না, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিধানসভার অভ্যন্তরে ভবিষ্যতেও হামলা হতে পারে বিজেপি বিধায়কদের ওপর। তেমন কিছু হলে তার দায় নিতে হবে অধ্যক্ষকেই।

পরে বিধানসভার অধিবেশনে বিষয়টি উল্লেখ করেন মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। জবাবে অধ্যক্ষ বলেন, 'বিরোধী দলনেতার চিঠি পেয়েছি। একইভাবে অভিযুক্ত বিধায়কও পালটা অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি অভিযুক্ত বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় গিয়ে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এফআইআর করেন। বিজেপির অমিত মালব্যর অভিযোগ, অভিযুক্ত বিধায়কের দুর্নীতি নিয়ে মুখ খোলার জন্যই তাঁকে নিগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছে। লোকসভা ভোটের প্রচারে পূর্বস্থলীতে প্রচারে গিয়ে সরাসরি বিধায়কের আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন সম্পত্তি ও তাঁর মেয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষা দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু। এদিন বিধানসভার লবিতে শুভেন্দুকে সামনে পেয়ে সেই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করেন তপন।

ভুবনমোহিনী রূপ

বুধবার কলকাতার কুমোরটুলিতে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

মোদি-মমতা বৈঠক হতে পারে শুক্রবার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জুলাই : 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' কৌশল মাথায় রেখেই শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সময় দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবারের নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবারই দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন থেকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়কে সাক্ষাতের সময় চেয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। বুধবার দিল্লি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী সময় দিতে চেয়েছেন। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়কে তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হবে সম্ভবত শুক্রবারই। রাজনৈতিক মহলের নিশ্চিত খবর, অন্য সময় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও এবার তা হচ্ছে না। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' কৌশল মাথায় রেখেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে এবার সময় দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'ওয়ান ইজ টু ওয়ান' বৈঠক হতেই পারে।

তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। কেন্দ্রীয় বাজেটে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস ও ডিএমকে শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কটের কথা ঘোষণা করে জানিয়েছে, তাদের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ওই বৈঠকে যাবেন না। আর এখানেই ইন্ডিয়া জোটে থেকেও ব্যতিক্রম শরিক তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীতি আয়োগের শনিবারের বৈঠকে যোগ দেবেন। আবার নতুন করে এই ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগেও সংসদে স্পিকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়। এবার আবার নীতি আয়োগের বৈঠক ঘিরে তাদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছে।

ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে এই মতভেদের সুযোগই কাজে লাগাতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আলাদা করে বৈঠকের সময় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেখাতে চান ওই রাজ্যের প্রতি তিনি কতটা সহানুভূতিশীল। অন্যদিকে তৃণমূলের লক্ষ্য, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের নীতি আয়োগের বৈঠকের ব্যাপারে তাদের বয়কটের মনোভাবকে একটা শিক্ষা দেওয়া। তাদের মধ্যে অনৈক্যের বাতাবরণটা জিইয়ে রাখা। কৌশলটা প্রকৃতই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব বরাবরই চান কংগ্রেসের থেকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা দূরত্ব তৈরি হোক। এই প্রয়াস দীর্ঘদিনই গেরুয়া শিবিরের রয়েছে। যদিও বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরে তৃণমূলের এই মাখামাখি নিয়ে রাজ্য সিপিএম ও কংগ্রেস বরাবরই দু'দলের মধ্যে সেটিং তত্ত্বের অভিযোগ করে থাকে।

পুলিশের বিরুদ্ধে কমিটি

কলকাতা, ২৪ জুলাই : এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করলেন। এজন্য একটি কমিটি গড়লেন তিনি। যার শীর্ষ রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি। পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের রাখা হয়েছে সেই কমিটিতে। বুধবার নবান্ন সূত্রে খবর, এই কমিটির শীর্ষে থাকবেন প্রাক্তন বিচারপতি অসীম রায়। এছাড়া রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী থাকছেন কমিটিতে। তবে কোন পদ্ধতিতে অভিযোগ জানানো যাবে তা এখনও খোলসা করা হয়নি। রাজ্যের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের নেপথ্যে পরোক্ষে পুলিশের দিকেই অভিযোগের আঙুল ওঠে। তাই বিষয়টি নজর এড়ায়নি নবান্নের। সেই সূত্রেই এই পদক্ষেপ।

একক বেঞ্চের রায়ে স্থগিতাদেশ নয়

কলকাতা, ২৪ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই মামলায় বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। একক বেঞ্চের নির্দেশে আপাতত কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার মামলাটি পুনরায় শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে।

বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যপালের দায়ের করা মামলায় একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশে ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারকে মামলাকারীর বিরুদ্ধে কোনওপ্রকার মানহানিকর মন্তব্য রাখা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। কারণ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি এই পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মঞ্জুর না করা হয়, তাহলে মামলাকারীর বিরুদ্ধে মানহানিকর বিবৃতি দেওয়ার বিষয়টিতে উৎসাহিত করা হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানান মুখ্যমন্ত্রী ও নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক ও কুণাল ঘোষ। এদিন বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে আইনজীবী তথা রাজ্যের প্রাক্তন এজি সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, একক বেঞ্চের দেওয়া প্রথম নির্দেশ লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সমস্ত সংবাদমাধ্যমকে পক্ষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

কারণ, সমস্ত সংবাদমাধ্যমেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন মামলাকারী (রাজ্যপাল)। কিন্তু সংবাদমাধ্যমকে পক্ষ না করে একক বেঞ্চ অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছে।

রাজ্যপালের মানহানি মামলা

এক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিধানসভার সদস্য। জনগণকে সচেতন করতে জনস্বার্থে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। এটা তাঁর জনগণের প্রতি কর্তব্য। প্রত্যেকেরই বাকস্বাধীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার রয়েছে। যেহেতু কোনওরকম অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়নি, তাই এটা মানহানির বিষয় হতে পারে না। রাজ্যপালের মানহানির মামলায় অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ ছাড়াই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকস্বাধীনতার অধিকারের স্বার্থে একক বেঞ্চের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশকে খারিজ করার আবেদন জানানো হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমকে এই মামলায় যুক্ত না করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, তা জনসমক্ষে রয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এখন মূল ঘটনায় অভিযোগকারিণী সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। ফলে এই নিয়ে রাজ্যপালের কীভাবে মানহানি হল? এই মামলায় কোনও সংবাদমাধ্যমকে যুক্ত করা হয়নি।'

একই যুক্তি খাড়া করে বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আইনজীবী তথা রাজ্যের প্রাক্তন এজি জয়ন্ত মিত্র বলেন, 'এটা কোনও মানহানির বিষয় হতে পারে না। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা আদালতে বিচারাধীন। সেই কারণে নম্রভাবে রাজ্যপালের কাছে আবেদন করা হয়েছে যে, রাজভবনে নয়, বিধানসভায় শপথগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হোক। এছাড়া আর কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তাই মানহানির অভিযোগ ওঠা ভিত্তিহীন।' এদিন সময়ের অভাবে এই দুই পক্ষের বক্তব্য খানিকটা শুনে বৃহস্পতিবার মামলাটি আবার শুনানির জন্য রাখা হয়েছে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, অতীতে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আদালত শুধুমাত্র ভবিষ্যতের কথা ভেবে গাইডলাইন দিতে পারে।

জয়েন্ট ফেরানোর প্রস্তাব

কলকাতা, ২৪ জুলাই : নিট দুর্নীতি ইস্যুতে কেন্দ্র-বিরোধী প্রস্তাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকেই মেনে নিল বিজেপি, বিধানসভায় এমনটাই দাবি করল রাজ্যের শাসকদল। যদিও বিজেপির দাবি, দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতে নিটকে হাতিয়ার করছে তৃণমূল।

বুধবার বিধানসভায় নিট দুর্নীতি ইস্যুতে জয়েন্ট এন্ট্রান্সকে রাজ্যের হাতে ফেরানোর দাবি তুলে প্রস্তাব আনে তৃণমূল। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আনা সেই প্রস্তাবে শাসক ও বিরোধী দলের সদস্যরা বিতর্কে জড়ান। বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বাংলা সম্পর্কে মহামতি গোখলের উক্তি উদ্ধৃত করেন, যা নিয়ে শোভনদেব শংকরকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তার মানে আপনি স্বীকার করছেন বাংলাকে দেখে কেন্দ্রও দুর্নীতি করেছে।' যদিও শংকরের দাবি, শোভনদেব তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

আজ টিভিতে

মঙ্গলময়ী মা শীতলা সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে **সান বাংলায়।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ কী করে তোকে বলব, বিকেল ৪.০০ অন্যায় অবিচার, সন্ধ্যা ৭.১০ গোত্র, রাত ১০.১০ মন যে করে উড়ু উড়ু

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ স্বপ্না, দুপুর ২.৩৫ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০৫ বস - বর্ন টু রুল, রাত ৮.০০ মৌচাক, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্ধু, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধ্যা ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.০০ আপন হল পর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুরের ভুবনে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধন্যি মেয়ে

ধন্যি মেয়ে
বিকেল ৩.০৫ মিনিটে **আকাশ আটে।**

মৌচাক রাত ৮টায় **জি বাংলা সিনেমায়।**

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলায়।**

উত্তম স্মরণ শুরুর আগে তোরণ ভেঙে দুর্ঘটনা, আহত ২

কলকাতা, ২৪ জুলাই : ২০২৪ সালের 'মহানায়ক সম্মান' পেলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, রুক্মিণী মৈত্র প্রমুখ। প্রতিবছরের মতো এবছরও উত্তমকুমারের মৃত্যুবার্ষিকীতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবছর মহানায়কের ৪৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী। আলিপুরে ধনধান্য স্টেডিয়ামে এদিন ওই অনুষ্ঠান শুরুর আগেই স্টেডিয়ামে ঢোকার একনম্বর গেটের কাছে থাকা তোরণটি ভেঙে পড়ে। এতে জখম হন দু'জন। তাঁদের এসএসকেএমের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়।

উত্তমকুমার মানেই চলচ্চিত্র জগতে বাঙালির আবেগ। যে আবেগ মহানায়কের ৪৪ বছর পরও অমলিন। এদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উত্তমপ্রেমীরা মঞ্চে ঢোকার জন্য লাইনে দাঁড়ান। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। তোরণ ভেঙে জখম হন বিশ্বনাথ সরকার ও অসিতবরণ সর্দার নামে দুই ব্যক্তি। উল্লেখ্য, এবছর কলকাতা পুলিশ আয়োজিত হাফ ম্যারাথনের শুরুতেও এভাবে তোরণ ভেঙে পড়েছিল। জখম হয়েছিলেন পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা। মঞ্চে উঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'খুব ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে উত্তমকুমারের ছবি দেখেছি। তাঁর ছবির গান শুনেছি। আমাদের সবার হৃদয়ে রয়েছেন তিনি। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত উত্তমকুমার।' ২০১২ সাল থেকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মহানায়কের সম্মানে পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৩ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মহানায়ক সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ১৪১ জনকে বর্ষসেরা সম্মান জানানো হয়। ২১ জনকে চলচ্চিত্র জগতে অবদানের জন্য বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, নচিকেতা চক্রবর্তী, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত মিত্র, মনোময় ভট্টাচার্য, জোজো, বাবুল সুপ্রিয়, ইন্দ্রনীল সেন, রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (ভূমি রাজস্ব) বিবেক কুমার প্রমুখ সংগীত পরিবেশন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিবেকের গান শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আবার ভগ্নস্বাস্থ্য নচিকেতাকে দেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নচি, আমি ওকে বলি নচি, নাচি নাচি। কারণ, ওঁর ছন্দে গান নাচে।' এই সময় প্রয়াত রাশিদ খানের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'রাশিদ খুব ভালো গাইত, ওঁদের একটা টিম ছিল। নচিকেতাও দারুণ ক্লাসিকাল গান গায়। রবীন্দ্রসংগীত থেকে জয়ন্তী মঙ্গলাকালী সবরকমই গান গায়। ওঁকে মহানায়ক সম্মান দিতে পেরে আমরা ধন্য।' একইসঙ্গে শাসনের সুরে নচিকেতা সম্পর্কে দর্শকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটু খাওয়াদাওয়া করতে বলুন তো। একদম খায় না। দেখুন চেহারার কী হয়েছে।' নচিকেতার পাশাপাশি অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের জন্যও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। বলেন, 'শরীরের প্রতি একটু নজর দিন। শুভাশিসদার মতো শিল্পীকে সম্মান দিতে পেরে আমরা ধন্য।'

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে ভেঙে পড়া সেই তোরণ। ধনধান্য স্টেডিয়ামের কাছে।

১৬ দিনে পড়ল আন্দোলন

আসানসোল, ২৪ জুলাই : টানা ১৬ দিন ধরে আসানসোল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অভিনব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা যে টাকা খরচের হিসাব চেয়েছি ভিসির সৎসাহস থাকলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তার হিসাব দিতেন। যতদিন না দাবি মেটানো হচ্ছে আন্দোলন চলবে।'

শিকার।। *নদিয়ার একটি পুকুরে। বুধবার। - পিটিআই*

বিচারপতির নির্দেশ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ ১,১০০ অপ্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষককে ডিএলএড প্রশিক্ষণের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। প্রশিক্ষণের জন্য তিনজন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশ অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকদের জন্যও সদর্থক বার্তা। আদালতের মধ্যস্থতায় স্কুল শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিএলএড প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকরা।

নথিতে অস্তিত্বহীন সরকারি গাড়ি

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৪ জুলাই : জালিয়াতদের খপ্পরে পড়ে মোটা টাকা খোয়ানোর ঘটনা হামেশাই শোনা যায়। এছাড়া পরীক্ষায় জালিয়াতি, নির্বাচনে জালিয়াতি এসব অভিযোগ তো রয়েইছে। তবে এই সবকিছুকে এবার ছাপিয়ে গেল গাড়ি জালিয়াতি কাণ্ড। তাও যে-সে গাড়ি নয়, একেবারে সরকারি গাড়ি, যা প্রকাশ্যে আসতে শোরগোল পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক মহলে। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বিরোধী নেতারা। জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র এবং সিপিএমের জেলা নেত্রী ভারতী ঘোষাল এই গাড়ি জালিয়াতি কাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি করেছেন।

দুধ-সাদা রংয়ের যে চার চাকা গাড়িটি নিয়ে এত হইচই সেই গাড়িটির রক্ষাকর্তা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস। গাড়িটির অঙ্গসজ্জা দেখে বোঝার উপায় নেই যে, গাড়িটির সর্বাংশ জালিয়াতিতে ভরা। অথচ এই গাড়িতে চেপেই বিডিও অফিসের সরকারি আমলারা প্রশাসনিক কাজে বের হন।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, জালজোচ্চুরির যাবতীয় রহস্য গাড়িটির নম্বর প্লেট এবং গাড়ির মডেলে লুকিয়ে রয়েছে। ওই গাড়ির নম্বর প্লেটে উল্লিখিত নম্বরটি আসলে জিপ গাড়ির নম্বর। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বর্ধমান জেলা ভাগের আগে সরকারি অর্থ খরচ করে ওই জিপ গাড়িটির রূপ বদলে দিয়ে সেটিকে বোলেরো গাড়ির রূপ দেওয়া হয়েছে।

গাড়িটির সরকারি ড্রাইভার অনিল মুর্মুও বললেন, 'ওই গাড়িটি আসলে জিপ গাড়ি। জেলার আউশগ্রাম-১ ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন করে গাড়িটি সেখান থেকে জামালপুর বিডিও অফিসে আনা হয়েছিল। তারপর এর ইঞ্জিন, চেসিস সহ অনেক কিছু বদলে গাড়িটিকে ডিজেলচালিত বোলেরো গাড়ির মডেলের রূপ দেওয়া হয়। তবে নম্বর প্লেট একই রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু যে গাড়িকে সরকারি খরচে এত অভিনব রূপ দেওয়া হল, সেই গাড়ির কোনও তথ্য পরিবহণ দপ্তরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? উত্তরে ওই ড্রাইভার বলেন, 'গাড়িটির ইঞ্জিন, চেসিস এবং মডেল বদলে দেওয়া হয়েছে বলেই হয়তো পরিবহণ দপ্তরের ওয়েবসাইটে গাড়িটির তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।' এ ব্যাপারে বিডিও (জামালপুর) পার্থসারথি দে-কে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি ব্লকের দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই গাড়িটি চলছে। গাড়িটির বিষয়ে সবিস্তারে খোঁজখবর নেব।'

গাড়ির এমন কাণ্ডে স্তম্ভিত আইনজ্ঞরাও। তাঁদের কথায়, নতুন পরিবহণ আইন অনুযায়ী এমন কাজের জন্য কড়া শাস্তির বিধান রয়েছে। এমন গাড়ির দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে তাঁর পরিজনের অ্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিট পাওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

এদিকে, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (পূর্ব বর্ধমান) গোবিন্দ নন্দী জানান, এই নম্বরের গাড়ির কোনও অস্তিত্বই পরিবহণ দপ্তরের নথিতে নেই। এমন নম্বরের গাড়ি রাস্তায় চলতে পারে না। খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি কেউ এমন গাড়ি চালান তাহলে আইনমাফিক পদক্ষেপ করা হবে।

বৃহস্পতিবার, ৯ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৫ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৬৮ সংখ্যা

শরিক তোষণ

যেসব দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে কিছু নেই, সেখানে শাসকের একচ্ছত্র দাপট চোখে পড়ে। ভারতে অবশ্য গণতন্ত্রের বুনিয়াদ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটা মজবুত। তাই শাসক শিবিরকে কিছুটা সমঝে চলতে হয়। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে এই সবদিক ভেবেচিন্তে চলার স্পষ্ট ইঙ্গিত। তাই 'আমি' থেকে হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকারে 'আমরা' শব্দের উপস্থিতি চোখে পড়ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট বক্তৃতাতেও তার ছাপ আছে।

মোদির নয়, সরকার হয়ে গিয়েছে এখন এনডিএ সরকার। সেই সরকারের সাধারণ বাজেটে মধ্যবিত্ত, গরিব, কৃষক, মহিলা এবং তরুণ সমাজের জন্য একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নতুন কর্মসংস্থানের কথা। এনডিএ সরকারের দুই প্রধান শরিক জেডিইউ এবং টিডিপির দাবিদাওয়া আংশিক মেনে নিয়ে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য নির্মলাকে কল্পতরু অবতারে দেখা গেল।

এই দুই রাজ্যের পরিকাঠামো এবং উন্নয়ন খাতে বিপুল ব্যয়বরাদ্দে পরিষ্কার যে, বিজেপি দুই বড় শরিককে তুষ্ট রাখতে মরিয়া। নীতীশ কুমারের বরাবরের দাবি বিহারের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা। চন্দ্রবাবু নাইডুও বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চেয়েছেন। তাঁদের দুজনের রাজ্যের জন্য অর্থমন্ত্রী তাঁর ঝুলি উপুড় করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সরকারের কাছে যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকাটা মোদ্দা কথা।

তৃতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হলেও নরেন্দ্র মোদি অনেকাংশে নীতীশ, নাইডুর ওপর নির্ভরশীল। তিনি জানেন, বুঝিয়েসুঝিয়ে পাশে না রাখলে এই দুই শরিক যে কোনও সময় বেঁকে বসতে পারে। ভারতের রাজনীতিতে 'পল্টুরাম' তকমা এঁটে বসেছে নীতীশ কুমারের নামের সঙ্গে। স্বার্থরক্ষায় শিবির বদলানোর যথেষ্ট এলেম রয়েছে চন্দ্রবাবুর। তাই বিজেপিকে গত ১০ বছরের তুলনায় স্বর অনেক নীচু করে চলতে হচ্ছে। অন্যদিকে, কর্মসংস্থান নিয়ে সীতারামনের বাজেট বক্তৃতা থেকে স্পষ্ট, বেকারত্বের অস্বাভাবিক হার কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্ট চাপে রেখেছে।

স্বয়ং মোদি সওয়াল করেছেন, নব্য মধ্যবিত্ত, তরুণ, মহিলা, কৃষকদের ক্ষমতায়নে জোর দেবে এই বাজেট। চরম মূল্যবৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক বেকারত্বে এই শ্রেণিগুলিকে প্রচণ্ড সমস্যায় ফেলেছে। বাজেটে সেই সমস্যা মোকাবিলার তেমন দিশা নেই। কিন্তু সমস্যা যে ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে, সেটা বাজেটে স্পষ্ট। তা না হলে, প্রথম চাকরিপ্রাপকদের এককালীন প্রথম মাসের বেতনের সমতুল্য টাকা কিংবা বেসরকারি সংস্থাগুলিতে ইন্টার্নশিপের মতো ব্যবস্থা নির্মলা করতেন না।

একাধারে কুর্সি বাঁচানোর এবং টুকলির বাজেট বলে কংগ্রেস কটাক্ষ করছে। কংগ্রেসের দাবি, লোকসভা ভোটে তাদের দলের নির্বাচনি ইস্তাহারে উল্লিখিত যুবা ন্যায়ের ধাঁচেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে, বিহার, অন্ধ্র, সিকিম, ওড়িশার কপালে যত বরাদ্দ জুটেছে, পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে সেই তুলনায় কিছুই মেলেনি। আসলে বাজেট শুধু তাদেরই খুশি করেছে, যারা সরকারের পাশে রয়েছে।

মানুষের রুজিরুটির সমস্যা এ দেশে চিরকালীন। প্রতি বছর বাজেট হয়। কিন্তু এই সমস্যার মোকাবিলায় পোক্ত কোনও পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকার করে না। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেনও, সমস্যাটি থেকে যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে সর্বাধিক নজর সারা দেশের সময়ের দাবি। কর্মসংস্থান না বাড়লে বেকারত্বের ভয়াবহতা আটকানো কার্যত অসম্ভব। কিন্তু সেদিকে এতদিন বিজেপি সরকারের উদাসীনতা দেখা গিয়েছে। এবারের বাজেটেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

সরকারের সামনে অগ্রাধিকার শুধু ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। সে গণতন্ত্রকে বলি দিয়ে হোক, কিংবা ছলেবলে কৌশলে হোক। সর্বশেষ লোকসভা ভোটে মানুষ বিজেপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়নি। কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া মোদি-শা'র দল। সেজন্য এখন প্রথম অগ্রাধিকার শরিকদের সন্তুষ্ট রাখায়। বাজেটের ছত্রেছত্রে সেই চেষ্টার প্রতিফলন।

অমৃতধারা

আত্মিক জগতে একাগ্রতা আরও বেশি প্রয়োজন। এমন কোনও আত্মিক বাধাই নেই যা তীক্ষ্ণমুখী একাগ্রতার সামনে ধসে না পড়বে। যেমন ধর, চৈত্যপুরুষকে আবিষ্কার, অন্তর্যামীর সঙ্গে সাযুজ্যলাভ ও ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণ – এই সব করা যায় যদি তীব্র অবিচলিত একাগ্রতা থাকে- কিন্তু একাগ্রতা অবশ্যই শিখতে হবে। পরলোকে কিংবা ঊর্ধ্বতন লোকে এমন কিছু নেই যাকে মানুষ একাগ্রতার শক্তি দিয়ে জয় করতে না পারে। এই শক্তি থাকলে তুমি হতে পারবে সর্বশ্রেষ্ঠা অ্যাথলেট সর্বোত্তম ছাত্র, প্রতিভাবান শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু। প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে একাগ্রতার ক্ষুদ্র একটি বীজ, সেই বীজ সবারই সহজাত কিন্তু তাকে পালন পোষণ করা হয় না। – শ্রীমা

আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি

এত ছাত্রর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ছবি দেখলে ভাবতে হয়, এটাই কি কবি বন্ধুদের দেখানো সেই বাংলাদেশ?

সেবন্তী ঘোষ

'বাসে আগুন ধরে গেছে, আমরা কি সেই বাসে বসে থাকব? নীচে নামার আগে ভাবব যে, সেখানে আরও বড় বিপদ বসে আছে?' কথাটি বললেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকার এক তরুণ কবি বন্ধু। মনে হল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা স্মরণে রেখে তাঁকে বলি, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে 'পুরুষানুক্রমে যজমানি' পাওয়ার ব্যবস্থায় আঘাত পড়েছে বলেই রাষ্ট্র এত নির্মম হয়ে উঠেছে। জ্বলন্ত বিপদে সতর্ক হয়ে পা ফেলা অসম্ভব। বিশেষ করে যে দেশের বিপ্লব বিদ্রোহের মেরুদণ্ডটি ছাত্রদল।

পঁচানব্বই সাল থেকে বাংলাদেশে মূলত ঢাকার জাতীয় কবিতা উৎসবে গেছি। সামনে প্রথিতযশা কবি শামসুর রাহমান, বেলাল চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদরা থাকতেন। পিছনের তরুণ উদ্যোক্তারা ছিলেন এরশাদের স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ। সেই ছাত্র সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক তরুণ কবির কান ঘেঁষে গুলি চলে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় প্রেম তৈরি হয়েছে- এমন কবি দম্পতিকে দেখে শিহরিত হয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা তখনও বেশ প্রাচীন, ফলে সদ্যগঠিত প্রতিবেশী দেশের বিপ্লব স্পন্দিত রোমান্স মুগ্ধ করে দিয়েছিল। অল্প বয়সের আবেগে ভেবেছি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার শহিদ তারকেশ্বরের জন্য, বিপ্লবী কল্পনা দত্তদের সব অপেক্ষা বৃথা যায় না! সে সময়ের তরুণ বন্ধুরা ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন একাত্তরের যুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের কোন কোন ভবনে তখনও গুলির ক্ষত।

রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে কাঁদতে কাঁদতে নেমে এসেছেন সঙ্গে থাকা ভারতের আরেক কবি বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধ ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অভিঘাত যেমন হৃদয় বিদ্ধ করে গেছে, তেমনই এবারের প্রতিবাদ। অভিঘাত এবারে আরও বেশি, কারণ সেসময় এখনকার মতো ব্যক্তিগত ফুটেজ, ভিডিও ছিল না। রাষ্ট্র যা চাইত বা সাংবাদিকরা যা দেখাতেন, তাই দেখতে হত। এখন ঘটনার লাইভ দেখতে পাচ্ছি আমরা। যে পুলিশ ভিড়ের ভিতর সতেরো আঠারোর বুকে গুলি ভরে দিচ্ছে প্রমাণ সহ ভাইরাল তার ছবি। শয়ে-শয়ে রিলে ছেয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া। একজন শিক্ষক হিসেবে দিনরাত যে বয়সিদের সঙ্গে থাকি, ঠিক তাদের বয়সি ছেলেমেয়েগুলির রক্তমাখা শরীর আমাদের রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না।

বিপ্লবীদের যেন বয়স হতে নেই, চুলে পাক ধরতে নেই। আর ছাত্ররাই বাংলাদেশের প্রধানতম প্রতিবাদী মুখ বলে যে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁরাই সবসময় বলিপ্রদত্ত। বেশ কিছু বছর ধরে আমরা বিভিন্ন দাবিদাওয়ায় ঢাকার শাহবাগ সহ ঢাকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের উত্তাল ছবি দেখেছি। আবারও ফিরে এসেছে সেই ছবি। এই লেখাটির সময় অবধি ঢাকার দু-একজন লেখক বন্ধু তাঁদের বাড়ির পিছনে, গলিতে, সামনের রাস্তায় পুলিশ-ছাত্রদের জটলা, মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুলি-ধোঁয়ার কথা বলছেন। বড় ভয়ানক আর মর্মস্পর্শী সেই ছবি যেখানে দু'হাত ছড়িয়ে বুক চিতিয়ে পুলিশের গুলি বুকে তুলে নিচ্ছে আমার এক সন্তানপ্রতিম। একের পরের এক ছাত্রের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ছবি দেখছি, আর ভাবছি এই কি আমার কবি বন্ধুদের দেখানো বাংলাদেশ?

জানি ছাত্রদের ভিড়ে মিশে যাচ্ছে সুবিধাবাদী বিরোধী দল, অপেক্ষারত মৌলবাদীরা। সেটাই তো স্বাভাবিক। সেসব ছবিও আমাদের চোখ এড়ায়নি যেখানে ছাত্র নামধারীদের হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, যা প্রকাশ্যে নিয়ে ঘুরছে তারা, আর যা কখনোই তাদের হাতে আসার কথা নয়। এদেশেও পরিস্থিতির ফায়দা নিয়ে নকশাল আন্দোলনে কংশালদের কীর্তিকলাপ শুনেছি। কখনও স্রেফ গুন্ডামো, কখনও তাদের ব্যবহার করেছিল রাষ্ট্রযন্ত্র। পাড়ার মস্তান বাহাত্তরে ছিল কংগ্রেসের ছাতায়, বামেরা ক্ষমতায় আসার পর তারাই আবার দলবদলু হয়ে ক্যাডার সেজে বসল। পাড়ায় পাড়ায় শনি মন্দির বানিয়ে পেছনে সাট্টার আসর বসাচ্ছে তারা, এ আমার আপনার অনেকের অভিজ্ঞতা।

পশ্চিমবঙ্গে আমরা যে আবেগ থেকে বিচ্যুত, বাংলাদেশের ভরকেন্দ্র ওই আবেগ। এই আবেগ কখনও হঠকারী হলেও তাদের প্রাণবন্ত ও জীবন্ত রেখেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক ক্যু এই আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি।

প্রতিদিন এই আন্দোলনের গতি পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। কোনও কিছুর বিনিময়েই এই হত্যা চলতে পারে না। দু'হাজার আঠারো অব্দি শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ সরকারি চাকরি সংরক্ষণের তিরিশ ভাগ ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সন্তানদের সেবায় নিয়োজিত। বাদবাকি ছিল নারী, অনুন্নত জেলার মানুষ, আদিবাসী ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্যে। সেবারেও দু'হাজার আঠারোর এপ্রিলে তিন-চার মাসের ভয়ানক প্রতিবাদ চলে ছাত্র ও শিক্ষকদের তরফে। আন্তর্জাতিক চাপে তখনকার মতো কোটা তুলে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানসন্ততিদের অসন্তুষ্ট করতে চাননি রাষ্ট্রপ্রধান। এবছর জুনের শুরুতে বাংলাদেশ হাইকোর্ট আবার সব কোটা পুনর্বহালের ঘোষণা করে। বিশেষ করে ওই তিরিশ শতাংশ আবার ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকে দু'হাজার চব্বিশ অব্দি মুক্তিযোদ্ধারা ও তাঁদের সন্তানরা সেই সুবিধা পেয়ে গেছেন, এবারে আসছে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা। এখানেই সাধারণ ছাত্রদের স্বাভাবিক আপত্তি। সম্পদে পিছিয়ে থাকা নয়, জনজাতি বা দীর্ঘকালীন সুযোগসুবিধা বঞ্চিত নারী ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তরা নয়, তৃতীয় লিঙ্গ নয়- শুধুমাত্র আমার ঠাকুরদা, ঠাকুমা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়েছেন, শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন বলে আমরা সরকারি চাকরিতে সুবিধা পাব, অন্য মেধাবীরা সে সুযোগ পাবে না, এ চলতে পারে না।

বাংলাদেশ আমার প্রতিবেশী দেশ। পিতৃমাতৃ পক্ষের শিকড় সেখানে। এ ভূখণ্ডের চেয়ে সে দেশের ভূখণ্ডেই তিন চার পাঁচশো বা ততোধিক বছরের নাড়ির যোগাযোগ। দু'দেশের মধ্যে যে কবিতার মাধ্যমে সেতু তৈরি হয়েছে সেই ভাষাই আমার মাতৃভাষা। সেই কবিতাই অনেক কবি বন্ধুদের কাছের মানুষ করে তুলেছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে পান থেকে চুন খসলে এ দেশ থেকে ও দেশে বহু জল বয়ে যায়। ফলে উৎকণ্ঠা আমাদের স্বাভাবিক।

শুধুমাত্র সংরক্ষণের কোটা বিষয়টি নয়, গত কয়েক বছরের অপশাসন, দলের নেতাদের লাগামছাড়া দুর্নীতি সাধারণ জনগণকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছে। বন্ধুবান্ধব, বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে শুনি, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি, রাষ্ট্রপ্রধানের পিওন চারশো কোটি নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছে। নীচুতলা থেকে উপরতলা অব্দি সরকারি চাকরি বিক্রি হচ্ছে। লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবন অসহনীয় করে তুলেছে। ক্ষমতার আশপাশে থাকা রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যে স্বাভাবিক আবেগ থেকে বিচ্যুত হয়েছি, বাংলাদেশের বাঙালিদের ভরকেন্দ্র ওই আবেগ। এই আবেগ কখনও হঠকারী হলেও তাদের প্রাণবন্ত ও জীবন্ত রেখেছে। তুলনায় নবীন সে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক ক্যু এই আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। এক সময় যাঁরা সামরিক শাসন হটিয়ে স্থিতাবস্থা এনেছিলেন, গড় জিডিপি বাড়িয়ে মানুষের ভরসা জিতে নিয়েছিলেন, যথাসম্ভব অসাম্প্রদায়িক থেকেছেন সেই সরকার কেন সহজ বাস্তবটা বুঝতে পারছেন না বোঝা দুষ্কর। ছাত্রদের ভিড়ে রাজাকাররা মিশে থাকলেও বিশ্বব্যাপী তাদের প্রতি সহানুভূতি বাড়তেই থাকবে। তাদের ভেতর থেকে আসল নকল বেছে নেওয়া এখন বড়ই কঠিন, অসম্ভবই বটে। নানা জটিল রাজনৈতিক কারণে এবারের আন্দোলন যদি দমন করা যায়, আগামী নির্বাচনে তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। ছাপান্ন ইঞ্চির বুক চিতিয়ে আমাদের দেশকেও দীর্ঘদিন মোহগ্রস্ত করে রাখা যায়নি। ছাত্রদের পাশে বুদ্ধিজীবী কবি লেখকরা যেমন আগেও সহযোদ্ধা হয়ে থেকেছেন, এবারও হয়তো তাই করবেন। আশা ছাড়া মানুষের হাতে আর কীবা থাকে! বাংলাদেশে প্রতিবাদী কবিতার একটি জোরালো ধারা আছে। আজকের অবস্থা দেখে শামসুর রাহমানকে মনে পড়ে যায়। যিনি তাঁর দেশের একদা বিপ্লবের প্রেক্ষিতে লিখেছিলেন–

'আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি? হায়েনা রাত্রিকে/দাঁতে ছিঁড়ে হেসে ওঠে, পথে শত শত/ ট্রাক থেকে উপচে পড়ে লাশ। / যারা বেঁচে আছে তারা সব /শবের মতোই, হয়তো বা ভস্মমূর্তি, টোকা দিলে/ ঝ'রে যাবে, কোথাও বাতির চোখ নেই।/ ...মেঘের কিনারা থেকে চুঁইয়ে পড়ে অবিরল বিষাদের জল / এবং সন্তানহারা জননীর মতো শোকস্তব্ধ মুখে আজও/ ব'সে আছে রাত্রিদিন আমার এদেশ' (অলৌকিক আলোর ভ্রমর)।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক, শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯২৯

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৯ সালে আজকের দিনে।

১৯০১

১৯০১ সালে আজকের দিনে জন্ম সাহিত্যিক মনোজ বসুর।

আলোচিত

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন এতদিন ঠিকভাবে হয়নি বলে বিভিন্ন দাবি উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির উন্নয়নে উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই উদ্যোগে শামিল করলে উত্তরবঙ্গেরও উন্নয়ন গতি পাবে।

– সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল/১

কানাডার পার্কে পাখির বাচ্চা খেতে গাছে উঠেছিল একটি সাপ। বাসায় ঢুকতেই মা পাখি ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে সাপটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। তাকে ধরে ফেলে সাপটি। কিছুক্ষণ পেঁচিয়ে ধরে রাখার পর মা পাখিটিকে ছেড়ে দেয় সাপটি।

ভাইরাল/২

'ব্যাড নিউজ' সিনেমার 'তবা তবা' গানে এক মহিলার নাচের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। মহিলাটি নাচছেন। মাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে তাঁর দুই সন্তান। তাঁর নাচে মুগ্ধ সিনেমার নায়ক ভিকি কৌশল এবং কোরিওগ্রাফার বস্কো মার্টিস।

জনমন

জনমত

অলিম্পিয়াডে বাংলার কেউ নেই

আমাদের দেশের গর্ব ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথম্যাটিক্স অলিম্পিয়াড (আইএমও) ২০২৪-এ ভারতের সাফল্য অসাধারণ। প্রধানমন্ত্রী নিজে এই সাফল্যের প্রশংসা করে টুইট করেছেন, যা গর্বের বিষয়। কিন্তু এই সাফল্যের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থী না থাকা আমাদের চিন্তায় ফেলে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ সবসময় গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়ে এসেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে প্রতিবারই অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী উঠে আসে, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছে। তবে কেন এবারের আইএমও দলে কোনও বাঙালি নেই?

এর পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মান ও সুযোগসুবিধার অভাব থাকতে পারে। আরও উন্নত প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতির সুযোগ তৈরির জন্য আমাদের সরকার ও শিক্ষাবিদদের আরও মনোযোগ দিতে হবে। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, যা আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করি।

আমাদের উচিত এই সাফল্যের আনন্দের পাশাপাশি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির দিকেও নজর দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সুযোগ দিলে, আগামী বছরগুলিতে আমরা আরও বেশি সংখ্যক বাঙালিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দেখতে পাব।

আইএমও ২০২৪-এ ভারতের এই সাফল্য আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। তবে, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরও এই সাফল্যের অংশীদার বানানো। এজন্য আমাদের সকলে মিলে কাজ করতে হবে, যাতে আমাদের রাজ্য থেকে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিভা বিশ্বমঞ্চে উঠে আসতে পারে।

ডঃ রিপন সাহা
অধ্যাপক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্র ভবনের সামনে আবর্জনার স্তূপ

জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র ভবনের সামনে থাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনায় ভবনের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে বেগ পেতে হয় কর্তৃপক্ষকে। নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভাসমিতি এমনকি বইমেলার মতো অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে এই রবীন্দ্র ভবনে। দুর্গন্ধে অনুষ্ঠান করতে অসুবিধা হয় এবং গন্ধের জন্য অনেকে হল ছেড়ে বেরিয়ে যান। পচা গন্ধের জন্য অনেকেই রবীন্দ্র ভবনের অনুষ্ঠানে আসতে অনীহা প্রকাশ করেন। জলপাইগুড়ির প্রথম প্রেক্ষাভবনের এমন বঞ্চনা মানা যায় না। তাছাড়া এই আবর্জনার গন্ধে প্রতিবেশীরাও বিরক্ত। তবুও সমাধান হচ্ছে না। সত্বর রবীন্দ্র ভবনের পাশ থেকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড সরিয়ে ভবনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার আবেদন রাখছি।

তিমির ব্যানার্জি, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ইকিগাই : জীবন মূল্যায়নের এক তুলাদণ্ড

আমি কে? কেমন আছি? ভালো না খারাপ? এ সবের উত্তর খুঁজলে জ্যোৎস্নার মতো আলো ছড়ায় একটি শব্দ।

সাহানুর হক

আমাদের প্রত্যেকের মনে একটি পাখি বাস করে। যে পাখিটি অনেক সময় নিজেকে চিনতে চায়। সহস্র প্রশ্নের সীমাহীন মহাকাশে উড়ে বেড়ায়। আমি কে? আমি কেমন আছি? ভালো আছি নাকি খারাপ আছি? কেন এই পৃথিবীতে আছি? জীবনের উদ্দেশ্য কী? ইত্যাদি সব সাদা-কালো প্রশ্নের আঁধারি অস্থিরতায় উত্তর খুঁজতে বেরোলে জ্যোৎস্নার মতো আলো ছড়িয়ে দেয় একটি শব্দ, 'ইকিগাই'।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি প্রজন্মের জন্য সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক একটি ধারণা, যাকে নিয়ে অদূরভবিষ্যতে দারুণ আলোচনা হবে। কী সেই ধারণা? কী সেই ধারণা?

'ইকিগাই' শব্দটি ছোট হলেও মানে গভীর। 'ইকি' অর্থাৎ জীবন, 'গাই' অর্থাৎ দাম বা মূল্য। অন্যভাবে বলা যায় 'বেঁচে থাকার কারণ'। জাপানের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ ওয়াকিনাওয়ার একটি গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, প্রত্যেককে সেই কাজটিই করা দরকার যেটা তার ভালো লাগে তবেই তার জীবনে বেঁচে থাকার মানে সফল হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু আমাদের মানসিক শান্তির কারণ, বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা, তাই হল 'ইকিগাই'। এভাবেই জাপানের মানুষ বিজ্ঞানের বাইরে নিজেদের আয়ু বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছেন। তাই এই 'ইকিগাই' কনসেপ্টটি বিশ্বে খুব দ্রুত পপুলার হচ্ছে। যেখানে জাপানের মানুষের গড় আয়ু ১০০ বছর সেখানে আমাদের দেশে মানুষের আয়ুর গড় নিয়মিত কমেই চলেছে। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের সঠিক রুটিনের অভাবে বাড়ছে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যানসারের

মতো বহু জটিল রোগের ভয়াবহতা। যা ভাববার বিষয়।

অথচ বাংলা বা ভারতে চারপাশের সব প্রজন্ম সকলেই আধুনিকতা ও যান্ত্রিকতার পাহাড়ে চিরহরিৎ নেতিবাচক এক উপত্যকায় বিচরণ করছে যেন। যার কারণে দিনরাত অগণিত শোক, কারণে-অকারণে মন খারাপ, একটুতেই ভেঙে পড়ার অভ্যেস, ভবিষ্যৎ চিন্তা, মানসিক অশান্তি, সামাজিক অবহেলার কাঁটা প্রত্যেকের মনে সহজেই আঁচড় কাটলেও সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ একটুও নেই। যেখানে একটি নেতিবাচক প্রভাবই একজন মানুষের অর্ধেক আয়ু কমানোর জন্য প্রধান বিষজাত কাঁচামাল হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এমন সময় এই 'ইকিগাই'-এর প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই চলেছে যেন আমাদের সমাজে।

প্রশ্ন হল, সত্যিই কি 'ইকিগাই' সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। মনোবিদরা জানান শুধু মনকে স্থির রাখার কৌশল জানতে পারলেই হবে। জীবনে বাধাবিপত্তি আসবে, নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিও আসবে কিন্তু সেই সময়ে আমাদের ভাবনাকে সম্পূর্ণ ইতিবাচক রাখা জরুরি। আমরা যা ভাবি তাই আমাদের ওয়েলথ অর্থাৎ 'ইকিগাই' স্কোর নির্ধারণ করে। সুতরাং সবসময় নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া দরকার। তবে যাই করবেন ভেবেই করবেন। ভালো লাগলে 'হ্যাঁ'। না লাগলে 'না'। এইভাবেই জীবনে মানসিক শক্তি আনা সম্ভব। যা আমাদের 'ইকিগাই' স্কোর বাড়িয়ে দেবে। ফলস্বরূপ বয়স বাড়লেও মনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যিক গঠন সবকিছু সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

'ইকিগাই' বলছে আমাদের ভাবনাকে সুস্থ রাখতে পারলেই স্বপ্ন অর্জন করা যায়। অতঃপর কখনও অবসর নয়, অস্থিরতা-যান্ত্রিকতা এড়িয়ে চলা, ভরপেট না খাওয়া, ভালো মানসিকতার মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা, মন খুলে হাসা, প্রকৃতির মাঝে নিজেকে খোঁজা, বর্তমান নিয়ে ভাবা, দিনশেষে নিজেকে চিনতে পারা'ই আপনার জীবনের 'ইকিগাই' যা আজকের দিনে প্রত্যেকের মধ্যে ভীষণভাবে জরুরি যা নিয়ে ভাবতে শেখা উচিত।

(লেখক দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৯৫

পাশাপাশি : ১। বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘরোয়া নাম ৩। খুব সকাল ৪। প্রেমাস্পদ ৫। অত্যন্ত ফরসা বা শুভ্রতার ভাব প্রকাশ ৭। সদা, সর্বদা, অনন্তকাল ১০। লক্ষ্মী, প্রীতিদায়িনী ১২। পরস্পর মারামারি বা আক্রমণ ১৪। স্তব, স্তুতি, প্রণাম, উপাসনা ১৫। দণ্ড,অর্থদণ্ড ১৬। দুষ্টু, পাজি, শয়তান।

উপর-নীচ : ১। তেঁতুলবিচি ২। ধর্মবিশ্বাস, বিবেক, বিশ্বাস ৩। নিমফল ৬। যার সব সম্পদ নষ্ট হয়েছে, নিঃস্ব ৮। প্রচার, ঘোষণা, মিথ্যা প্রচার, নিন্দার কথা প্রচার ৯। মনের মিল, মিলমিশ ১১। আস্থাভাজন ব্যক্তি, মোড়ল ১৩। শব্দের বর্ণগুলিকে ঠিক ঠিক লেখা।

সমাধান ■ ৩৮৯৪

পাশাপাশি : ২। জাম্বুনদ ৫। মনন ৬। বাদাচিংড়ি ৮। আয়ু ৯। ভর ১১। নরককুণ্ড ১৩। তড়াক ১৪। হাঁকডাক।

উপর-নীচ : ১। জামবাটি ২। জান ৩। নর্মদা ৪। হুমড়ি ৬। বায়ু ৭। চিকুর ৮। আরক ৯। ভণ্ড ১০। শশিকর ১১। নচেত ১২। কুম্ভক ১৩। তক।

বিন্দুবিসর্গ

মহিলা মন্তব্যে বিতর্কে নীতীশ

পাটনা, ২৪ জুলাই : বিহারকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আরজেডি ও কংগ্রেস বিধায়করা। স্লোগান উঠছিল ‘নীতীশ কুমার হায় হায়’। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারবার বাধার মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। আরজেডির এক মহিলা বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘আপনি মহিলা। কিন্তু কিছুই কি জানেন না? মহিলাদের কথা বলছেন। আপনারা মহিলাদের জন্য কিছু করেছেন? আমি আমার কথা বলব। আপনারা যদি না শোনেন সেটা আপনাদের দোষ।’ নীতীশের মন্তব্যের পরেই চড়া সুরে প্রতিবাদ জানাতে থাকে বিরোধীরা। তার মধ্যেই বক্তৃতা চালিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় নীতীশের বিতর্কিত মন্তব্য প্রথম নয়। গত বছর নভেম্বরে মহিলাদের গর্ভবতী হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন তিনি।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিল

পাটনা, ২৪ জুলাই : নিট কাণ্ডের রেশ এখনও কাটেনি। সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনে নিয়ম করে এই ইস্যুতে সরব হচ্ছে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে একটি বিল পাশ করল বিহার বিধানসভা। বুধবার ‘বিহার পাবলিক এগজামিনেশনস (পিই) (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস)’ নামে বিলটি বিধানসভায় পেশ করেন রাজ্যের মন্ত্রী বিজয়কুমার চৌধুরী। বিলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধে ৩-৫ বছর জেলের পাশাপাশি অভিযুক্তদের ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। ভোটাভুটির আগেই আরজেডি, কংগ্রেস সহ বিরোধী বিধায়করা সভা থেকে ওয়াকআউট করায় ধ্বনি ভোটে বিলটি পাশ হয়ে যায়।

পিজিতে ঢুকে তরুণীকে খুন

বেঙ্গালুরু, ২৪ জুলাই : কর্ণাটকের কোরমঙ্গলায় এক পিজিতে(পেয়িং গেস্ট) তরুণীর গলার নলি কাটা দেহ মিলেছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মধ্যরাতে। পুলিশ জানিয়েছে, কৃতী কুমারী নামে বছর ২২-এর ওই তরুণী বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। তিনি আদতে বিহারের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত তরুণ ফেরার। পুলিশ ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। কোরমঙ্গলার ভিআর লেআউটের পিজিতে একাই থাকতেন তরুণী। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি গতকাল রাত ১১টা ১০মিনিট থেকে ১১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে পিজি চত্বরে ঢুকে চারতলায় যায়। সেখানে কৃতী থাকত। পিজির বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশের সন্দেহ, মৃতের পরিচিত কেউ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

সুনীতাদের নিয়ে নাসার ঘোষণা

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই : সাত দিনের সফরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে গিয়ে ফেঁসে গিয়েছেন সুনীতা উইলিয়ামস ও ব্যারি (বুচ) উইলমোর। মহাকাশ কেন্দ্রের কাজকর্ম সেরে ফেরার সময় বোয়িং ক্রু ফ্লাইট টেস্ট নামে পরিচিত এই মিশনটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় আটকে পড়েন তাঁরা। সেই থেকে দুই নভশ্চর রয়েছেন মহাকাশ কেন্দ্রে। কবে ফিরবেন সুনীতারা, তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলেনি নাসা। তারা শুধু বলেছে, প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যার জন্য সুনীতাদের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। শীঘ্রই গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘোষণা করবে নাসা। সুনীতাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নাসা এবং বোয়িং সংস্থার প্রযুক্তিবিদদের একটি দল নিউ মেক্সিকোয় কিছু জটিল পরীক্ষা চালিয়েছে। ওই পরীক্ষাগুলির ফলাফল সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মমতার কথায় নোট হাসিনা সরকারের

বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে : হাছান মাহমুদ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৪ জুলাই : তিস্তা কাঁটা ছিলই। এবার সেই অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে বাংলাদেশের অসহায় মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য।

রবিবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনও কথা বলতে পারি না। ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ভারত সরকার বলবে। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, যদি অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় খটখটানি করে, আমরা তাদের নিশ্চয়ই আশ্রয় দেব।’ তাঁর ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি নোট পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

সেদেশের বিদেশমন্ত্রী হাছান মাহমুদ এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেছেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমস্ত সম্মান রেখেই বলছি, আমরা পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করার সম্পর্ক বজায় রেখে চলি। কিন্তু ওঁর এই মন্তব্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এবং সেই বিভ্রান্তি মানুষের মধ্যেও তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা তাই ওঁর ওই মন্তব্যের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে একটি নোট পাঠিয়েছি।’ বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর এই বক্তব্য বিজেপির হাতে মমতাকে আক্রমণের নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার বিড়ম্বনার কারণে পরিণত হচ্ছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, এখন ভারতের জন্যও হচ্ছেন।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বলেন, ‘বাংলাদেশ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সামলাতে পারবে। সংবিধানের বাইরে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেছেন। এটা বিদেশমন্ত্রকের বিষয়।’

কেন্দ্রের একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের ইস্যুতে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখভাল করে। তাই ওই মন্তব্যের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ সোমবার খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন, অনুপ্রবেশকে বৈধতা দিতে চাইছেন মমতা। জবাবে রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মানবিক দিক থেকে ওই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখা উচিত। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত সরকার কথা বলবে। কিন্তু কোনও মানুষ যদি সহযোগিতা চায়, তাহলে তা নিশ্চয়ই করা হবে। নেপাল, ভুটানের প্রচুর মানুষ এই রাজ্য দিয়ে তাঁদের দেশে ফিরতে চান। তাহলে সেক্ষেত্রে কী বলা হবে, পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেব না। বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা উচিত।’

মমতা রবিবার বলেছিলেন, ‘রাষ্ট্রসংঘের একটি রেজোলিউশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায়, তাকে পাশের এলাকা সম্মান জানাবে।’ এই বিষয়ে তিনি অসমের একটি প্রসঙ্গ টেনে আনেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অসমে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। বোড়োদের সঙ্গে। আলিপুরদুয়ারে তারা দীর্ঘদিন ছিল। আমিও গিয়েছিলাম সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা করতে।’ তৃণমূলনেত্রীর সতর্কবার্তা, ‘আমরা যেন বাংলাদেশ নিয়ে কোনও প্ররোচনায় পা না দিই। কোনও উত্তেজনাতে যেন না যাই। যাদেরই রক্ত ঝরুক আমাদের সহমর্মিতা, দুঃখ তাদের জন্য আছে।’ বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘এটি আন্তর্জাতিক বিষয়। তাই এই বিষয় নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বক্তব্য রাখবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা নেই।’ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও বলেন, ‘অন্য কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যাঁরা সাংবিধানিক পদে রয়েছেন, তাঁদের মন্তব্য করা উচিত নয়।’

মেরিন ড্রাইভে জলোচ্ছ্বাস... বিশেষ মুহূর্তের ক্যামেরাবন্দি। বুধবার মুম্বইয়ে।

কার্ফিউ শিথিল বাংলাদেশে

ঢাকা, ২৪ জুলাই : রক্তপাত। পড়ে থাকা লাশ। স্লোগান। আগুন। গুলি। সংঘর্ষ। কমপ্লিট শাটডাউন। গত কয়েকদিন ধরে কোটা আন্দোলনের জেরে রাজধানী ঢাকা সহ বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

রবিবার সুপ্রিম কোর্টের সংরক্ষণ সংস্কারের পক্ষে একটি রায় সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। বুধবার থেকে বাংলাদেশের জনজীবন আবার চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। গোটা দেশে না হলেও ঢাকা এবং চট্টগ্রামে সীমিতভাবে চালু হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও। প্রায় দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ ফের সচল হওয়ার পথে। বুধবার সাত ঘণ্টার জন্য কার্ফিউ শিথিল করে প্রশাসন। খুলেছে বিভিন্ন দপ্তর, ব্যাংক। রাস্তায় নেমেছিল প্রচুর যানবাহনও। তার জেরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে এখনও স্কুল, কলেজ খোলেনি। পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল করে প্রশাসন। সকাল ১১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত দপ্তর এবং ব্যাংক খোলা ছিল। এদিকে আন্দোলনের সময় যে হিংসা ছড়িয়েছিল তার জন্য বিএনপি, জামাত এবং জঙ্গিদের দায়ী করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। তিনি বলেন, ‘আমরা সর্বশক্তি দিয়ে দোষীদের চিহ্নিত করব। আইনের মুখোমুখি করব। এখান থেকে আমরা এক পা-ও সরব না।’

বাজেটে বঞ্চনা নিয়ে তর্জা ‘ইন্ডিয়া’-নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটের বিরুদ্ধে বুধবারও সুর চড়াল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, পঞ্জাব, কেরল, তামিলনাড়ু সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির প্রতি বঞ্চনার অভিযোগে এদিন সংসদের ভিতরে এবং বাইরে একযোগে প্রতিবাদ দেখান ইন্ডিয়া জোটের নেতানেত্রীরা। যদিও নির্মলার সাফাই, বাজেটে কোনও রাজ্যের নামোচ্চারণ করা হয়নি বলে সেই রাজ্যগুলির প্রতি বঞ্চনা করা হবে এমনটা নয়।

অতীতে কংগ্রেস আমলে যে বাজেটগুলি পেশ করা হত সেগুলিতেও দেশের সমস্ত রাজ্যের নামোল্লেখ করা থাকত না।

বিরোধীরা অবশ্য অর্থমন্ত্রীর কথায় শান্ত হয়নি। এদিন সকালে সংসদের বাইরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেরা, সপা সাংসদ অখিলেশ যাদব সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা একযোগে বিক্ষোভ দেখান। তাতে শামিল হয়েছিলেন তৃণমূলের সাংসদরাও। বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যসভায় সরব হয়েছিলেন খাড়গে। বঞ্চনার প্রতিবাদে তাঁর নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউটও করেন। খাড়গে বলেন, ‘কুর্সি বাঁচাও বাজেটে দুটি রাজ্য বাদে আর কোনও রাজ্যের নামে কোনও উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। আমি এর নিন্দা করছি। যে সমস্ত রাজ্যে বিরোধীরা নির্বাচিত হয়েছেন সেই সমস্ত রাজ্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে।’

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘সবার থালা খালি। আর দুটি রাজ্যের থালায় পকোড়া ও জিলিপি রয়েছে। অন্য কোনও রাজ্য কিছুই পায়নি। তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক কিছু পায়নি। আমি এমন বাজেট কখনও দেখিনি। কিছু লোককে তুষ্ট করতে এবং নিজেদের কুর্সি বাঁচানোর জন্য এই বাজেট করা হয়েছে। ভারসাম্য না থাকলে উন্নয়ন হবে কী করে?’ খাড়গের বক্তব্য নস্যাৎ করে দেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন,

> কুর্সি বাঁচাও বাজেটে দুটি রাজ্য বাদে আর কোনও রাজ্যের নামে কোনও উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। আমি এর নিন্দা করছি।
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

আমি দুটি বাদে আর কোনও রাজ্যের নামই করিনি। কংগ্রেস দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে এই দেশে। তারা বহু বাজেট পেশ করেছে। কিন্তু বাজেটে সমস্ত রাজ্যের নাম উচ্চারণ করার সুযোগ তাদেরও ছিল না।’

নির্মলা বলেন, ‘যদি বাজেট বক্তৃতায় কোনও একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের নাম করা না হয় তাহলে তার অর্থ কী এই যে ওই রাজ্য ভারত সরকারের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হবে? কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীরা এমন ভাব দেখাচ্ছে যাতে মনে হবে যে দুটি রাজ্য ছাড়া আর কোনও রাজ্য কিছুই পায়নি। এটা ভয়ংকর অভিযোগ। কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।’

এদিন রাজ্যসভায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম বলেন, ‘আমার পাঁচটি দাবি রয়েছে। আমি অর্থমন্ত্রীকে আর্জি জানাচ্ছি উনি যেন আমাদের দলের নির্বাচনি ইস্তাহার থেকে সেগুলি টুকে নেন।’ অন্যদিকে লোকসভায় স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ কম থাকা নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা করেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

এদিকে বঞ্চনা নিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে সভাপতি এমকে স্ট্যালিন নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তিনি বলেন, ‘নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার আমাদের দেশের দিকে নজর দেওয়া উচিত। ২০২৪ সালের বাজেট আপনাদের শাসনক্ষমতাকে বাঁচাবে ঠিকই। কিন্তু দেশকে বাঁচাতে পারবে না। বিরোধীদের দিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হবেন না। রাজনৈতিক পছন্দ, অপছন্দ অনুযায়ী শাসন করলে আপনি একঘরে হয়ে যাবেন।’

বাজেটের বিরুদ্ধে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ সোনিয়া-রাহুল-কল্যাণদের।

কাশ্মীরে ভোটে লড়তে চায় জামাত

শ্রীনগর, ২৪ জুলাই : ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরতে চায় নিষিদ্ধ পাকপন্থী সংগঠন জামাত-ই-ইসলামি। চলতি বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় তারা। বুধবার প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, চলতি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় কাশ্মীরে তারা লড়তে চায় বলে জানিয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে এদেশের নিষিদ্ধ জামাত-ই-ইসলামি (জেআইআই)। এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা শুরার সদস্যরা দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা চাইছেন, কেন্দ্র জেআইআই থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিক। একটি মহল বলছে, জামাত নির্বাচনে যোগ দিলে ভূস্বর্গে বিচ্ছিন্নতাবাদ যে প্রশমিত সেই বার্তা উঠে আসবে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে জামাত-ই-ইসলামিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে লড়তে দেওয়ার ব্যাপারে মোদি সরকারের অন্দরে দ্বিধা রয়েছে বলে খবর। এই বিষয়ে কেন্দ্র এখনও কিছু জানায়নি। ইঙ্গিতও দেয়নি। চলতি বছরের শেষদিকে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন।

কৃষক নেতাদের সঙ্গে দেখা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে কৃষক সংগঠনগুলি। বুধবার পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের ১২ জন কৃষকনেতা সংসদভবনে গিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন। দীর্ঘক্ষণ দু’পক্ষের মধ্যে বৈঠক হয়। সেখানে রাহুল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল, দীপেন্দর হুডা, অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং এবং সুখজিন্দর সিং রণধাওয়া।

সূত্রের খবর, কৃষকনেতারা রাহুলের কাছে নিজেদের রাজ্যের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সংক্রান্ত আলোচনার জন্য সংসদে একটি ব্যক্তিগত বিল আনার জন্য লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। কেন্দ্রের ওপর চাপ বাড়াতে অদূর ভবিষ্যতে কৃষক সংগঠনগুলি দিল্লিতে ফের মিছিল করতে পারে বলেও সূত্রটি জানিয়েছে। এদিন কৃষকনেতাদের সংসদে আসা নিয়েও শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে একপ্রস্থ টানাপোড়েন চলে।

রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, ‘আমরা তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।... তাঁদের সংসদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। হয়তো তাঁরা কৃষক বলেই...।’ বৈঠকের পর কংগ্রেস নেতা অমরিন্দর সিং রাজা বলেন, ‘রাহুল গান্ধি কৃষকদের হয়ে সরব হবেন। কৃষকদের দিল্লিতে এসে প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।’ কৃষকনেতা জগজিৎ সিং ডালেওয়ালের কথাতেও সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি বলেন, ‘সরকার এখনও পর্যন্ত

> আমরা তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।... তাঁদের সংসদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। হয়তো তাঁরা কৃষক বলেই...।
>
> **রাহুল গান্ধি**

প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। স্বামীনাথন রিপোর্ট বাস্তবায়িত করা জরুরি। আমরা দিল্লির দিকে এগোব।’

কংগ্রেস ও কৃষক নেতৃত্বের বৈঠকে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এদিনের বৈঠককে ‘তামাশা’ বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। কর্ণাটকের বিজেপি সভাপতি বিওয়াই বিজেন্দ্রা বলেন, ‘দিল্লিতে তামাশা না করে আমি রাহুল গান্ধিকে কর্ণাটকে এসে এখানকার কৃষকদের দুর্দশা দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। রাজ্যে দেড়হাজারের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।’

ওয়াইএসআর পাশে এবার ইন্ডিয়া জোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : অন্ধ্রপ্রদেশে রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে এককাট্টা ইন্ডিয়া জোট। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই রাজনৈতিক হিংসায় অশান্ত দাক্ষিণাত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটি। বুধবার দিল্লির যন্তরমন্তরে পর্দায় সেখানকার হিংসার ভিডিও ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলের সাংসদদের দেখান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ওয়াইএসআর কংগ্রেস নেতা জগন্মোহন রেড্ডি।

তৃণমূল, সপা, আপ, শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের মতো ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলের সাংসদরা যন্তরমন্তরে গিয়ে জগন্মোহনকে সমর্থন জানান। তৃণমূলের তরফে গিয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুক্তির দাবিতে আগামী সপ্তাহে একইভাবে ধর্নায় বসবে ইন্ডিয়া জোট।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলে একদিনের প্রতিবাদ, ধর্নায় বসেন জগন্মোহন রেড্ডি। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তিনি। সেই রাজ্যের পরিস্থিতির নিন্দা করে নাদিমুল হক রাজ্যে বাম জমানায় হিংসার প্রসঙ্গ তোলেন।

মাংসের দোকান খুলে রাখতে আর্জি কোর্টে

লখনউ, ২৪ জুলাই : কাঁওয়ার যাত্রাপথে দোকানমালিকদের পরিচিতি জানানোর বাধ্যবাধকতা নিয়ে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ জারির পর এবার মাংসের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জমা পড়ল। মাংসের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে বারাণসী পুর কর্পোরেশন। বুধবার ন্যাশনাল লোকতান্ত্রিক পার্টি আবেদনে বলেছে, বারাণসী পুর কর্পোরেশনের নির্দেশাবলি সংবিধানের ১৯(১)(জি) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত যে কোনও পেশা বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার মৌলিক স্বাধীনতাকে লঙ্ঘনের সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে মর্যাদা সহকারে ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকেও খর্ব করছে।

নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ১৮

কাঠমান্ডু, ২৪ জুলাই : ফের বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষী নেপাল। বুধবার সকালে কাঠমান্ডুতে ভেঙে পড়ল একটি যাত্রীবিমান। বিমানটিতে চালক ও ১৮ জন যাত্রী ছিলেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, যাত্রীদের সবাই মারা গেলেও বেঁচে গিয়েছেন বিমানচালক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কাঠমান্ডু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন ইয়েমেনের। বাকি সকলেই নেপালের। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে যাত্রীদের দেহ উদ্ধারের কাজ চলছে। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভেঙে পড়া বিমানটি শৌর্য এয়ারলাইন্সের। ১৮ জন যাত্রীকে নিয়ে সেটি কাঠমান্ডু থেকে পোখরা যাচ্ছিল। বেলা ১১.১৫ মিনিটে টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিমান দুর্ঘটনার একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দাউদাউ করে জ্বলছে বিমান। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে বিমানবন্দর চত্বর। তবে কোনও ফুটেজের সত্যতা ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ যাচাই করেনি। নেপালে বিমান দুর্ঘটনা নতুন নয়। প্রায় প্রতি বছর সেখানে বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে। ২০২৩-এর ১৬ জানুয়ারি পোখরায় একটি বিমান দুর্ঘটনার জেরে ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১২ থেকে এখনও পর্যন্ত নেপালে মোট ১৩টি বিমান ভেঙে পড়েছে।

আমাকে মারতেই এসেছিল বিষ্ণোই গ্যাং

অভিযোগ সলমনের

মুম্বই, ২৪ জুলাই : তাঁকে মেরে ফেলাই লক্ষ্য ছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের। নথিভুক্ত বয়ানে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার তদন্তকারীদের এ কথাই জানিয়েছেন বলিউড অভিনেতা সলমন খান।

১৪ এপ্রিল সলমনের বাড়িতে গুলি চলার ঘটনা ঘটে। এই বিষয়ে সলমন চলতি মাসের গোড়ায় যে বক্তব্য জানিয়েছেন পুলিশকে, তা নথিভুক্ত হয়েছে ১৭৩৫ পাতার চার্জশিটে।

সলমন জানিয়েছেন, ‘লরেন্স বিষ্ণোই আমাকে এবং আমার পরিবারকে শেষ করে দিতে চায় বলে আমার বিশ্বাস। সেই উদ্দেশ্যেই আমার বাড়িতে সেদিন গুলি চালানো হয়েছিল। আমি যদি সেদিন ঘরের ভিতরে না থেকে বারান্দায় থাকতাম, তাহলে আমিও খুন হয়ে যেতাম।’

সলমন বলেন, ‘ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ আমি প্রথমে বাজি ফাটার মতো শব্দ পাই। আমার পুলিশ বডিগার্ড আমায় জানান, বাইকে করে দুটো লোক এসে

আমার বাড়ির দোতলার বারান্দা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। এর আগেও লরেন্স বিষ্ণোই ও তার দলবল আমায় বা আমার পরিবারকে মারার চেষ্টা করেছে। একটা ইন্টারভিউতে লরেন্স সে কথা প্রকাশ্যেই বলেছিল। ওরাই ঘুমের মধ্যে আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। আমি শুনেছি, এই ঘটনাতেও লরেন্স বিষ্ণোই ফেসবুকে দায় স্বীকার করেছে।’

সলমন আরও জানান, ২০২২ সালে তাঁর বাবা সেলিম খান একটি হুমকি চিঠি পেয়েছিলেন লরেন্স বিষ্ণোইয়ের থেকে। ওই ঘটনার পর তিনি তাঁর পরিবারের সকলকে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য বলে দিয়েছিলেন।

অলিম্পিকের আগে গণধর্ষণে তোলপাড় প্যারিস

প্যারিস, ২৪ জুলাই : প্যারিস অলিম্পিক শুরু ২৬ জুলাই। দেশবিদেশের খেলোয়াড়, দর্শণার্থীর সমাগমে ভরে উঠতে চলেছে ফ্রান্সের রাজধানী শহর। তার দিনকয়েক আগেই গণধর্ষণের এক ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ‘সিটি অফ লাইট’-এর শহরে। অভিযোগ, ২৫ বছর বয়সি এক অস্ট্রেলীয় তরুণী গণধর্ষিতা হয়েছেন। পাঁচ তরুণ তাঁকে ধর্ষণ করেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, ১৯ জুলাই শহরের এক পানশালায় মদ্যপানের সময় এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয় তরুণীর। পরের দিন সেই তরুণের সঙ্গে বহু জায়গায় বেড়াতে যান তিনি। রাতে ফের পানশালায় যান তাঁরা। সেখানে তরুণের চার বন্ধু ছিলেন। তারপরেই তাঁরা তরুণীকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন। তরুণী কোনওমতে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এক কাবাবের দোকানে ঢুকে মালিকের কাছে আশ্রয় চান। দোকানের সিসি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে, তরুণীর পোশাক ছেঁড়া, অবিন্যস্ত। দোকানের কয়েকজন এগিয়ে আসেন। এক তরুণ ঢুকলে তরুণী বলেন, যারা তাঁকে ধর্ষণ করেছে, এই যুবক তাদেরই একজন। কথা শুনে সবাই তাকে ধরতে গেলে সে চম্পট দেয়।

অলিম্পিক উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সমর্থক, দর্শনার্থীতে ভরে উঠেছে প্যারিস। তার আগে এই ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল।

ট্রাম্পকে পিছনে ফেললেন কমলা

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই : ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে কমলা হ্যারিসের নাম এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি দল। কিন্তু তাতে কী। জনপ্রিয়তার নিরিখে এখনই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। মঙ্গলবারের জনসমীক্ষায় কমলা ৪৪ শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেয়েছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন ৪২ শতাংশ।

কমলা হ্যারিস মার্কিন ইতিহাসে প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট। বয়স, অসুস্থতা ও বিভিন্ন কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। রবিবার তিনি কমলা হ্যারিসকে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার কথা জানান। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।’ ট্রাম্পকে পরাজিত করার জন্য ডেমোক্র্যাট ভোট একত্রিত হয়ে কমলার পক্ষে পড়ার বার্তাটিও দেন। বাইডেন এও বলেছিলেন, ‘ট্রাম্পকে হারিয়ে দেওয়ার এটাই সময়।’

হয় জেল, নয় জাহান্নামে পাঠাব জঙ্গিদের

উপত্যকায় ফের সংঘর্ষ, আরেক জওয়ান শহিদ হওয়ার পর বার্তা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : জঙ্গি দমনে নরেন্দ্র মোদি সরকার কঠোর মনোভাব দেখানোর পরেও জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি উপদ্রব কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। বুধবার কুপওয়ারায় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক জঙ্গি ও এক জওয়ানের। এই অবস্থায় বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে বুধবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের হুঁশিয়ারি, কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গিদের হয় জেল নয়তো জাহান্নামে ঠাঁই হবে।

নিত্যানন্দ দাবি করেন, জঙ্গি দমনে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়েছে মোদি সরকার। বুধবার ভূস্বর্গে জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি। সাম্প্রতিককালে একের পর এক জঙ্গি হামলায় উপত্যকায় প্রশাসনের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন তিনি। পালটা রাই বলেন, গত কয়েকদিনে ২৮ জন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর ৯০০ জঙ্গিকে হত্যা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কথায়, ‘সন্ত্রাসবাদের প্রতি মোদি সরকারের বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা নেই। আমরা সন্ত্রাস বন্ধ করবই। আমি আপনাদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে, জঙ্গিদের হয় জেলে না হয় জাহান্নামে পাঠানো হবে।’ রাইয়ের দাবি, বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর জঙ্গি হামলার ঘটনা ৬৭ শতাংশ কমেছে। নিহত সেনা জওয়ানের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেকটা কমেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ এখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যা-ই দাবি করুন, অশান্তি থেমে নেই উপত্যকায়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নাগাড়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যু হয়েছে একাধিক সেনা জওয়ানের। মঙ্গলবার পুঞ্চ জেলার সীমান্তের কাছে এক জওয়ান নিহত হন এবং একজন জওয়ান জখম হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপরই ওই এলাকা সহ কুপওয়ারা জুড়ে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনা। সেই অভিযানের ফলেই গত ২৪ ঘণ্টায় জোড়া এনকাউন্টারে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়।

৩৭০ ধারা বাতিলের পর কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেছিল ভূস্বর্গের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। জঙ্গি হামলার ঘটনাও কমবে। কিন্তু শেষ ৩২ মাসে উপত্যকায় সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৪৮ জন জওয়ানের। বর্তমানে ৫০-৫৫ জন পাকিস্তানি জঙ্গি জম্মুতে ঘাঁটি গেড়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে এ বছরই একাদশ শ্রেণিতে শুরু হতে চলেছে সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। একাদশ শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস কেমন হয়েছে বা কী ধরনের প্রশ্ন আসবে তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে কৌতূহল রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংশয় দূর করতে এই প্রতিবেদন।

নতুন পাঠক্রমে সাফল্যের পরামর্শ

একাদশ শ্রেণি রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সুদীপ্ত ঘোষ, *শিক্ষক*
মণিভিটা উচ্চবিদ্যালয়
উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক সংসদ নির্দেশিত একাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের সিলেবাস এবারে পরিবর্তন হয়েছে। বিগত বছরে একাদশ শ্রেণিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যে সমস্ত অধ্যায় পড়তে হত এ বছর সেই অধ্যায়গুলিতে কিছু কিছু নতুন ধারণা সংযোজন করা হয়েছে। শুধু সিলেবাস নয় পরিবর্তন হয়েছে পরীক্ষা পদ্ধতিরও। এবার যারা মাধ্যমিক পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় নিয়েছ তারা এবারেই প্রথম উচ্চমাধ্যমিক সংসদ নির্দেশিত সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবে। বিগত বছরগুলিতে যেভাবে পরীক্ষা হত এ বছর থেকে পরীক্ষা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। বিগত বছরগুলিতে একাদশ শ্রেণিতে একবার পরীক্ষা হত এবং যার পূর্ণমান ছিল ১০০ নম্বরের। এই ১০০ নম্বরের মধ্যে ৪০ নম্বর থাকত অবজেক্টিভ ধরনের আর ৪০ নম্বর থাকত বর্ণনামূলক উত্তর বাকি ২০ নম্বর থাকত প্রোজেক্ট ওয়ার্ক। ৪০ নম্বরের মধ্যে দু'ধরনের প্রশ্ন থাকত। ২৪ নম্বরের থাকত MCQ আর ১৬ নম্বরের থাকত অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর বা SA ধরনের। এবারে কিন্তু পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে এ বছর একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে সিমেস্টার পদ্ধতিতে। বিগত বছরগুলিতে একাদশ শ্রেণিতে যে রকম ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হত এ বছর ১০০ নম্বরকে ভাগ করে ৫০ নম্বরের প্রথম সিমেস্টার ও বাকি ৫০ নম্বরের দ্বিতীয় সিমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ বছর একাদশ শ্রেণিতে একবারের পরিবর্তে দুইবার পরীক্ষা দিতে হবে।

একাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম সিমেস্টার অনুযায়ী সিলেবাস কেমন এবং কী ধরনের প্রশ্ন আসবে তা নিয়ে আলোচনা করা হল। প্রথমেই জেনে রাখা ভালো, একাদশ শ্রেণিতে প্রথম সিমেস্টারের পূর্ণমান ৫০ নম্বর। যার মধ্যে ৪০ নম্বরের MCQ আসবে আর বাকি ১০ নম্বরের প্রোজেক্ট ওয়ার্ক। সংসদ নির্দেশিত মোট ছয়টি অধ্যায় নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা হবে। জেনে রাখা ভালো, এই ছয়টি অধ্যায় থেকে মোট ৪০ নম্বরের প্রশ্ন আসবে আর প্রত্যেকটি প্রশ্নই হবে MCQ ধরনের। অর্থাৎ কোনও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (SA) বা বর্ণনামূলক প্রশ্ন প্রথম সিমেস্টারে আসবে না।

প্রথম অধ্যায় (একটি শাস্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি) : এই অধ্যায়ে মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাকে বলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ কেন প্রয়োজন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে ৪ নম্বরের MCQ আসবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় (রাষ্ট্র- সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ) : এই অধ্যায় মূলত রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কী কী সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রাষ্ট্র হতে গেলে কী কী উপাদান প্রয়োজন, রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে মোট ৫ নম্বরের MCQ আসবে।

তৃতীয় অধ্যায় (নাগরিকতা) : এই অধ্যায়ে নাগরিক ও নাগরিকতার সংজ্ঞা, কী করে নাগরিকতা অর্জন করা যায় বা নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কীভাবে নাগরিকতা অর্জন

করা যায় বা নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে মোট ৭ নম্বরের MCQ আসবে।

চতুর্থ অধ্যায় (সংবিধানসমূহের উপলব্ধিকরণ- সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ) : এই অধ্যায়ে সংবিধান কাকে বলে, বিভিন্ন প্রকার সংবিধান যথা লিখিত-অলিখিত সংবিধান, সুপরিবর্তনীয়- দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য ও গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে মোট ৬টি MCQ আসবে।

পঞ্চম অধ্যায় (ভারতীয় সংবিধান রচনা এবং তার দর্শন) : এই অধ্যায়ে মূলত সংবিধান কীভাবে রচনা করা হল, গণপরিষদের গঠন, সংবিধান রচনায় গণপরিষদের ভূমিকা, পাশাপাশি প্রস্তাবনার মতাদর্শ ও তাৎপর্য প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে মোট ৮ নম্বরের MCQ আসবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় (ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ) : এই অধ্যায়ে মূলত ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় সংবিধানে ভারতের শাসন ব্যবস্থা কীরূপ, ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য, নির্দেশমূলক নীতি, দলত্যাগ বিরোধী আইন, সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ ও অধিকার, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে মোট ১০ নম্বরের MCQ আসবে।

প্রথম সিমেস্টারে উপরিউক্ত ছয়টি অধ্যায় থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট ৪০ নম্বরের MCQ আসবে। বাকি ১০ নম্বরের জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রোজেক্ট ওয়ার্ক করতে হবে। সংসদ নির্দেশিত সিলেবাস অনুযায়ী প্রথম সিমেস্টারের জন্য দুটো প্রোজেক্ট ওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে। প্রথম সিমেস্টারে এই দুটো প্রোজেক্ট থেকে যে কোনও একটি ছাত্রছাত্রীদের করতে হবে। দুটো প্রোজেক্ট হল যথাক্রমে - ১. ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক নির্বাচনের প্রয়োগের সাফল্য ও সমস্যা - স্থানীয় এলাকা অধ্যয়ন (Success and Problem of the application of Universal Adult Franchise - Local Area Studies) ২. শিক্ষার অধিকার এবং এর প্রকৃত বাস্তবায়ন ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ছেড়ে দেওয়া সংক্রান্ত সমস্যা- স্থানীয় এলাকা অধ্যয়ন (Right to Education and its Actual Implementation Problem of Drop outs - Local Area Studies)*

একাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল।

1. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হলেন -

ক) অ্যারিস্টটল খ) গার্নার গ) গ্রিন ঘ) মার্কস

2. 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান'- এ কথাটি বলেছেন -

ক) অ্যারিস্টটল খ) গার্নার **গ) ব্রাইস** ঘ) গেটেল

3. 'এ গ্রামার অফ পলিটিক্স'- গ্রন্থটির লেখক কে -

ক) বার্কার **খ) ল্যাস্কি** গ) গ্রিন ঘ) হবহাউস

4 **স্তম্ভ – ক** এবং **স্তম্ভ – খ**

1. ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব a. ১৬৮৮
2. ফরাসি বিপ্লব b. ১৭৬০
3. ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব c. ১৭৭৬
4. আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম d. ১৭৮৯

ক) 1- d, 2- b, 3- c, 4- a
খ) 1- a, 2- d, 3- b, 4- c
গ) 1- c, 2- a, 3- d, 4- b
ঘ) 1- b, 2- c, 3- d, 4- a

5. রাষ্ট্র শব্দটি আধুনিক অর্থে কোন চিন্তাবিদ প্রথম ব্যবহার করেন

ক) অ্যারিস্টটল খ) প্লেটো গ) গ্রিন **ঘ) ম্যাকিয়াভেলি**

6. কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন

ক) বার্কার **খ) গার্নার** গ) গ্রিন ঘ) ম্যাকিয়াভেলি

7. ঠিক-ভুল নির্ণয় করো

রাষ্ট্রের উপাদানগুলি হল-

I. জনসমষ্টি, সরকার II. সার্বভৌমিকতা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড III. অস্থায়িত্ব, আন্তজাতিকতাবাদ IV. জাতীয়তাবাদ

ক) I, III ঠিক এবং II, IV ভুল
খ) I, IV ঠিক এবং II, III ভুল
গ) I, II, IV ঠিক এবং III ভুল
ঘ) III, IV ঠিক এবং I, II, ভুল

8. বেমানান খুঁজে বের করো-

নাগরিক ও বিদেশিদের মধ্যে সাদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়---

ক) নাগরিক ও বিদেশি উভয়কেই রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হয়

খ) নাগরিকদের মতো বিদেশিরাও বার্ষিক আয়ের সমানুপাতিক হারে কর প্রদান করে

গ) নাগরিক ও বিদেশি উভয়েই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে

ঘ) নাগরিক ও বিদেশি উভয়েই সামাজিক, পুর, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অধিকার ভোগ করতে পারে

9. ক্ষেত্রভিত্তিক প্রশ্নটির সমাধান করো-

সংবিধানের একটি ধরন হল x। সংবিধানের প্রধান নীতিগুলির সব অংশ বা অধিকাংশ যদি একটি বা একাধিক দলিলের আকারে বিধিবদ্ধ থাকে তবে তাকে বলে x। এই x আসলে কী?

ক) লিখিত সংবিধান খ) অলিখিত সংবিধান গ) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ঘ) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

10. ভারতের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শগুলি ক্রমান্বয়ে সাজাও—

ক) সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, সাধারণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক

খ) সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র।

গ) সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক

ঘ) সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র

11. নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো-

বিবৃতি (A): ভারতের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংমিশ্রণ।

কারণ (R): ভারতে কেবলমাত্র সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করার রীতি গৃহীত হয়েছে।

ক) A ও R উভয়ই সঠিক এবং R হল A-এর সঠিক ব্যাখ্যা

খ) A ও R উভয়ই সঠিক কিন্তু R A- এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়

গ) A সঠিক কিন্তু R ভুল

ঘ) A ভুল কিন্তু R সঠিক

12.

বিবৃতি (A): ভারতীয় সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নম্বর ধারায় নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

কারণ (R): ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয়েছে

ক) A ও R উভয়ই সঠিক এবং R হল A-এর সঠিক ব্যাখ্যা

খ) A ও R উভয়ই সঠিক কিন্তু R A-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়

গ) A সঠিক কিন্তু R ভুল

ঘ) A ভুল কিন্তু R সঠিক

প্রথম সিমেস্টারে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেই সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল যাতে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই প্রশ্নের ধরন বুঝতে পারে। প্রশ্নের ধরন দেখে বোঝা যায়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে যে ধরনের প্রশ্ন আসে ঠিক সেই ধরনের প্রশ্নই কিন্তু আসবে। প্রথম সিমেস্টারে যেহেতু কোনও বর্ণনামূলক প্রশ্ন আসবে না অর্থাৎ ৮ নম্বরের কোনও প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে না তাই ছাত্রছাত্রীদের বড় প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ না করলেও চলবে। যেহেতু ৪০টা MCQ ধরনের প্রশ্ন আসবে তাই প্রথম সিমেস্টারে যে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে প্রত্যেকটি অধ্যায় প্রথম থেকেই মন দিয়ে পড়তে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী রয়েছে সেগুলোকে ভালো করে চর্চা করা দরকার। আশা করা যায় সেখান থেকেই সমস্ত প্রশ্ন আসবে আর ছাত্রছাত্রীরা নির্ভুলভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

বেঁচে থাকার কৌশল অভিযোজন

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সরিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

● অভিযোজন কাকে বলে?

উ:- কোনও একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বেঁচে থাকার এবং বংশবৃদ্ধি করার জন্য জীবের যে গঠনগত, আচরণগত ও শারীরবৃত্তীয় স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে তাকে অভিযোজন বলে।

● লবণ সহনের জন্য সুন্দরী গাছের অভিযোজন বর্ণনা করো।

উ:- i) সুন্দরী গাছের পাতায় অবস্থিত লবণ গ্রন্থি জলের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত লবণ রেচনে সাহায্য করে।

ii) সুন্দরী গাছ কিছু পরিমাণ লবণ পাতা ও বাকলে জমা করে এবং পাতা ও বাকল ত্যাগের মাধ্যমে লবণ ত্যাগ করে।

iii) কিছু কিছু সময় মূল দ্বারা লবণাক্ত জল পরিস্রুত করে অতিরিক্ত লবণ রেচনে সাহায্য করে।

● Looking glass tree কাকে বলে?

উ:-সুন্দরী গাছের পাতায় মোম জাতীয় পদার্থ কিউটিকলের পুরু আস্তরণ থাকে যার উপরে সূর্যালোক পড়লে আয়নার মতো চকচক করে, তাই এদের লুকিং গ্লাস ট্রি বলে।

● শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা কাকে বলে?

উ:- সমুদ্র উপকূলবর্তী মাটিতে জলের প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক পরিমাণে ধাতব লবণ (যেমন-Nacl, $Mgcl_2$, $CaCO_3$ প্রভৃতি হবে।) দ্রবীভূত থাকায় ওই জলের ঘনত্ব ও অভিস্রাবণ চাপ বেশি থাকে। ফলে উদ্ভিদের মূল এই জল অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় শোষণ করতে পারে না। তাই এই মাটিকে শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা বলে।

● শ্বাসমূল বা নিউমাটোফোর কী?

উ:- সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকা কর্দমাক্ত, অতিরিক্ত লবণ সমন্বিত ও বাতাবকাশবিহীন হওয়ায় মাটিতে অক্সিজেন সরবরাহ কম থাকে তাই বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য প্রশাখা মূলগুলি অভিকর্ষের বিপরীতে মাটির উপরে উঠে আসে, এই ধরনের মূলকে শ্বাসমূল বা নিউমাটোফোর (Pneumatophores) বলে। বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণের জন্য যে সকল ছিদ্র শ্বাসমূল-এর গায়ে থাকে তাদের শ্বাসছিদ্র বা নিউম্যাথোড বলে।

● মরু অভিযানের জন্য ক্যাকটাসের পাতার কী কী পরিবর্তন দেখা যায়?

উ:- i) বাষ্পমোচন রোধ করার জন্য ক্যাকটাসের পাতা কাঁটায় পরিণত হয় (পত্রকণ্টক)।

ii) পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম থাকে এবং অনেক সময় পাতার নিম্ন তলে নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র (নিবেশিত পত্ররন্ধ্র) দেখা যায়।

iii) এছাড়া এই কাঁটা (পত্রকন্টক) ফণীমনসা গাছের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

● ক্যাকটাসে জল সঞ্চয়ের জন্য কীরূপ অভিযোজন দেখা যায়?

উ:- ক্যাকটাসের কাণ্ডের (পর্ণকাণ্ড) কোশে মিউসিলেজ নামক পদার্থ থাকায় এদের জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

● মাছকে জলে ভাসতে বা ডুবতে পটকা কীভাবে সাহায্য করে?

উ:- মাছের পটকার দুটি প্রকোষ্ঠ থাকে। অগ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থিত রেড গ্রন্থির সাহায্যে গ্যাস উৎপাদন করে দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস করে। ফলে মাছ জলের ওপর ভেসে ওঠে, পক্ষান্তরে পটকার পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত রেটিয়া মিরাবিলিয়া নামক রক্তজালক গ্যাসকে শোষণ করলে মাছের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে মাছ জলের গভীরে ডুবতে পারে।

● পায়রার বায়ুথলির অভিযোজনগত গুরুত্ব কী?

উ:- i) পায়রার ফুসফুসের সঙ্গে যুক্ত নয়টি বায়ুথলি বায়ু পূর্ণ হলে পায়রার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায় ও দেহ হালকা হয়। ফলে সহজে আকাশে উড়তে পারে।

ii) ওড়ার সময় বায়ুথলিগুলি প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অক্সিজেনের উৎসরূপে কাজ করে।

iii) বায়ুথলিগুলি পায়রার দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

● উড্ডয়নের সুবিধার্থে দেহের ওজন হ্রাস করার জন্য পায়রার কোন কোন অঙ্গের অবলুপ্তি ঘটেছে?

উ:- উড্ডয়নের সুবিধার্থে দেহের ওজন হ্রাস করার জন্য পায়রার দাঁত, পাকস্থলী, পিত্তাশয়, মলাশয়, ডান ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালি (স্ত্রী পায়রার), শিশ্ন (পুরুষ পায়রার) অবলুপ্ত হয়েছে।

● উটের কুঁজে কী থাকে? কুঁজ এদের কীভাবে সাহায্য করে?

উ:- উটের কুঁজে স্নেহ পদার্থ বা চর্বি জমা থাকে। যখন খাদ্য বা জলের অভাব হয় তখন উটের কুঁজে সঞ্চিত ফ্যাট জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। জারণ ক্রিয়ায় প্রতি ১০০ গ্রাম স্নেহ পদার্থ থেকে ১১০ গ্রাম জল তৈরি হয়।

● উটের অভিযোজনে RBC-এর ভূমিকা কী?

উ:- i) উটের RBC গোলাকার না হয়ে ডিম্বাকার হয়। RBC-র মধ্যে জল প্রবেশ করলেও RBC-র হিমোলাইসিস ঘটে না কারণ উটের RBC প্রায় 240 শতাংশ প্রসারিত হতে পারে (অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে 150 শতাংশ), এর ফলে উট অতিরিক্ত জল শোষণ করতে পারে। অতিরিক্ত জল পান উটকে জল বিয়োজন ও শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে।

ii) RBC ডিম্বাকৃতি হওয়ায় রক্ত থেকে জল বেরিয়ে রক্ত ঘন হয়ে গেলেও (ডিহাইড্রেশন) এরা সংকীর্ণ সরু রক্তবাহ দিয়ে চলাচল করতে পারে, ফলে শারীরবৃত্তীয় কাজে উটের অসুবিধা হয় না।

● জল সংরক্ষণের জন্য উটের দুটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য লেখো।

উ:- i) মরুভূমিতে জলের অভাব থাকায় জল সংরক্ষণের জন্য উটের ত্বকে ঘর্মগ্রন্থি থাকে না। ঘাম নিঃসরণ না হওয়ায়, জলের সংরক্ষণ ঘটে। ত্বক পুরু হওয়ায় জলের বাষ্পীভবন ঘটে না।

ii) উটের নেফ্রনের হেনলির লুপ অত্যন্ত লম্বা হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ জল গ্লোমেরুলীয় তরল থেকে শোষিত হয়, ফলে ঘন সিরাপ-এর মতো মূত্র নির্গত হয়। দেহে জলের পরিমাণ কমে গেলে কম পরিমাণ মূত্র নির্গত হয়।

● একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও যে শিম্পাঞ্জিরা মানুষকে নকল করে।

উ:- শিম্পাঞ্জিরা অনেক সময় মানুষের মতো কাঠের কোনও একটি টুকরোকে হাতুড়ি এবং পাথরের পাটাতনকে নেহাইয়ের মতো ব্যবহার করে বাদামের খোলা ভাঙে। খোলা অপসারিত হলে বাদাম বাইরে বেরিয়ে আসে এবং শিম্পাঞ্জিরা ওই বাদাম সংগ্রহ করে সহজে খেতে পারে। এই উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শিম্পাঞ্জিরা মানুষকে নকল করে।

● শিম্পাঞ্জিরা খাবার জন্য কীভাবে উইপোকা শিকার করে?

উ:- শিম্পাঞ্জিদের একটি অতি প্রিয় খাদ্য হল উইপোকা। উইঢিপি থেকে উইপোকা বের করে খাওয়ার জন্য শিম্পাঞ্জি গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে সেই ডাল থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে। তারপর সেই ডালটিকে 'ফিশিং টুল' হিসেবে উইঢিপিতে ঢুকিয়ে দিয়ে উইপোকা বের করে খায়।

● মৌমাছির চক্রাকার নৃত্যের (Round Dance) কারণ কী?

উ:- মৌচাক থেকে খাদ্য উৎসের দূরত্ব 50-75 মিটারের মধ্যে হলে কর্মী মৌমাছিরা চক্রাকার নৃত্য বা রাউন্ড ডান্স করে। এই নাচ দেখে খাদ্যের উৎসের দূরত্ব সম্পর্কে অন্য কর্মী মৌমাছিরা জানতে পারে ও সেদিকে খাদ্য সন্ধানে ধাবিত হয়।

● মৌমাছির ওয়াগল নৃত্যের (Waggle Dance) কারণ কী?

উ:- খাদ্যের উৎস মৌচাক থেকে 50-75 মিটারের বেশি দূরত্বে হলে কর্মী মৌমাছিরা একবার ডানদিকে, তারপরে একবার বামদিকে লুপ তৈরি করে ইংরেজি '8' সংখ্যার আকৃতিতে এক বিশেষ ধরনের নৃত্য প্রদর্শন করে, একে

সিমেস্টার পদ্ধতিতে প্রস্তুতি

একাদশ শ্রেণি বাংলা

শিখিল বিশ্বাস, *শিক্ষক*
তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির নতুন পাঠক্রমে বাংলা বিষয়ে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এবছর তোমরা যারা মাধ্যমিক পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছ এবং নতুন ক্লাসে পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছ তারা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছ তোমাদের নতুন পাঠক্রম এবং সিমেস্টার পদ্ধতিতে এবার থেকে পরীক্ষা হবে। একাদশ শ্রেণিতে তোমরা যারা নতুন পাঠক্রম এবং সিমেস্টার পদ্ধতি পাচ্ছ, তোমরা যখন দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠবে তোমাদের থেকেই দ্বাদশ শ্রেণিতে নতুন পাঠক্রম এবং সিমেস্টার পদ্ধতি শুরু হবে।

তোমরা হয়তো খেয়াল করেছ বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছ যে, সমস্ত বিষয়ের পাঠক্রমেই কমবেশি পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে বাংলা বিষয়ের পাঠক্রমে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আজ বাংলা বিষয়ের ওপর একাদশ শ্রেণির নতুন পাঠক্রম এবং সিমেস্টার বিষয়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

একাদশ শ্রেণির বাংলা সমগ্র পাঠক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সিমেস্টার-১ এবং সিমেস্টার-২। এক্ষেত্রে থিয়োরি ৮০ নম্বর এবং প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ২০ নম্বর। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলি হল - প্রুফ সংশোধন, সটীক অনুবাদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রতিবেদন রচনা, স্বরচিত গল্প লিখন। এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কাজ করতে হবে।

প্রথম সিমেস্টার-পাঠক্রম-প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন : প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা হবে ৪০ নম্বরের। ১ মানের ৪০টি প্রশ্ন। সমস্ত প্রশ্নই এমসিকিউ ধরনের। গল্প - পুঁই মাচা থেকে আটটি, প্রবন্ধ - বিড়াল থেকে পাঁচটি, কবিতা - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাম্যবাদী থেকে সাতটি প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক গল্প - বিশাল ডানাওয়ালা এক থুত্থুড়ে বুড়ো এবং ভারতীয় কবিতা - চারণ কবি থেকে পাঁচটি, ভাষা থেকে দশটি এবং বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে পাঁচটি ১ মানের MCQ প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ সর্বমোট ৪০টি MCQ সংবলিত প্রশ্নপত্রে প্রথম সিমেস্টারে পরীক্ষা হবে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সমস্ত MCQ কিন্তু সাধারণধর্মী হবে না। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নির্দেশিত বিভিন্ন ধরনের এমসিকিউ দেওয়া হবে। যেমন - Conceptual MCQ, শূন্যস্থান পূরণধর্মী MCQ, বাক্যের পুনর্বিন্যাসধর্মী MCQ, স্তম্ভ মেলানোধর্মী MCQ , সত্য ও মিথ্যাধর্মী MCQ, বাক্যের মধ্যে সম্পর্কধর্মী MCQ, বিবৃতি ও কারণ/ ব্যাখ্যাধর্মী MCQ ইত্যাদি।

এমসিকিউ মানেই অনেক বেশি নম্বর উঠবে এমন ধারণা অমূলক নয়। তবে পাঠ্যবই যদি যত্নসহকারে খুঁটিয়ে পড়া যায় এবং পরীক্ষার সময় ঠান্ডা মাথায় নিজের বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে উত্তর নির্বাচন করতে পারলে অবশ্যই ভালো ফল হবে।

দ্বিতীয় সিমেস্টার : দ্বিতীয় সিমেস্টারের ৪০ নম্বরের পরীক্ষা। SAQ (১ মানের) এবং LAQ (২/৩/৫ মানের) ধরনের প্রশ্ন করা হবে। প্রতিটি টপিকের জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যেভাবে নম্বর বরাদ্দ করেছে তা হল - গল্পের জন্য ৫, কবিতার জন্য ৫, নাটকের জন্য ৫, পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থের জন্য ১০, বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইতিহাস-এর জন্য ৫ এবং প্রবন্ধ রচনার জন্য ১০। এক্ষেত্রেও পাঠ্যবইটিকে খুঁটিয়ে পড়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে এবং অবশ্যই প্রশ্নানুযায়ী উত্তর করতে হবে। কারণ এখানে প্রথম সিমেস্টারের মতো প্রশ্ন নির্বাচন করার ব্যাপার নেই, উত্তরে তোমাদের নিজের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটবে।

ক্লাস এবং পরীক্ষা : উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবছর প্রথম সিমেস্টারের ক্লাসের সময়সীমা মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। এরপর প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা। আবার দ্বিতীয় সিমেস্টারের ক্লাস শুরু হবে অক্টোবর মাসে এবং ক্লাস চলবে মার্চ মাস পর্যন্ত। এরপর দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা।

নতুন পাঠক্রম এবং সিমেস্টারের প্রয়োজনীয়তা : উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দীর্ঘ ১২ বছর পর সমস্ত বিষয়ে পাঠক্রম পরিমার্জন ও পরিবর্তনের পদক্ষেপ করেছে ২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। নতুন এই পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি তোমরা যারা বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী, তোমাদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করাবে। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি তোমরা ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যেরও আস্বাদ অনুভব করবে। এছাড়া পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তোমাদের, সেক্ষেত্রে এই পরীক্ষা পদ্ধতি অনেকটাই সাহায্য করবে। তোমাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

জেনে রেখো

বিখ্যাত ভারতীয় শাসকদের রাজধানী

কণিষ্ক -	পুরুষপুর	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য -	পাটলিপুত্র	শিশুনাগ -	বৈশালী
শশাঙ্ক -	কর্ণসুবর্ণ	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত -	উজ্জয়িনী	মহ: বিন তুঘলক -	দিল্লি
বিম্বিসার -	রাজগৃহ	শিবাজী -	রায়গড়	যশোবর্মন -	যশোধরপুরা
অজাতশত্রু-	রাজগৃহ	আকবর -	ফতেপুর সিক্রি	দ্বিতীয় পুলকেশী -	বাদামী
অশোক -	পাটলিপুত্র	সিরাজউদদ্দৌলা -	মুর্শিদাবাদ	প্রথম সাতকর্ণী -	পৈঠান
সমুদ্রগুপ্ত -	পাটলিপুত্র	প্রথম সোমেশ্বর -	কল্যাণী	প্রথম রাজ রাজ -	তাঞ্জোর

আপনি কি স্পন্ডেলাইটিস (ঘাড় ও কোমর), কাঁধ ব্যথা, হাঁটু ব্যথায় ভুগছেন?
এক সপ্তাহের মধ্যে 50% আরাম পেতে চান,
তাহলে যোগাযোগ করুন
QUANTUM TOUCH PHYSIOTHERAPY & WELLNESS CENTRE
Address: Ghogomali Main Road
PHONE: 8637836803, 7557083415

ডেঙ্গি নিয়ে সতর্ক হতে পরামর্শ ডাক্তারদের

শিশুদের প্রতি চাই বাড়তি নজরদারি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ক্রমাগত জ্বরে আক্রান্ত রোগী বাড়ছে। রোজই জ্বর সহ নানা উপসর্গ নিয়ে রোগীরা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগে আসছেন। সেখান থেকে অনেককে হাসপাতাল বা মেডিকেলে ভর্তি করাতে হচ্ছে। এদের কারও শরীরে ডেঙ্গি উপসর্গ থাকলেও কয়েকজনের আবার ভাইরাল ফিভারও রয়েছে। অনেকে আবার ডায়ারিয়া নিয়েও ভর্তি হলেও রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গি পজিটিভ ধরা পড়ছে। শুধু সরকারি হাসপাতালই নয়, বেসরকারি হাসপাতালগুলিরও একই ছবি। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এ বছর শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। তাই, তাদের স্বাস্থ্যের দিকে বাড়তি নজর দিতে অভিভাবকদের বলা হচ্ছে।

> ডেঙ্গিতে প্রথম তিনদিন জ্বর থাকার পরবর্তী দুটি দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় প্লেটলেট দ্রুত কমতে থাকে। তাই ডেঙ্গি হলে ওই দুইদিন বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
>
> **শঙ্খ সেন,** *চিকিৎসক*

শিলিগুড়িতে এখন ডেঙ্গির পাশাপাশি ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ রয়েছে। দুটিরই উপসর্গ প্রায় একই রকম। জ্বর, গায়ে ব্যথা, বমির ভাব ইত্যাদি। দৈনিক জেলা হাসপাতালে প্রচুর মানুষ বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসছেন। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। ওই নির্দেশে শিশুদের ডায়ারিয়ার উপসর্গ থাকলে কিংবা ডায়ারিয়ার সঙ্গে সামান্য জ্বর থাকলেও ডেঙ্গির রক্ত পরীক্ষা করাতে বলা হয়েছে। পেটে সামান্য ব্যথা থাকলেও ডেঙ্গির পরীক্ষা করাতে বলা হয়েছে। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সঞ্জিত তিওয়ারির কথায়, 'ডায়ারিয়ার চিকিৎসা করাতে আসা শিশুর শরীরেও ডেঙ্গির ভাইরাস মিলেছে। তাই জ্বর কিংবা ডায়ারিয়া হলে আগে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।' চিকিৎসক শঙ্খ সেনের বক্তব্য, 'ডেঙ্গিতে প্রথম তিনদিন জ্বর থাকার পরবর্তী দুটি দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় প্লেটলেট দ্রুত কমতে থাকে। তাই ডেঙ্গি হলে ওই দুইদিন বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।'

ডেঙ্গিতে করণীয় বিষয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক।

জেলা হাসপাতালে রোগীদের ভিড়। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

কীভাবে বুঝবেন ডেঙ্গি হয়েছে

- জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, চোখের পিছন দিকে ব্যথা, বমিবমি ভাব।
- মাড়ি দিয়ে কিংবা মলমূত্রের সঙ্গে রক্তক্ষরণ।
- হঠাৎ করে প্লেটলেট কমে যাওয়া।
- শরীরে লাল লাল র‍্যাশ বের হওয়া।

ডেঙ্গি হলে বা উপসর্গ থাকলে কী করবেন

- উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করাতে হবে।
- ডেঙ্গি পজিটিভ হলে প্যারাসিটামল খেতে হবে। ব্যথার ওষুধ খাওয়া যাবে না। এতে রক্তের প্লেটলেট কমে যাবে।
- প্রচুর পরিমাণে জল, তরল পানীয় খেতে হবে।
- বমি কিংবা ডায়ারিয়া হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।
- প্রতিদিন রক্তের প্লেটলেট পরীক্ষা করাতে হবে।
- শিশুদের সবসময় জল বা তরল পানীয় খাওয়াতে হবে।
- প্রয়োজনে বমির ওষুধ, গ্যাসের ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যাবে না।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের গেট বাজার সংলগ্ন এলাকার ফাঁকা জমিতে জমা জল। বুধবার। -সংবাদচিত্র

মেয়রের দেখা পাই না, বলছেন ওয়ার্ডবাসী

জমা জলে মশার লার্ভা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : বাড়ির গেটের সামনে বসে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলছিলেন অশীতিপর অতসীবালা দাস। কপালে চওড়া তিলক কাটা, পরনে সাদা কাপড়। খোঁজ নিচ্ছিলেন প্রতিবেশী নাতির। জ্বরে আক্রান্ত বছর সাতের শুভদীপের খোঁজ নেওয়ার সময়েই মশার উপদ্রব নিয়ে পুরকর্মীদের গালমন্দ করছিলেন তিনি। এলাকার নিকাশিনালা নাকি পরিষ্কারই করা হয় না! ঠিকমতো স্প্রে করা তো দূরের কথা, মাসে একবার পুরকর্মীরা এসে নিকাশিনালা থেকে আবর্জনা তোলেন বলে ক্ষোভ ঝরে পড়ল তাঁর গলায়।

ওই বৃদ্ধার কথা যে ভুল নয়, তার প্রমাণ মেলে নিকাশিনালার দিকে তাকালে। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনির ব্লক-ডি এলাকার। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। নির্বাচনের পর মেয়র কতদিন গিয়েছেন এলাকায় জানতে চাওয়া হলে তাঁর বক্তব্য, 'মেয়রের তো টিকিরও নাগাল পাওয়া যায় না। সাফাইকর্মীরা মাসে একবারও ঠিকমতো আসেন না।'

নিকাশিনালা বেহালের পাশাপাশি ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় ফাঁকা জমিতে জলও জমে রয়েছে। গেট বাজারের দিক থেকে পাইপলাইনের দিকে যাওয়ার রাস্তায় ঢুকেই একটি ফাঁকা জায়গায় প্রায় ১৫ দিন ধরে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। ওই জমা জলে মশার লার্ভাও দেখা গিয়েছে। ওয়ার্ড কমিটির অফিস থেকে খুব বেশি হলে ২০০ মিটার দূরে জায়গাটি। অথচ বিষয়টি কারও নজরে আসেনি। মেয়র তথা ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমি যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়ার্ডে। গিয়ে দেখব কী পরিস্থিতি।' মেয়র জানার পর রাতেই এলাকায়

> মেয়রের তো টিকিরও নাগাল পাওয়া যায় না। সাফাইকর্মীরা মাসে একবারও ঠিকমতো আসেন না।
>
> **অতসীবালা দাস** *ওয়ার্ডবাসী*

যান। এরপর তিনি খোঁজ নিয়ে ওয়ার্ডের প্রতিনিধিদের ওই এলাকা দেখতে পাঠান। রাতের দিকে মেয়র দাবি করেন, সেখানে ডেঙ্গির মশার লার্ভা নেই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং অন্ধকারের মধ্যে তিনি কীভাবে বুঝলেন সেখানে ডেঙ্গির মশার লার্ভা নেই, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ড তো বটেই, পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ছবিটা তো আরও ভয়ানক। এই ওয়ার্ডেই রয়েছে নিষিদ্ধপল্লি। দেখলে মনে শহরের আর পাঁচটা এলাকা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। ছোট ছোট তিন থেকে চার ফুটের রাস্তার পাশে দুই থেকে আড়াই ফুটের নিকাশিনালা। নালায় জল জমতে জমতে ওপরে স্তর পড়ে গিয়েছে। গৃহস্থের সমস্ত আবর্জনা এসে মিশছে নিকাশিতে। দুর্গন্ধের মধ্যেই ঘরে বসে খাবার খেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। গোটা নিষিদ্ধপল্লিজুড়ে একই ছবি।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঠিকমতো সাফাই হয় না। তাই সন্ধ্যার পর থেকে মশার উৎপাতে এলাকায় টেকা দায়। পুরনিগমের যে ওয়ার্ডগুলি ডেঙ্গিপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে ৭ নম্বর ওয়ার্ডও রয়েছে।

ওই ওয়ার্ডে শুধু নিষিদ্ধপল্লিই নয়, বিবেকানন্দ রোড, কয়লা ডিপো এলাকাতেও নিকাশিনালার অবস্থা বেহাল। নিকাশিনালার মধ্যে জল জমে সেখানে মশার লার্ভা জন্ম নিচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিয়ম করে স্প্রে করা হয় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিষিদ্ধপল্লির বাসিন্দা এক যৌনকর্মীর বক্তব্য, 'নিকাশিনালার এমন বেহাল অবস্থা যে বর্ষার সময় আমাদের ঘরে এককোমর জল থাকে। হাইড্রেন থেকে জল আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়ে। কেউ দেখার নেই।'

রিটার্ন জমার শেষ তারিখের বদল দাবি

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পরিবর্তনের দাবি উঠল। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর চেয়ারম্যানকে চিঠি দিল শিলিগুড়ি ট্যাক্স অ্যাডভোকেটস বার অ্যাসোসিয়েশন। কেন্দ্রীয় সরকার চলতি বছরের ৩১ জুলাই আয়কর রিটার্ন জমার শেষ দিন ধার্য করেছে। কিন্তু ওইদিনের মধ্যে গোটা দেশের মানুষের পক্ষে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া অসম্ভব বলে সংগঠনের দাবি।

এ বিষয়ে বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের সম্পাদক বিপুলকুমার শর্মা বলেন, 'অনলাইনে রিটার্ন জমার ক্ষেত্রে বহু তথ্যের পাশাপাশি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেসব তথ্য এখনও সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোডই হয়নি। পাশাপাশি সরকারি ওয়েবসাইটের সার্ভারের গতি খুবই কম। যে কারণে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বহু সময় লাগছে। এই অবস্থায় কীভাবে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন জমা সম্ভব?' এ প্রসঙ্গে ইনকাম ট্যাক্স স্টাডি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতি বছরই এমন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। স্থায়ীভাবে যাতে রিটার্ন ভরার সময়সীমা বাড়ানো হয়, সেই দাবি জানাচ্ছি।'

সিপিএমের মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : কেন্দ্রীয় বাজেট জনবিরোধী। এই দাবি করে মিছিল করল সিপিএম। বুধবার সন্ধ্যায় দলের শিলিগুড়ি দুই নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে আশ্রমপাড়ার পাকুড়তলা মোড় থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে হাকিমপাড়ায় গিয়ে শেষ হয়। দলের এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার, বিশ্বজিৎ নাগ, তানিয়া দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আজ শহরে

- পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সহায়তায় শিলিগুড়ি ইংগিত নাট্য সংস্থার উদ্যোগে সপ্তম বর্ষ প্রশান্ত মজুমদার স্মৃতি নাট্য উৎসবের সূচনা সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে। প্রথম দিনের নাটক আনন্দ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় ইংগিতের নতুন প্রযোজনা 'অমীমাংসিত'।

কলমে যদি থাকে শান
পেতে পারেন সেরা সম্মান

সেরা উত্তরকে
উত্তরের সেরা স্বীকৃতি

আর বাকি ৬ দিন

ওগো কথাজাগানিয়া...
যে কথায় দুঃখ জাগে-জাগে সুখ, আনন্দ জাগে - জাগে অনন্ত, ক্ষতভরা মুখের ওপর সপাটে কথা বলে সমাজের আরশি—
সেইসব সেরা নবীন কথাকার ও কবিকে কথা-সম্মান প্রদান। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে আপনিই হয়ে উঠুন 'সেরার সেরা'।

নবীন প্রতিভার সন্ধানে

সেরা গল্পকার
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা গল্প লিখুন সর্বাধিক ১৬০০ শব্দে
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

সেরা প্রাবন্ধিক
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা প্রবন্ধ লিখুন সর্বাধিক ৯০০ শব্দে
বিষয় : আপনার পছন্দের
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

সেরা কবি
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা লিখুন নাতিদীর্ঘ কবিতা, সর্বাধিক ২৪ লাইন
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সাহিত্য সম্মান

উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা গোষ্ঠীর আয়োজনে সাহিত্য প্রতিযোগিতা। একজন প্রতিযোগী গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা- তিনটি বিভাগেই যোগ দিতে পারেন। পুরস্কার দেওয়া হবে পৃথকভাবে প্রতিটি বিভাগে।

মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০২৪

শর্তাবলি : প্রতিযোগীদের আবশ্যিকভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর বা কালিম্পং জেলার বাসিন্দা হতে হবে। ১ অগাস্ট ২০২৪-এর হিসাবে শুধুমাত্র ৪০ অনূর্ধ্ব লেখকরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। গল্পের সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৬০০, প্রবন্ধ ৯০০, কবিতা নাতিদীর্ঘ, সর্বাধিক ২৪ লাইন। প্রতি বিভাগের সেরা তিনটি লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। বিভাগ উল্লেখ করে ইউনিকোড ফন্টে ওয়ার্ড ফাইল ও পিডিএফ সহ লেখা পাঠান- ubscontest@gmail.com সঙ্গে দিন বয়সের প্রমাণপত্র। বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রয়োজনে শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭

গাজোলে সমবায় ব্যাংকে ডাকাতি

গুলিবিদ্ধ ক্যাশিয়ার, আহত দুই দুষ্কৃতীও

গৌতম দাস

গাজোল, ২৪ জুলাই : দিনেদুপুরে ভয়াবহ ব্যাংক ডাকাতিকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়াল গাজোলের কৃষ্ণপুরে। বেলা আড়াইটে নাগাদ কৃষ্ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড মিনি ব্যাংকে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। একটি ছোট গাড়িতে এসে জনা আটেক সশস্ত্র দুষ্কৃতী মুখে কাপড় বেঁধে ব্যাংকে হানা দেয়। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল পিস্তল ও বোমা। সশস্ত্র দুই দুষ্কৃতী ব্যাংকের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচজন উঠে যায় উপরে। উপরে উঠেই ক্যাশিয়ারের কাছে ভল্টের চাবি চায়। কিন্তু ভল্ট খুলতেই বেজে উঠে স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম। দুষ্কৃতীরা মনে করে অ্যালার্ম বাজিয়েছেন ক্যাশিয়ার। তাঁর পেটে গুলি করে তারা। এরপর ভল্ট এবং ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা লুঠ করে বোমা ফাটাতে ফাটাতে পালিয়ে যায়। আহত ক্যাশিয়ারকে দ্রুত পাঠানো হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এই খবর চাউর হতেই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। পুরাতন মালদার ভাবুক এলাকায় দুই ডাকাতকে ধরে ফেলা হয়। পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে দুই ডাকাতই।

স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জন মণ্ডল জানান, 'তখন ব্যাংকের নীচেই দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, বামনগোলার দিক থেকে একটি ছোট গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে আসে সাতজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী ও গাড়ির চালক। ব্যাংকের ম্যানেজার তখন নীচেই ছিলেন। তাঁর মাথায় পিস্তল ধরে রাখে দুষ্কৃতীরা। ওই অবস্থায় ম্যানেজার ইশারায় পুলিশকে ফোন করতে বলেন আমাকে। তিনি ব্যাংকের দিকে একটু এগিয়ে যেতেই তাঁকে লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। তিনি চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে শুরু করতেই দুষ্কৃতীরা নেমে এসে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বামনগোলার দিকে পালিয়ে যায়।'

ব্যাংকের ম্যানেজার সন্তোষকুমার সরকার বলেন, 'ব্যাংকের নীচে সফটওয়্যারের কিছু কাজ চলছিল। সেটা দেখতে নীচে নেমে এসেছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। জনা পাঁচেক উপরে উঠে যায়। ক্যাশিয়ার ক্ষীরোদ মণ্ডলকে তারা গুলি করে। গুলি লাগে ক্ষীরোদবাবুর পেটে। ব্যাংকের ভল্ট এবং ক্যাশ কাউন্টার থেকে পাঁচ লক্ষ ৯২ হাজার ২৭৮ টাকা লুট করে বোমা ফাটাতে ফাটাতে তারা বামনগোলার দিকে পালিয়ে যায়।'

খবর পেয়ে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। এদিকে ডাকাতির পর দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে পালানোর সময় পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়াদিঘি গ্রামের কাছে পুলিশের মুখোমুখি হয়। ওই গ্রামে পাইপলাইনের কাজ চলায় হাইড্রলিক মেশিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে ডাকাত দলটি গাড়ি নিয়ে পালাতে পারেনি। দুষ্কৃতীরা গাড়ি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলে। দুজনকে গুলি করে বাগে আনা হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজ পুলিশ চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে। একজনের পায়ে এবং আরেক দুষ্কৃতীর কোমরে গুলি লেগেছে। তাদের মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে।

কী ঘটেছিল

- গাজোলের কৃষ্ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড মিনি ব্যাংকে গাড়িতে এসে পিস্তল ও বোমা নিয়ে আটজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী হানা দেয়
- ভল্ট ও ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা লুট করে বোমা ফাটাতে ফাটাতে পালিয়ে যায়
- খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশবাহিনী। এলাকায় শুরু হয় তল্লাশি
- দুষ্কৃতীরা পালানোর সময় পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়াদিঘি গ্রামের কাছে পুলিশের মুখোমুখি হয়
- দুজনকে গুলি করে বাগে আনা হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে পুলিশ চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে

সিসি ক্যামেরায় দুষ্কৃতীদের ছবি (উপরে), আহত ব্যাংককর্মী (বামে), লুট হয়ে যাওয়া ভল্ট (ডানে)। বুধবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

ক্ষতিপূরণের নির্দেশে স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিটে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৮ সালে এই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে দুই পড়ুয়ার মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতেও বলা হয়। পালটা ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। বুধবার প্রধান বিচারপতি . টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের ক্ষতিপূরণের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে।

২০২৩ সালে নিহত দুই পড়ুয়ার পরিবারের তরফে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা করে দাবি করা হয় ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আর্জি জানানো হয়। এই মামলাতেই বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ ক্ষতিপূরণের বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে খতিয়ে দেখার কথা বলে। আদালতের নির্দেশের পর

দাড়িভিট কাণ্ড

ওই দুই পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সেই টাকা ফিরিয়ে দেয়। নিহতদের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবি শুনে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ নিয়ে যেভাবে দরকষাকষি চলছে, তাতে মনে হচ্ছে এর নেপথ্যে তৃতীয় কোনও পক্ষ কাজ করছে। মামলাটি মৃতের পরিবার করেছে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।' তবে একক বেঞ্চের এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রেখেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে দাড়িভিট হাইস্কুলে উর্দুভাষার শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। ওই সময় পড়ুয়া ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে দুই পড়ুয়া প্রাণ হারায়। ঘটনার পাঁচদিন পর তদন্তভার নেয় সিআইডি। কিন্তু সিআইডির তদন্তে অসন্তুষ্ট হয়ে দুই ছাত্রের পরিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল।

অমৃত ভারত স্টেশনেও ব্রাত্য উত্তর

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : রেল বাজেটে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জন্য দরাজহস্ত হলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তবে, নয়া বরাদ্দে 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পে শিঁকে ছিড়ল না উত্তরবঙ্গের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ১৪ হাজার ১৮৩.৬৯ কোটি টাকা। যা ২০০৯-'১০ অর্থ বছরের পাঁচগুণ বেশি। এর মধ্যে ৮,৩৭৮.৫৩ কোটি টাকা খরচ হবে নতুন ও ডাবল লাইনের জন্য। সুরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে খরচ করা হবে ১,৩০৫ কোটি টাকা। সিগন্যালিং ব্যবস্থায় ধরা হয়েছে ৫৩৭ কোটি টাকা। 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল পেয়েছে ৬০টি স্টেশন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এরমধ্যে ৫০টি স্টেশনই রয়েছে অসমে। স্টেশন পুনর্গঠনে ত্রিপুরার রয়েছে ৪টি। অরুণাচলপ্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, সিকিমের নামও রয়েছে এই প্রকল্পে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলেরই উত্তরবঙ্গের কোনও স্টেশনের নাম ওই তালিকায় নেই। এ ব্যাপারে ওই রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'এবার রেকর্ড অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। নানা কাজের মধ্যে দিয়ে এজন্য প্রতিটি এলাকা উপকৃত হবে।'

পেনশন বাড়ানোর দাবি

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : পেনশন বৃদ্ধি, ন্যূনতম পেনশন পাঁচ হাজার টাকা করা সহ বিভিন্ন দাবিতে সরব হল সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন শ্রমিক পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের রংগো শাখার উদ্যোগে বুধবার সেখানকার বরগোলাই সর্বজনীন হলঘরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পেনশনভোগীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি এলএম শর্মা, শংকর পাল, সন্তোষ গুরুং প্রমুখ। এই সভায় ৮০ বছর বয়সি পেনশন প্রাপক চিত্রমায়া গুরুংকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শংকর পাল জানিয়েছেন, প্রত্যন্ত এলাকায় বার্ষিক লাইফ সার্টিফিকেট আপডেট করার ব্যবস্থা, পেনশনারদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার দাবিও তোলা হয়েছে।

মন্দিরে চুরি

কিশনগঞ্জ, ২৪ জুলাই : কিশনগঞ্জ শহরের পাসোয়ান টোলায় মঙ্গলবার রাতে কালী মন্দিরে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা প্রতিমার গলার সোনার চেন, নাকছাবি ও কানের দুটি দুল চুরি করে বলে অভিযোগ। মন্দির কর্তৃপক্ষ বুধবার সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানান, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। নেশাড়ুদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক আপাতত বন্ধ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : প্রত্যাশায় জল ঢালল নতুন করে ধস এবং ফাটল। ফলে আপাতত বন্ধই থাকছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যে যে জাতীয় সড়কটি খুলছে না, সেটাও স্পষ্ট হয়েছে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে। বুধবার রাতে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেছেন, 'পূর্ত দপ্তরের তরফে এদিন অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে। সেসময়ই নতুন করে কয়েকটি এলাকায় ধস দেখা গিয়েছে। ওই এলাকাগুলিতে পাহাড় কাটতে হবে। পাশাপাশি রাস্তায় ফাটল দেখা দিয়েছে। তাই রাস্তা খুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, আপাতত তা স্থগিত রাখা হচ্ছে।' প্রশাসনিক এই সিদ্ধান্তের জেরে ফের হতাশা নেমে এসেছে পর্যটন মহলে।

সকালের সিদ্ধান্ত বদলে গেল সন্ধ্যায়। আনন্দের পরিবর্তে ফের হতাশাগ্রস্ত পর্যটন ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ। টানা তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাস্তাটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। আর এই সম্ভাবনার মূলেই ছিল জেলা শাসকের বক্তব্য। এদিন সকালে তিনি বলেন, 'আজ সন্ধ্যায় না হলেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাস্তাটি চালু করে দেওয়া হবে। বিরিকদাড়া এবং সেলফিদাড়ায় সিঙ্গল লেনে গাড়ি চলবে। আপাতত ছোট গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে।' তবে সমস্ত সিদ্ধান্ত যে পর্যবেক্ষণের পর নেওয়া হবে, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন কালিম্পংয়ের জেলা শাসক। কিন্তু সকালের বক্তব্য ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। বৃহস্পতিবার সকালে খুলছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, এমন খবরে খুশি হয়ে ওঠেন পর্যটন ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ। কিন্তু সন্ধ্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়, আপাতত রাস্তা খুলছে না।

পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশনের বিশেষজ্ঞ সহ পরিবহণ দপ্তর ও পুলিশ আধিকারিকদের একটি দল বুধবার দুপুরের পর রাস্তাটির বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। এখন যান চলাচল শুরু হলে দুর্ঘটনা ঘটার পাশাপাশি ফের জাতীয় সড়কটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এরপরই সকালের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে রাস্তাটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় জেলা প্রশাসন।

দিনের পর দিন জাতীয় সড়কটি বন্ধ থাকায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পর্যটন। সমস্যায় সাধারণ মানুষ। কেননা, জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় লাভা-আলগাড়া হয়ে ঘুরপথে চলতে হচ্ছে। সোমবার কালিম্পং জেলা প্রশাসনের পর্যটন সংক্রান্ত বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। রাস্তা চালু না হলে পুজো পর্যটন মার খাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁর মতো অনেকেই।

ধর্মঘট উঠল, আলু মিলবে ৩৫ টাকায়

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : উঠে গেল আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট। ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধে সরকার লাগাম টানবে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। আলু ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন মূলত মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান ও মানুষের ভোগান্তির কথা বিবেচনা করে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল। হুগলির হরিপালের বিডিও অফিসে কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠকে বুধবার জট কাটে।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, হিমঘর থেকে ২৬-২৭ টাকা কেজি দরে আলু বের করা হবে। পরিবহণ খরচ ধরলে দাম কেজি প্রতি ২৯-৩০ টাকা দাঁড়াবে। কেজিতে ৩-৪ টাকা লাভ রেখে খুচরো বাজারে আলুর দাম সেই ৩৫ টাকার কাছাকাছি থাকবে। কৃষি বিপণনমন্ত্রী বলেন, 'আজকের বৈঠকে ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর মালিকদের ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। পুলিশি জুলুমের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।'

আলু ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ছিল, বাজারে জোগান স্বাভাবিক রাখলেও ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। সেই 'জুলুম'-এর প্রতিবাদে শনিবার থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। এতে বাজারে জোগান কমে যাওয়ায় আলুর দাম আরও বাড়তে থাকে। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশের জুলুম বন্ধ করার ব্যাপারে মন্ত্রী আশ্বস্ত করায় আমরা আশাবাদী।' হিমঘর থেকে ২৫-২৬ টাকা কেজি দরে কিনে সুফল বাংলার কাউন্টারে বিক্রিও চালু থাকবে বলে বেচারাম জানিয়েছেন।

পিটিয়ে খুন

প্রথম পাতার পর

পুলিশবাহিনী বাজারের দখল নিয়ে রেখেছিল। আতালডাঙ্গি থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে মৌলানি পৌঁছাতেই গ্রামজুড়ে কান্না ও ক্ষোভের চিত্র ভেসে এল। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় সাত বিঘা চাষের জমি নিয়ে ফারাজউদ্দিন কয়েক মাস ধরেই ফন্দি আঁটছিল। এক মাস আগে পুলিশ এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিতর্কিত জমিতে কোনও পক্ষই প্রবেশ করবে না বলে নির্দেশ জারি করে। মজিবরের বৌমা ফাতেমা খাতুন বলছেন, 'আমার শ্বশুরকে পরিকল্পিতভাবে এদিন খুন করা হয়েছে। তিনি নিরীহ মানুষ ছিলেন। বুধুগছের মহম্মদ মইনুদ্দিনও এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত। মঙ্গলবার গভীর রাতে ফারাজউদ্দিনের বাড়িতে মইনু সহ দুষ্কৃতীরা মিটিং করেছিল। সকাল হতেই শ্বশুরকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। আমাদের লোকজন ঘটনাস্থলে গেলে তাদেরও মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়।'

মইনুদ্দিন তৃণমূলের সুজালির অঞ্চল কমিটির কনভেনার। তিনি অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বলছেন, 'দু'পক্ষই আমার কাছে এসেছিল। দলীয় বিষয় না হওয়ায় আমি তাদের পুলিশের কাছে যেতে বলেছিলাম।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, ফারাজউদ্দিন সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজনের মৃত্যু হয়েছে।

ভোরের আলোয়

প্রথম পাতার পর

ভোরের আলো নিয়ে অশনিসংকেত দেখছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান নরেন্দ্র গর্গ। তাঁর বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগের আগে মুনাফার সুরক্ষা চান। গজলডোবায় আপাতত সেই সুরক্ষা নেই। প্রকল্পের বাইরে যেভাবে নানা কাজকর্ম হচ্ছে তাতে বিনিয়োগকারীরা ভয় পাচ্ছেন। আমরা সমস্যার কথা সবটাই রাজ্য সরকারকে জানিয়েছি।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'গজলডোবায় কোনও বেআইনি কারবারকে মাথা তুলতে দেওয়া ঠিক নয়। বেআইনি কারবার হলে ট্যুরিজম হাবের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হবে। রাজ্য সরকারের উচিত হাবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রতিশ্রুতি অনুসারে হাবের ভেতরে বিনোদন প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত করা।'

উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রের শাসন দাবি নগেনের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : বিজেপিতে দুই স্বর। উত্তরবঙ্গ নিয়ে দলের দুই সাংসদের ভিন্ন দাবি। বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার চাইছেন উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রকের আওতায় আসুক উত্তরবঙ্গ। তিনি বুধবার প্রস্তাবটি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। সেদিনই রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ নগেন রায় উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার দাবি তুললেন। বৃহত্তর কোচবিহার রাজ্যের যে দাবিটি দীর্ঘদিন ধরে আছে, তা কার্যত গোটা উত্তরবঙ্গ ও অসমের একাংশকে নিয়ে। দাবিটি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের।

নগেন সেই সংগঠনের একটি গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতা। বুধবার তিনি রাজ্যসভায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবিটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, বৃহত্তর কোচবিহারকে বেআইনিভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অবিচার শোধরানোর দাবি তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে উদ্দেশ্য করে তোলেন। এর আগেও এমন দাবি তোলার জন্য শা তাঁকে ধমক দিয়েছিলেন বলে নগেন নিজেই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন।

ধমক খেয়েও যে উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত এই রাজ্যসভা সাংসদ দাবি থেকে নড়েননি, তা বুধবার প্রমাণ হল। তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে কেন্দ্রের শাসনের অধীনের প্রস্তাব দেন। এতে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দাবিটির সঙ্গে দল দূরত্ব তৈরি করেছে। রাজ্যসভায় নগেনের দলীয় সতীর্থ তথা বাংলায় তৃণমূলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, 'বিজেপি বাংলা ভাগের রাজনীতি করে না।'

শমীকের বক্তব্য, 'খণ্ডবিখণ্ডের রাজনীতিতে বিজেপি বিশ্বাস করে না। পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখা বজায় রাখাই বিজেপির নীতি।'

চাহিদা নেই। যাত্রীর অভাবে ফাঁকা পড়ে রয়েছে ভিস্টাডোম। - সংবাদচিত্র

যাত্রাপথ বদলাতে পারে ভিস্টাডোমের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : বছর তিনেক আগে ধুমধাম করে চালু হয়েছিল ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন। প্রথম প্রথম পর্যটকদের মধ্যেও ব্যাপক উন্মাদনা ছিল। ছুটির দিন, উইকএন্ড বা পর্যটনের মরশুম হলে তো টিকিট পাওয়াই দায় হত। তবে ধীরে ধীরে সেই উন্মাদনা কমেছে। এখন যাত্রীর অভাবে ডুয়ার্স রুটে বন্ধের মুখে সেই ট্রেন। ভিস্টাডোমকে বাঁচাতে রুট বদলের কথা ভাবছে রেল। প্রাথমিকভাবে এনজেপি, শিলিগুড়ি হয়ে নিউ মাল জংশন, মালবাজার, লাটাগুড়ি, দোমোহনি হয়ে চ্যাংরাবান্ধা রুটে চলাচল করতে পারে সেই ট্রেন। রেলকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই রুটে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন রয়েছে। সেখানে একটি নতুন ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিনের। চাহিদা থাকায় সেখানে একটি নতুন ট্রেন চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে রেলের। সেই নতুন ট্রেনের সঙ্গে ভিস্টাডোম কোচ জুড়তে পারে।

দীর্ঘ রুটের জন্য যাত্রীভাড়ারও হেরফের হতে পারে। এমনকি টাইম টেবিল পরিবর্তন হতে পারে। তবে এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হলেও এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন রেলকর্তারা।

২০২১ সালে অগাস্ট মাসে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছিল ভিস্টাডোম। এখন হাতেগোনা যাত্রী নিয়ে ভিস্টাডোম চালিয়ে লাভের মুখ দেখা যাচ্ছে না। রেল বাজেট নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে ভার্চুয়াল বৈঠক ছিল। তারপর সংবাদিকদের মুখোমুখি হন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। তখন তিনি বলেন, 'এই রুটে ভিস্টাডোমের চাহিদা কমেছে। তাই বিকল্প রুটে চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এই রুটে ফিরিয়ে আনা হবে।'

বর্তমানে এনজেপি থেকে এই ট্রেনে বুকিং থাকলেও আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে যাওয়ার সময় যাত্রী হয় না বললেই চলে। যাত্রীদের চাহিদা ধরে রাখতে লাটাগুড়ি, মালবাজার, কোচবিহার এলাকাকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিপূর্বে আলিপুরদুয়ার জংশন হয়ে কোচবিহার পর্যন্ত ভিস্টাডোম যাতায়াতের কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ট্রেন চলাচল সম্ভব ছিল না। তাই এখন ভাবা হয়েছে, মালবাজার ও লাটাগুড়ি হয়ে চ্যাংরাবান্ধা রুটে চলবে ট্রেন।

ডিআরএম আরও জানান, নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ১৫টি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। বেশ কয়েকটির কাজ আগামী বছর শেষ হয়ে যাবে বলে আশা রেলের। গেলেফু-কোকরাঝাড় রুটে প্রথম সমীক্ষা শেষ করে দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন রেলকর্তারা।

নির্মলাকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

প্রথম পাতার পর

বাজেট বক্তৃতায় সিকিম, অসম, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বরাদ্দ ঘোষণা করেছিলেন নির্মলা। সেই প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সেই তালিকায় নেই। অথচ উত্তরবঙ্গ প্রতি বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে ৬ জন বিজেপি সাংসদ আছেন লোকসভায়। অথচ তাঁরা এ নিয়ে কিছু বলছেন না। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের মানুষ এটা দেখছেন।' এই প্রসঙ্গে অভিষেক টেনে আনেন দিনকয়েক আগে শুভেন্দু অধিকারীর 'যো হামারে সাথ, হাম উনকে সাথ' মন্তব্যটি।

অপহরণের ফাঁদে

প্রথম পাতার পর

এরপর ভাইয়ের সঙ্গে স্কুলে আসে। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) দীপক সরকার মনে করছেন, 'কিছুদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব রটানো হচ্ছে যে, টোটোচালকরা অপহরণ করছে। সেই গুজবেরই ফল, এই ঘটনা।'

মঙ্গলবারের ঘটনায় অপহরণের চেষ্টা হতে পারে বুঝে চলন্ত টোটো থেকে পালিয়েছিল ছাত্রী। সেই ঘটনায় অভিযোগ জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে। কিন্তু ঘটনাস্থল স্বামীজি মোড়ে সিসিটিভি খারাপ থাকায় তদন্তে এগোতে পারেনি পুলিশ। এদিন অবশ্য ছাত্রীটিকে নিয়ে সেখানে যান তদন্তকারীরা। পুলিশকর্তাদের দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় গত কয়েকদিন ধরে চলা নিরুদ্দেশ, অপহরণ সংক্রান্ত পোস্টের সাইড এফেক্টেই কমবয়সিদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ডিসিপি (ইস্ট) বলছেন, 'মঙ্গলবার বিকেলের ঘটনায় ওই স্কুল ছাত্রীর সঙ্গে ঢাকা দেওয়া পোশাকের ওই মহিলা সাধারণভাবেই কথা বলছিল। যদিও ওই স্কুল ছাত্রীর মধ্যে প্যানিক কাজ করায় সে লাফ দেয়।'

এদিনের ঘটনাপ্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, 'মঙ্গলবারের স্কুল ছাত্রীর সহপাঠী এই মেয়েটি। সেও ওইদিনের ঘটনা শুনেছিল। এরপর এদিন সে টোটোতে উঠতে যায়, সেখানে একধরনের গন্ধ পায়। এরপর সে নেমে যায়। কোনও কিডন্যাপিং কিংবা এধরনের ঘটনা ঘটেনি।'

নানা অভিযোগের মাঝে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টাও চলছে। এদিন সকালে প্রধাননগর থানায় এক পড়ুয়াকে নিয়ে হাজির হয় পরিবার। স্কুল পড়ুয়া পুলিশকে জানায়, বাস মিস করার কারণে সে টোটোয় জংশন রেল ওভারব্রিজ সংলগ্ন হিলকার্ট রোডে দাঁড়ায়। এরপর দার্জিলিং মোড়ের দিকে আসা একটি টোটোয় ওঠে। সে অভিযোগ করে, টোটোটি উলটো দিকে যেতে শুরু করে। এরপর সেখান থেকে নেমে সে মোড় সংলগ্ন মায়ের সেন্টারে চলে যায়। পুলিশ টোটোটিকে ধরতে যাওয়ার জন্য গাড়ি বের করার প্রস্তুতি শুরু করতেই ভোল বদলায় ছাত্রী। মায়ের কাছে স্বীকার করে, বাস মিস করায় যাতে বকা না খেতে হয়, সেজন্যই গল্প ফেঁদেছিল সে। ফলে সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত অস্থিরতা তৈরি হয়েছে শহরে। ঘটনা সত্যি না গুজব, তা প্রমাণ করে উঠতে পারেনি পুলিশ। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'পুলিশের সঙ্গে এনিয়ে কথা বলব। এখনই কিছু বলতে চাই না।'

মহানন্দায় নিখোঁজ

কিশনগঞ্জ, ২৪ জুলাই : কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জে বুধবার দুপুরে মহানন্দায় স্নানে নেমে তলিয়ে যায় দুই জন। নদীতে মৎস্য শিকাররত জেলেরা তাদের একজনকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন। অন্যজনের হদিস মেলেনি। ঘটনাটি ঘটে খরনা গ্রামে। উদ্ধার হওয়া বছর পনেরোর কিশোরের নাম মহম্মদ সেলিম। বছর আঠারোর নিখোঁজের নাম মহম্মদ আদনান। খবর পেয়ে ঠাকুরগঞ্জ থানার পুলিশ, ব্লকের রাজস্ব আধিকারিক সুচেতা কুমারী ঘটনাস্থলে গিয়ে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালান। কিন্তু তার খোঁজ মেলেনি।

জেলার খেলা

ক্যারাটেতে ১৪০

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : জাতীয় শক্তি সংঘ চম্পাসারি ক্লাবের সহযোগিতায় জ্যোতিনগরের লিটল লার্নার্স অ্যাক্টিভিটি সেন্টারে রবিবার গ্লোবাল সোতোকান নর্থবেঙ্গল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে ক্যাটিগোরি মিলিয়ে ১৪০ জন অংশ নিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার চিফ ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন সন্তোষ মল্লিক। পুরস্কার তুলে দেন জিএসকেএআইয়ের চিফ টেকনিকাল ডিরেক্টর তারকনাথ সর্দার, প্রেসিডেন্ট রাহুল ধর, হিউম্যান রাইট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার রোশনা দিক্ষিত ছেত্রী, রঞ্জিতা মোদক, সূর্য পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অপ্সরা শাংরোলা, মাই ড্রিম স্কুলের ডিরেক্টর মাম্পি সাহা ধর, প্রিন্সিপাল ঝুম্পা মৌলিক, জাতীয় শক্তি সংঘের সচিব দিলীপ বর্মন প্রমুখ।

জয়ী এসআইটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : বিবাদী সংঘের অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের ফুটবলে বুধবার এসআইটি নর্থবেঙ্গল ৩-২ গোলে হিমালি বোর্ডিং স্কুলকে হারিয়েছে। এসআইটি-র দেব বর্মন, সঞ্জয় রায়, রুভাম সুব্বা গোল করেন। হিমালির গোলদাতা মণীশ পোদ্দার ও আয়ান রাই। বিবাদী ৩-২ গোলে দীন দয়ালের বিরুদ্ধে জয় পায়। বিবাদীর আয়ুষ্মান দেবনাথ জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি আমজাদ আলির।

মেয়রস কাপ বাস্কেটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : শিলিগুড়ি মেয়রস কাপ আন্তঃস্কুল বাস্কেটবল বুধবার শুরু হল। ছেলেদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছে সেন্ট মাইকেল, জিডি গোয়েঙ্কা, বিড়লা দিব্য জ্যোতি ও ডন বসকো স্কুল। মেয়েদের বিভাগে বিড়লা দিব্য জ্যোতি ১৭-১২ পয়েন্টে গোয়েঙ্কাকে হারিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন প্রবীর-রাজেশ

বাগডোগরা, ২৪ জুলাই : বাগডোগরা ইয়াং মেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন প্রবীর মুন্সি-রাজেশ মিত্র। ফাইনালে তাঁরা চম্পক দাস-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে হারিয়েছেন।

শান্তির হার

ইসলামপুর, ২৪ জুলাই : মিলনপল্লি ইলেভেন স্টারের ফুটবলে বুধবার রায়গঞ্জ টুডু ইলেভেন টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ইসলামপুর শান্তি এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। টুডুর শ্রীরাম সোরেন ও শান্তির হেমরাজ গোল করেন।

সমাধানের পথ না খুঁজে শুধুই দোষারোপ

প্রথম পাতার পর

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল কিংবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের যে অস্তিত্বই নেই, তা নিয়ে কেউ কিছু বলেননি। এই দুই কাউন্সিলের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের বোর্ড অফ স্টাডিজের ওপর তদারকি করা। বাস্তবে বোর্ড অফ স্টাডিজের জেলাভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রতিনিধি বাছাইয়ে প্রচুর স্বজনপোষণ। কখনও দেখা গিয়েছে সব জেলার প্রতিনিধিই নেওয়া হয়নি। এসবে কারও নজর নেই।

খারাপ ফলের গোড়ার সমস্যা আরও আছে। নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর হওয়ার পর সিলেবাস তৈরি এবং ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতিতে যে পরিমাণ দায়িত্বশীলতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল, তা আদপে ছিল না। ফলে পড়ুয়ারা সিলেবাস পেয়েছেন অনেক দেরিতে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি তৈরি করতে গিয়ে ক্রেডিটের তুলনায় সিলেবাসের ভার বেড়েছে অনেক। পড়ুয়াদের প্রত্যেককে একটি মেজর বিষয় নির্বাচন করতে হয়েছে, যার সিলেবাস পূর্বতন অনার্স সিলেবাসের সমতুল্য। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কিছু বিশেষ কোর্স। এমডিসি, ভিএসি, এইসি ইত্যাদি। এত সব বুঝে আগেই পড়ুয়াদের দরজায় টোকা দিয়েছে পরীক্ষা।

এ ধরনের নানা বিষয় ভরাডুবির কারণ বলে কিন্তু মানেন শিক্ষকদের একাংশ। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির পঠনপাঠনে নজরদারি, সিলেবাস শেষ হয়েছে কি না, তা দেখা ইত্যাদির জন্য আসলে কোনও বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষই নেই। খারাপ ফলের জন্য শুধু আইসিকে দোষারোপ করে সবাই তাহলে হাত ধুয়ে ফেললেন। সাতটি পেপারের মধ্যে যে কোনও দুটিতে পাশ করলেই পরবর্তী সিমেস্টারে উত্তীর্ণ করা হয়েছে।

সমস্যা হল, যাঁরা শুধু দুটি পেপারে পাশ করে পরের সিমেস্টারের যোগ্য হলেন, তাঁদের নতুন সিমেস্টারে ৭টি নতুন পেপারের সঙ্গে আগের সিমেস্টারের বাকি ৫টি পেপারেও পরীক্ষা দিতে হবে। সেই পরীক্ষাগুলির জন্য হাতে সময় মাত্র ৪ মাস। এটা যে একজন পড়ুয়ার পক্ষে কতটা কঠিন, ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কমিটির প্রাক্তন সদস্যের স্পষ্ট কথা, 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি হয়, লবিবাজি হয়, হয় সবই। হয় না শুধু পড়াশোনা। যিনি যখন ক্ষমতায় আসেন, তিনি নিজের ক্ষমতা জাহির করে ক্ষমতাহীনদের হেয় করার চেষ্টা চালিয়ে যান। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হাল সে কারণেই।'

প্রায় একই মন্তব্য আরেক শিক্ষাবিদের। তাঁর বক্তব্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স মাত্র ১৬ বছর। শুরু থেকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার প্রশ্ন উঠেছে বারবার। এই ১৬ বছরে শুধু লবিবাজির জোরে উপাচার্যের পদে বসেছেন আটজন। তাঁদের কেউ ভারপ্রাপ্ত, কেউ বা স্থায়ী। কিন্তু কেউ মেয়াদের পূর্ণসময় থাকেননি। কেন? কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। ভয় ছিল, ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতাহীন হয়ে যেতে পারেন। তাদের কর্তৃত্ব গোল্লায় যেতে পারে।

তাঁরা নিজেদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে হাজারো পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। প্রায় সাত বছর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন হয়নি? ফলে পড়ুয়ারা এই সময়ে কেউ সার্টিফিকেট পাননি। টাকার বিনিময়ে কাঠখড় পুড়িয়ে কিনতে হচ্ছে প্রভিশনাল সার্টিফিকেট। লবিবাজির ফল ভুগতে হচ্ছে পাশ আউটদের। একবারের পর আর কখনও ন্যাক-এর পরিদর্শন হয়নি। চেষ্টা ছিল কি? আজও কেন রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ডেপুটি কন্ট্রোলারের গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থায়ী নিয়োগ হয়নি? কেন ক্যাজুয়াল শিক্ষাকর্মীদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে?

এ সব প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। জানতে চাইলে জবাব দেন না কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনাও করতে দেওয়া হয় না এ সব নিয়ে। স্বার্থপরতা, গোষ্ঠীবাজির বিষ ভাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাসে। ভুক্তভোগী শুধু ছাত্ররা। তাঁরা গোল্লায় গেলে কার কী!

খেলায় আজ

১৯১৪ : ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ডব্লিউজি গ্রেসের ক্লাব ক্রিকেটে শেষদিন ছিল। এলথামের হয়ে গ্রোভ পার্কের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৬৬ রান করেন তিনি।

সেরা অফবিট খবর

স্মৃতিকে ভালোবাসার উপহার

চলতি টি২০ এশিয়া কাপে নেপালকে একতরফা হারিয়েছে ভারত। তবে ম্যাচ শেষে 'ভালবাসার উপহার' পেলেন ম্যাচে হরমনপ্রীত কাউরের বদলে নেতৃত্ব দেওয়া স্মৃতি মান্ধানা। নেপালের অধিনায়ক ইন্দু বর্মা তাঁকে এই উপহার দেন। মহিলাদের এশিয়া কাপে ভারত-নেপাল ম্যাচ শেষে মান্ধানাকে গৌতম বুদ্ধের একটি মূর্তি উপহার দেন ইন্দু। মূর্তি হাতে ইন্দুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন মান্ধানা। ম্যাচের পরে মান্ধানার সঙ্গে ছবি তুলতে লাইন দেন নেপালের ক্রিকেটারেরা। নিরাশ করেননি মান্ধানা।

ভাইরাল

ব্যাট দিয়ে দাও

চলতি বছরের আইপিএলের সময় বিরাট কোহলির থেকে ব্যাট চেয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। এবার শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে টি২০-র অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের থেকে ব্যাট চাইলেন তিনি। শ্রীলঙ্কায় হোটেলে ঢোকার সময় রিঙ্কুর সঙ্গে গল্প করার ছবি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করে সূর্য লেখেন, 'ঠিক আছে, ব্যাট নিয়ে নিস।' মশকরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রিঙ্কু নিজের ইনস্টাগ্রামে একই স্টোরি রিপোস্ট করে লেখেন, 'ভাইয়া, ব্যাট দিয়ে দাও।' দুইজনের এই ইনস্টাগ্রাম স্টোরি আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

ইনস্টা সেরা

বুধবার প্যারিস অলিম্পিকের গেমস ভিলেজে রাফায়েল নাদালের সঙ্গে ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী।

সেরা উক্তি

জোয়ালা গুট্টার সঙ্গে জুটিতে আমরা নকআউটের খুব কাছে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছিল। সেবার মহিলাদের ডাবলস নিয়ে প্রচুর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেটা না হলে আমরা নিশ্চিতভাবে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতাম। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা আমায় জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা দিয়েছে। সেটা হল, ভাগ্যের ওপর কোনও কিছু ছাড়লে চলবে না।

-অশ্বিনী পোনাপ্পা

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে দ্রুততম কোন অ্যাথলিট?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সূর্যকুমার যাদব
২. ঐহিকা মুখোপাধ্যায়।

সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, রুয়েল আলম, নিমাই সরকার, কৌশভ দে, অমৃত হালদার।

দুয়ারে কড়া নাড়ছে প্যারিস অলিম্পিক। শ্যেন নদীর তীরে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ-এর শুরু হতে অপেক্ষা আর একদিনের।

চাহিদা কম, কমছে হোটেলের ভাড়া

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ২৪ জুলাই : প্যারিসগামী বিমান থেকে ওখানকার হোটেল, সর্বত্রই খানিক চিন্তার ছাপ। আশা অনুযায়ী মানুষ এখনও জমায়েত হননি ছবির দেশে, কবিতার দেশে। ফলে হোটেলের ভাড়া মাস খানেক আগেও যা ছিল, তার থেকে দ্রুত কমাতে শুরু করেছেন মালিকরা।

প্রায় ১১.৩ মিলিয়ন মানুষ অলিম্পিক চলাকালীন সময়ে প্যারিসে আসবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। সেখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন দুয়েক আগে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন প্রায় ২ মিলিয়নের কাছাকাছি মানুষ। অবশ্যই সংখ্যাটা মোটেই কম নয়। স্টেডিয়াম, হোটেল, এয়ারলাইন্স ও সর্বোপরি ট্রাভেল এজেন্সিগুলো কিন্তু খানিকটা যেন আশাহতই। প্যারিসের অনেক স্পোর্টস ট্যুরিস্ট কোম্পানিই জানাচ্ছে, ফিফা বিশ্বকাপ বা সুপারবোলের মতো ইভেন্টে

গেমস ভিলেজে ফুটবলে মজে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ।

ইভেন্টে যে পরিমাণ উন্মাদনা ওঁরা দেখে থাকেন, তার ধারেপাশে এখনও নেই এবারের অলিম্পিক। টিকিট বিক্রির হার অন্তত আশি শতাংশ কম। তবে এর জন্য প্যারিসের আকাশছোঁয়া দরও অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বড় বড় হোটেলগুলো প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি দাম বাড়িয়ে রেখেছিল। যা বহু ট্যুরিজম কোম্পানি সেসময় ব্লক করে রাখে। কিন্তু দেখা গিয়েছে, অলিম্পিক এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা না থাকায় হোটেলগুলো দাম কমাতে শুরু করেছে। আর তাতে সমস্যায় পড়েছেন এইসব ট্যুরিজম ব্যবসায় যুক্ত থাকা মানুষেরা। তাঁদের বেশি দামে ব্লক করে রাখা হোটেলের ঘর কম দামে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তবে তাতেও ক্ষতির পরিমাণ সামাল দেওয়া যাবে বলে নিশ্চিত নন তাঁরা।

গ্রীষ্মে ইউরোপে বেড়াতে আসেন বহু মানুষ। যার মধ্যে প্যারিস ও ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গা থাকে দ্রষ্টব্যের প্রধান তালিকায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অলিম্পিকের জন্যই অনেকেই বাতিল করেছেন ইউরোপ সফর, বিশেষ করে প্যারিসে আসা। ফলে এয়ার ফ্রান্সের মতো বড় বিমান কোম্পানিই এখন ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত। প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ইউরো ক্ষতি হচ্ছে জুলাই ও অগাস্টে। আমেরিকা থেকে প্যারিসগামী বিমানের অধিকাংশ আসন খালি থাকছে বলে খবর। ট্রাভেল বিশ্লেষক সংস্থা ফরোয়ার্ড কি জানাচ্ছে, ২০১৬ সালে রিও ডি জেনেইরোর বিমান ব্যবসায় উন্নতি হয় ১১৫ শতাংশ। সেখানে প্যারিসে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৮ শতাংশ। ফলে বিমান ভাড়াতেও নানা ধরনের লোভনীয় অফার দিচ্ছে কোম্পানিগুলো।

তবু এতকিছুর পরেও আয়োজক, বিমান সংস্থা, হোটেল কর্তৃপক্ষ, ট্যুরিজম ব্যবসায়ী সবারই আশা, অলিম্পিক শুরু হলেই আন্তর্জাতিক দর্শকসংখ্যা ক্রমশ বাড়বে। বিশেষ করে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড তারকারা ও সুইমাররা জলে নামলে তাঁদের আকর্ষণেই আসতে থাকবেন দর্শকরা। তাছাড়া বহু মানুষ এই উপলক্ষ্যে বেড়ানোর পরিকল্পনাও করে ফেলবেন বলে আশাবাদী প্যারিসের ব্যবসায়ীরা।

ভয়কে জয় করে অলিম্পিকে ধীনিধি

প্যারিস, ২৪ জুলাই : ছোটবেলায় জল থেকে দূরে থাকতে চাইত মেয়েটি। বাবা-মায়ের জেদের কারণেই তার সাঁতারে আসা। মেয়েটির নাম ধীনিধি দেসিংঘু। মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেব অংশগ্রহণ করতে চলেছে। মহিলাদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে ধীনিধি।

এবারের অলিম্পিকে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিয়ান বলেছে, 'আমি ছোটবেলায় জল একদম পছন্দ করতাম না। আমি কোনওদিন সুইমিং পুলে যেতে চাইতাম না। আমার ভয় লাগত। তাই যখন সাঁতার শেখা শুরু করি তখন ভয় কাটানোর জন্য আমার বাবা-মাও সুইমিং পুলে থাকতেন।' পাশাপাশি ধীনিধি আরও বলে, 'আমি যখন সাঁতার শেখা শুরু করি তখন ব্যাকস্ট্রোক, ব্রেস্টস্ট্রোক এবং বাটার ফ্লাই ছাড়া আর কিছু জানতাম না। ওখানে যারা শিখত তাদের বয়স ছিল ১৩ বছর। আমার বয়সের কাছাকাছি কেবলমাত্র একজন ছিল।'

আগে যে কোনও প্রতিযোগিতার আগে ধীনিধি মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ত। এই প্রসঙ্গে ধীনিধির মা জেসিথা বলেন, 'ধীনিধি পুলে খুব ভালো করলেও প্রতিযোগিতার চাপ নিতে পারত না। প্রতিযোগিতার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ত। এইরকম একটা প্রতিযোগিতার আগে ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন ওকে বলেছিলাম, সাঁতার তোমাকে কাটতে হবে না। আমরা ওই প্রতিযোগিতাটা দেখে চলে আসব। কিন্তু ওখানে ধীনিধি সুইমিং পুলের চারপাশে ঘুরে এসে আমাকে বলেছিল, প্রতিযোগিতায় নামার জন্য তৈরি। ওখান থেকে সোনা জিতে ফিরেছিল। তারপর আর কোনও প্রতিযোগিতার আগে ধীনিধি অসুস্থ হয়নি।'

ধীনিধি বর্তমানে বেঙ্গালুরুর ডলফিন অ্যাকোয়াটিক্সে প্রশিক্ষণ নেয়। তিনি এবারের অলিম্পিকে সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় প্রতিযোগী হলেও ভারতীয় অলিম্পিকের ইতিহাসে কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ নয়। কারণ ওর আগে রয়েছেন আরেক সাঁতারু কিংবদন্তি আরতি সাহা। ১৯৫২ হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। বর্তমানে ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে জাতীয় রেকর্ড রয়েছে ধীনিধির নামে।

অজি দলে আরও ৩ করোনা

প্যারিস, ২৪ জুলাই : গতকাল দুইজনের করোনা ধরা পড়েছিল। বুধবার অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ওয়াটার পোলো দলে তিনজনের করোনা সংক্রামিত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। এই প্রসঙ্গে অজিদের অলিম্পিক দলের প্রধান অ্যানা মেয়ার্স বলেছেন, 'সবমিলিয়ে দলে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ। তবে ওরা মাস্ক ব্যবহার করছে। ট্রেনিং ছাড়া বাকি সময়টা ওরা আলাদা থাকছে। ভিড়ের মধ্যেও যাচ্ছে না। দলের তরফে ওদের জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।'

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৫ দিন : মনপ্রীত

শ্রীজেশের জন্য পদক জিততে চান হরমন

টোকিও, ২৪ জুলাই : প্যারিসে 'লাস্ট ডান্স'-এর কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন পিআর শ্রীজেশ। তাই ভারতীয় হকির অন্যতম আইকনের বিদায়ি প্রতিযোগিতাকে স্পেশাল বানাতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া।

এই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার একদিন আগে দলের কিংবদন্তি গোলরক্ষকের উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে এক আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন দলনেতা হরমনপ্রীত সিং। তিনি লেখেন, 'এই অলিম্পিকটি আমাদের সকলের জন্য একটি বিশেষ প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। আমরা প্রত্যেকে কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশের জন্য পদক জিততে চাই। ওঁর জন্য আমরা আরও একবার পোডিয়ামে দাঁড়ানোর শপথ নিয়েছি। শ্রীজেশ আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা। ওঁর সঙ্গে ২০১৬ সালে জুনিয়ার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা আজও মনে পড়ে।'

অবসরের ভাবনা আগেও একাধিকবার এসেছিল। কেবল সঠিক মঞ্চের অপেক্ষায় ছিলেন শ্রীজেশ। এই নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'আগেও অনেকবার অবসরের ভাবনা মাথায় এসেছিল। তবে প্রতিবারই পিছিয়ে এসেছিলাম। তবে অবসরের এটাই সঠিক সময়। হকিকে বিদায় জানানোর এর থেকে বড় মঞ্চ আর হতে পারে না।

শুধু শ্রীজেশই নন, মনপ্রীত সিংও কেরিয়ারের সম্ভবত শেষ অলিম্পিকে নামতে চলেছেন।

অলিম্পিকে অনুশীলনের ফাঁকে সতীর্থ গোলরক্ষক কিষান বাহাদুর পাঠকের সঙ্গে পিআর শ্রীজেশ। প্যারিসে।

> আগেও অনেকবার অবসরের ভাবনা মাথায় এসেছিল। তবে প্রতিবারই পিছিয়ে এসেছিলাম। তবে অবসরের এটাই সঠিক সময়। হকিকে বিদায় জানানোর এর থেকে বড় মঞ্চ আর হতে পারে না।
>
> **পিআর শ্রীজেশ**

টোকিও অলিম্পিকে তাঁর নেতৃত্বেই ৪১ বছরের পদক-খরা কাটিয়েছিল ভারত। তারপর নেতৃত্বের ব্যাটন হাতবদল হলেও পদক জয়ের খিদে একইরকম আছে। তাই চতুর্থ অলিম্পিকে নামার আগে ৩২ বছরের মনপ্রীত বলেছেন, 'নেতৃত্ব নেই তো কী হয়েছে, দায়িত্ব একই আছে। লন্ডনে জীবনের প্রথম অলিম্পিক দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। সেখান থেকে টোকিওতে ব্রোঞ্জ জয় বিরাট প্রাপ্তি। এটাই সম্ভবত আমার শেষ অলিম্পিক। যাতে পরে আফসোস না করতে হয়, তাই নিজের সেরাটা দিতে চাই। আমাদের সকলের জন্য আগামী ১৫ দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হতে চলেছে।' হরমনপ্রীতদের আশা যেন পূর্ণ হয়, সেই প্রার্থনায় গোটা দেশ।

নীরজ-মন্ত্রে উজ্জীবিত হাইজাম্পার সরভেশ

ভুট্টার গাদায় প্র্যাকটিস থেকে প্যারিস অলিম্পিকে

স্পালা (পোল্যান্ড), ২৪ জুলাই: অলিম্পিকে সুযোগ পাওয়া প্রথম ভারতীয় হাইজাম্পার সরভেশ কুশারের জন্ম নাসিক থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরের দেওগাঁও গ্রামে। প্রত্যন্ত গ্রামে হাইজাম্প প্র্যাকটিস করার মতো ম্যাট ছিল না স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু তাতে কী? ভুট্টা গাছের গাদাকেই ম্যাট বানিয়ে

> শেষবার যখন দেখা হয়, নীরজ ভাই বলেছিল প্র্যাকটিসে নিজেকে উজাড় করে দিতে। ও বলে প্রতিপক্ষের নাম দেখে ঘাবড়ে যেওনা। সবসময় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয় নীরজ ভাই। টোকিওতে সোনা জিতে ও দেখিয়ে দেয় অ্যাথলেটিক্সে আমরাও পদক জিততে পারি। নীরজ ভাই আমার আদর্শ।
>
> **সরভেশ কুশারে**

চলত হাইজাম্প। মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে প্যারিস অলিম্পিকের রাস্তা মোটেই সহজ ছিল না ২৯ বছরের সরভেশের জন্য। নিজের যাত্রাপথের কথা তিনি বলেছেন, 'স্কুলে পিটি স্যর আর ডব্লিউ যাদব আমাকে প্র্যাকটিস করাতেন। তারপর আর্মি স্পোর্টস ইনস্টিটিউটে যাই। সেখান থেকে অলিম্পিক গোল্ড কোয়েস্ট নামক সংস্থা আমাকে ট্রেনিংয়ের জন্য আমেরিকা পাঠায়।'

মাঝে নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন নিয়ে। তারপর মালয়েশিয়া, কাজাখাস্তান ও পঞ্চকুলায় ভালো পারফরমেন্সের জেরে টিকিট পান প্যারিসের। প্যারিসে ভালো ফলের জন্য সরভেশের ভরসা টোকিওতে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়ার পরামর্শ। তাঁর কথায়, 'শেষবার যখন দেখা হয়, নীরজ ভাই বলেছিল প্র্যকটিসে নিজেকে উজাড় করে দিতে। ও বলে প্রতিপক্ষের নাম দেখে ঘাবড়ে যেও না। সবসময় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয় নীরজ ভাই। টোকিওতে সোনা জিতে ও দেখিয়ে দেয় অ্যাথলেটিক্সে আমরাও পদক জিততে পারি। নীরজ ভাই আমার আদর্শ।' ৭ অগাস্ট ফাইনালসের যোগ্যতা অর্জন পর্বেই আপাতত নজর সরভেশের। তাঁর মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ফাইনালের যোগ্যতা নিয়েই ভাবছি। মানসিক দিক থেকে ভালো জায়গায় রয়েছি এবং নিজের উপর বিশ্বাস রয়েছে।' স্পালাতে নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'রোজ সকালে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান করছি। নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি মনোবিদের সঙ্গে। তিনি পরামর্শ দেন চাপ সামলে কীভাবে মানসিকভাবে ফুরফুরে থাকা যায়। তাছাড়া জিম, স্পিড এবং স্ট্রেংথ ট্রেনিং রোজই করতে হয়।'

অলিম্পিকে হাইজাম্পের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখছেন সরভেশ কুশারে।

প্রতিটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ : অশ্বিনী

প্যারিস, ২৪ জুলাই : লন্ডন অলিম্পিকে নিয়মের মারপ্যাঁচে নক আউট পর্বে ওঠা হয়নি। সেই আক্ষেপ এখনও যায়নি অশ্বিনী পোনাপ্পার। অলিম্পিকে অংশ নিতে চলা অন্যতম অভিজ্ঞ ভারতীয় শাটলার তিনি। মহিলাদের ডাবলসে তানিশা ক্রাস্টোর সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে ৩৪ বছরের হায়দরাবাদি শাটলারকে।

জীবনের প্রথম অলিম্পিকের থেকে শিক্ষা তৃতীয় অলিম্পিকে কাজে লাগাতে চান কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী অশ্বিনী। কী সেই শিক্ষা? তাঁর কথায়, 'জোয়ালা গুট্টার সঙ্গে জুটিতে আমরা নক আউটের খুব কাছে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছিল। সেবার মহিলাদের ডাবলস নিয়ে প্রচুর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেটা না হলে আমরা নিশ্চিতভাবে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতাম। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা আমায় জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা দিয়েছে। সেটা হল, ভাগ্যের ওপর কোনও কিছু ছাড়লে চলবে না।'

পদক জয়ের দৌড়ে টিকে থাকতে কী করতে হবে, সেই বিষয়েও জানিয়ে অশ্বিনী বলেছেন, 'অলিম্পিকে সবসময়ই চাপ থাকে। যে যত ভালো স্নায়ুর চাপ ধরে রেখে সেরাটা দিতে পারবে, তারাই এগিয়ে থাকবে। আশা করি আমরা এই কাজটি করতে পারব। ক্রীড়াজগতের সবচেয়ে বড় মঞ্চে প্রতিটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ। মুহূর্তের জন্য ফোকাস নষ্ট হলেই বিপদ।' ২৭ জুলাই দক্ষিণ করিয়ার এইচ ওয়াই কং-এস ওয়াই কিমের বিরুদ্ধে অলিম্পিকে অভিযান শুরু করবে অশ্বিনী-তানিশা জুটি।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের সঙ্গে অশ্বিনী পোনাপ্পা। বুধবার।

নেক্সট জেন কাপে অনিশ্চিত সায়ন-বিষ্ণু

রেলকে বেলাইন করে গ্রুপ শীর্ষে লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গল-২ (মুশারফ,আদিল)
রেলওয়ে এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : নেক্সট জেন কাপ খেলতে যাওয়ার আগে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার ঘরের মাঠে রেলওয়ে এফসিকে ২-০ গোলে হারাল বিনো জর্জের ছেলেরা। সেইসঙ্গে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপশীর্ষে উঠে এল তারা।

ম্যাচের প্রথম থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলা শুরু করে লাল-হলুদ। তবে অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে বারবার গোলের মুখ খুলতে ব্যর্থ হন আমন সিকেরা। সৌজন্য রেলের দুর্গপ্রহরী শুভঙ্কর দত্ত। তিনি প্রথমার্ধে অন্তত তিনবার দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেন। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় ইস্টবেঙ্গল। ডিফেন্ডার মুশারফরে ক্রস সরাসরি গোলে ঢুকে যায়। এক্ষেত্রে রেলের গোলরক্ষক শুভঙ্করের কিছু করার ছিল না। উলটোদিকে রেলের আক্রমণকে ম্রিয়মাণ লেগেছে। গত ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা অক্ষত সাউকে এদিন বিপজ্জনক হতে দেননি সার্থক গোলুইরা।

প্রথমার্ধে মুশারফের অনবদ্য গোলটি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল লাল-হলুদের। দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটে দুই মিডিও অনন্থু ও আজাদকে মাঠে নামান কোচ বিনো। এরপরেই ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে নজর কাড়লেন আজাদ শাহিম। এটাই তাঁর লাল-হলুদ জার্সিতে প্রথম ম্যাচ। অভিষেক ম্যাচেই গোটা গ্যালারির নজর কেড়ে নিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে এই কেরালাইট মিডিও একাই বেআব্রু করে দেন রেলের ডিফেন্সকে। ভাগ্য ভালো থাকলে গোল পেতে পারতেন তিনি। ৬৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় ইস্টবেঙ্গল। মুশারফের ক্রস থেকে বিজয় মুর্মু হেড দিয়ে বল বাড়িয়ে দেন আদিল আমলের দিকে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি আদিল।

দলের পারফরমেন্সে অবশ্য খুশি বিনো। তিনি বলেছেন, 'চোটের জন্য সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিভি বিষ্ণুকে আমরা পাইনি। তাই দলে কয়েকটি পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তারপরেও ৩ পয়েন্ট আসায় আমি খুশি।' এদিকে চোটের জন্য নেক্সট জেন কাপে অনিশ্চিত সায়ন ও বিষ্ণু। কোচ বিনো জানিয়েছেন, মেডিকেল টিমের সঙ্গে কথা বলে ওদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গোলের উল্লাস আদিলের (ডানে)। সঙ্গী জেসিন টিকে। ছবি : ডি মণ্ডল

৫ বছর অন্তর নিলাম চাইছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : তিনের বদলে পাঁচ।

আইপিএলের মেগা নিলামের ব্যবধান বাড়ানোর দাবি তুলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। তিন বছর অন্তর হলে, বারবার দল নতুন করে গড়ার সমস্যা। সেট দল ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি চাইছে, তিনের বদলে ৫ বছর অন্তর হোক মেগা নিলামের আসর।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় আরও বেশ কিছু দাবি তোলা হয়েছে দলগুলির তরফে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৮টি 'রাইট টু ম্যাচ'-এর অধিকার। যা প্রয়োগ করে নিলামে ওঠা সর্বোচ্চ দরে বর্তমান দলের (নিলামের আগের বছরে থাকা) প্লেয়ারদের ফেরানো যাবে।

রিটেইনশন সংখ্যাও বাড়ানোর জন্য কোমরবেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। এ নিয়ে দ্বিমত থাকলেও বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি সংখ্যাটা (বর্তমানে চার) বাড়ানোর পক্ষে। নাহলে বাড়তি আরটিএম। দলগুলির যে দাবিদাওয়া নিয়ে আগামী সপ্তাহে ফের বৈঠকে বসবে বিসিসিআই।

অলিম্পিকের জন্য প্যারিসে পৌঁছে গেলেন তারকা বক্সার নিখাত জারিন।

হার্দিক-সূর্য সম্পর্কে জল্পনা

পাল্লেকেলে, ২৪ জুলাই : কথায় বলে, মেজাজটাই তো আসল রাজা!

আর সেই মেজাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কত না রহস্য। বাইরে থেকে খালি চোখে কিছুই বোঝা যায় না।

হাতেগরম উদাহরণ হতে পারে শ্রীলঙ্কা সফররত টিম ইন্ডিয়া। গত পরশু দ্বীপরাষ্ট্রে পা রাখার পর গতকাল থেকেই নতুন কোচ গৌতম গম্ভীর ও নয়া অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের নজরদারিতে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে, দারুণ সুখী একটি সংসার। মেজাজ ফুরফুরে। নতুন অধিনায়ক সূর্যকুমারের সঙ্গে দলের বেশিরভাগ সতীর্থই মজা করছেন। সূর্যও তাঁর অধিনায়ক জীবনের শুরুটা দারুণ উপভোগ করছেন।

প্রস্তুতি শুরুর আগে টিম হাডলে ভারতীয় দল। বুধবার পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামে।

আর এখানেই কহানি মে টুইস্ট!

গম্ভীর-সূর্যের সংসারে আচমকাই 'কাঁটা' হিসেবে হাজির হার্দিক পান্ডিয়া। টি২০ বিশ্বকাপের সহ অধিনায়ক টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব পাননি। তাঁর বদলে সূর্যকে কুড়ির ক্রিকেটের অধিনায়ক করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় পৌঁছানোর পর পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে দু'দিন অনুশীলনও করে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই অনুশীলন পর্ব থেকেই সামনে আসতে শুরু করেছে হার্দিক-সূর্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দীর্ঘ 'ফাটল'। পাল্লেকেলের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। প্রাক অনুশীলন অধিনায়ক সূর্যের টিম হার্ডলে দু'দিনই অনুপস্থিত ছিলেন হার্দিক। অথচ, সতীর্থদের সঙ্গে টিম বাসে চড়ে মাঠে হাজির হয়েছিলেন তিনি। অনুশীলনও করেছিলেন। কিন্তু তারপরও রহস্যজনক কারণে টিম হার্ডল থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কেন?

শ্রীলঙ্কায় থাকা ভারতীয় দলের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে স্পষ্টভাবে কোনও তথ্য সামনে আসেনি। কিন্তু জানা গিয়েছে, কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্য বিষয়টি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের কানেও পৌঁছে গিয়েছে এই তথ্য। বোঝা যাচ্ছে, অধিনায়ক সূর্যের সঙ্গে অধিনায়ক হতে না পারা হার্দিকের মানসিক দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। 'সুখী সাজঘর' তৈরির প্রতিজ্ঞা করে ফেলা কোচ গম্ভীর স্কাই বনাম হার্দিক দূরত্ব কীভাবে সামাল দেন, সেটাই এখন দেখার।

দাবি ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমেশ কুমারের

আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন সামি

শীঘ্রই মাঠে ফিরছেন স্পিডস্টার

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : বাইশ গজের কেরিয়ার ঝলমলে।

সাদা বলের বিশ্বকাপ হোক বা লাল বলের টেস্ট-ভারতীয় দলের ভরসার নাম মহম্মদ সামি। বল হাতে সাফল্যের বিজয়রথ ছোটালেও মাঠের বাইরে জীবন কাঁটায় ভরা। টানাপোড়েন। কখনও বৈবাহিক জীবন তো কখনও ক্রিকেটীয় বিতর্ক।

একবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ১৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার কথাও নাকি ভেবেছিলেন ভারতের তারকা স্পিডস্টার! এমনই দাবি করেছেন মহম্মদ সামির বন্ধু। যার নেপথ্যে

> তখন ভোর চারটে বাজে। জল খেতে উঠেছিলাম আমি। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখি সামি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। আমরা উনিশতলায় থাকতাম। পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আন্দাজ করেছিলাম সামির মনে কী চলছে। সামির কেরিয়ারের সম্ভবত দীর্ঘতম রাত।
>
> **উমেশ কুমার**

ছিলেন প্রাক্তন স্ত্রী হাসিন জাহানের মারাত্মক অভিযোগ। দাবি করেন, এক পাকিস্তানি মহিলার থেকে অর্থ নিয়ে নাকি গড়াপেটা করেছেন সামি।

ক্রিকেটের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার গুরুতর যে অভিযোগে মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েন, আত্মহত্যা করার চিন্তাও সামির মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এমনই দাবি সামির ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমেশ কুমারের।

উমেশ বলেছেন, 'কঠিন সময়ের মধ্যে যাচ্ছিল সামি। সবকিছুই নেগেটিভ। ভিতরে-বাইরে যুদ্ধ চলছিল। ওইসময় আমার বাড়িতে কাটিয়েছে বেশ কিছুদিন। ম্যাচ গড়াপেটার গল্প সামনে আসার পরপরই তদন্ত কমিটি বসে। ভেঙে পড়েছিল ও। বলেছিল, সবকিছু সামলে নিতে পারে, কিন্তু দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কখনও ভাবতেই পারে না। এই অভিযোগ মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে।'

অনুশীলনে নেমে পড়েছেন মহম্মদ সামি।

আত্মহত্যার বিষয়টি পরে প্রকাশ্যেও আসে। যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্পর্কে উমেশ বলেছেন, 'তখন ভোর চারটে বাজে। জল খেতে উঠেছিলাম আমি। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখি সামি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। আমরা উনিশতলায় থাকলাম। পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আন্দাজ করেছিলাম সামির মনে কী চলছে। সামির কেরিয়ারের সম্ভবত দীর্ঘতম রাত।'

ক্লিনচিট অবশ্য পেতে দেরি হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই তদন্ত কমিটি জানিয়ে দেন, অভিযোগ ভীত্তিহীন। বন্ধু উমেশের কথায়, 'ওকে যখন নির্দোষ বলে মেসেজ করা হয়, তখন আমি ওর পাশে বসে কথা বলছি। ক্লিনচিট পাওয়ার খুশিতে সেদিন যেন বিশ্বকাপ জয়ের থেকেও আনন্দ পেয়েছিল।'

গত ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। তারপর চোট পেয়ে মাঠের বাইরে। অস্ত্রোপচারের পর লম্বা রিহ্যাব প্রক্রিয়ার পর আপাতত প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়। মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সেই আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং সামি। ইনস্টাগ্রামে নিজের ট্রেনিং সেশনের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'হাতে বল, হৃদয় আবেগতাড়িত, শুরুর জন্য প্রস্তুত।'

বিরাটদের অনুপস্থিতি কাজে লাগাও : জয়সূর্য

পাল্লেকেলে, ২৪ জুলাই : চরম দুঃসময় চলছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে। সাফল্য শব্দটা আগেই উধাও হয়ে গিয়েছে। রয়েছে শুধু ব্যর্থতার যন্ত্রণা।

এমন অবস্থার মধ্যে শনিবার থেকে পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা সিরিজ লঙ্কা ক্রিকেটে আগামীর অক্সিজেন হতে পারে। কিন্তু তার জন্য কুশল মেন্ডিস, চরিথ আসালাঙ্কা, দাসুন শনাকাদের বাইশ গজে কিছু করে দেখাতে হবে। বাস্তবে কি সেটা সম্ভব?

চামিরার পরিবর্ত আসিথা

জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের হাল ফেরানোর দায়িত্ব পাওয়া কার্যনির্বাহী কোচ সনৎ জয়সূর্য তাঁর দলকে সামনে তাকানোর ডাক দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বার্বাডোজে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজারা কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। সেই কথা তাঁর দলকে মনে করিয়ে দিয়ে জয়সূর্য আশালঙ্কাদের সুযোগ কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার অনুশীলনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শ্রীলঙ্কার নয়া কোচ বলেছেন, 'বিরাট-রোহিত-জাদেজারা টি২০ থেকে অবসর নিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এমন ঘটনা অপূরণীয় ক্ষতি। নতুনভাবে শুরু করতে চলা টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে রোহিতদের অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগাতে হবে আমাদের।'

কীভাবে সেটা সম্ভব, তারও দিশা দিয়েছেন দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ। জয়সূর্য দলগত সংহতি, ক্রিকেটীয় বেসিকের পাশে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ডাক দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'মাঠে নেমে সেরাটা দিতে হলে ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রাখতে হবে আমাদের। সঙ্গে শৃঙ্খলা বজায় রেখে সামনে তাকাতে হবে। সব দলেরই খারাপ সময় আসে। আবার কেটেও যায়। এটাই ক্রিকেটের নিয়ম। আমাদের তাই সতর্ক থেকে মাঠে সেরাটা দিতে হবে।' উল্লেখ্য, টিম ইন্ডিয়ার গৌতম গম্ভীরের মতোই শনিবার পাল্লেকেলের মাঠে কোচ হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে জয়সূর্যেরও। এদিকে, লঙ্কার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ জয়সূর্য তাঁর দলকে সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানানোর ঘণ্টা কয়েক পরই দলের অন্যতম অভিজ্ঞ জোরে বোলার দুষ্মন্ত চামিরা চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে স্কোয়াডে এসেছেন আরেক পেসার আসিথা ফার্নান্ডো।

'টিম ইন্ডিয়ায় বুমরাহ হল লিডার'

সাফল্যের কৃতিত্ব নিত না দ্রাবিড় : পরস

মুম্বই, ২৪ জুলাই : বিদায়ি মঞ্চে বিশ্বজয়।

বিশ্বসেরার মুকুট নিয়েই টিম ইন্ডিয়ায় ইতি রাহুল দ্রাবিড় জমানার। তবে দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির ছাপ সহজে যাওয়ার নয়। রোহিত শর্মা থেকে বিরাট কোহলি, একবাক্যে গুরুবন্দনায় সহমত। প্রাক্তন বোলিং কোচ পরস মামব্রের গলাতেও 'দ্য ওয়ালকে' নিয়ে সম্ভ্রমের সুর। দাবি, দলের সাফল্যের কোনও কৃতিত্ব কখনও নিতেন না দ্রাবিড়। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের এগিয়ে দিতেন।

পরস বলেছেন, 'রাহুলের সঙ্গে আমার সংগত দীর্ঘদিনের। ভারতীয় 'এ', অনূর্ধ্ব-১৯, এনসিএ-তে একসঙ্গে কাজ করেছি। সবশেষে টিম ইন্ডিয়া। সবমিলিয়ে প্রায় ৮-৯ বছর। একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যায়। বুঝতাম, রাহুল কী চাইছে। কোচ হিসেবে কখনও নিজেকে সামনে আনত না। সবসময় পিছনে। কখনও সাফল্যের কৃতিত্ব নিতে দেখিনি। সবসময় পিছনে। ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি। তারপরও অধিনায়ক, খেলোয়াড়দের এগিয়ে দিয়ে নিজে সবসময় পিছনে!'

রোহিতের সঙ্গে পরসের জুটি বাঁধার শুরু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। বোঝাপড়াটা ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পরও কাজে লেগেছে।

> দলের সঙ্গে, সতীর্থদের সঙ্গে রোহিত অত্যন্ত একাত্ম। প্রতিটি মিটিংয়ে থাকবেই। এমনকি ব্রেকফাস্টের সময়ও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা চলত। রাহুলের সঙ্গে ওর বন্ডিংও চোখে পড়ার মতো। যার প্রতিফলন দলের সাজঘরে এবং মাঠে পড়ত। মাঠের বাইরেও ছবিটা এক।
>
> **পরস মামব্রে**

পরসের কথায়, 'দলের সঙ্গে, সতীর্থদের সঙ্গে রোহিত অত্যন্ত একাত্ম। প্রতিটি মিটিংয়ে থাকবেই। এমনকি ব্রেকফাস্টের সময়ও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা চলত। রাহুলের সঙ্গে ওর বন্ডিংও চোখে পড়ার মতো। যার প্রতিফলন দলের সাজঘরে এবং মাঠে পড়ত। মাঠের বাইরেও ছবিটা এক।'

বোলিং কোচ হিসেবে তারকাদের পাশাপাশি পেয়েছেন একঝাঁক উঠতিকে। পরসের কথায়, বর্তমান প্রজন্মের হাতে সুরক্ষিত ভারতীয় পেস অ্যাটাক। অবশ্য এক এবং অদ্বিতীয় জসপ্রীত বুমরাহ। ভারতীয় দলের 'লিডার' আখ্যা দিয়ে পরস বলেছেন, 'যখনই রোহিত ওকে বল দিয়েছে, ম্যাজিক করেছে। স্কিলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, বুমরাহ নিঃসন্দেহে 'ওয়ান্স ইন আ জেনারেশন' বোলার। শুধু ম্যাচ নয়, বাকি সময়ও ফোকাস থাকার পুরস্কার। সঠিক সময়ে সঠিক বলটা বের করে আনা, রাতারাতি হয় না। আর সেটাই ও দশের মধ্যে ন'বার করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে!'

চোটআঘাতে দলের বাইরে থাকলেও প্রসিধ কৃষ্ণাকে নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী পরস। প্রাক্তন বোলিং কোচের মতে, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সিরাজদের পাশাপাশি কুলদীপ সিংয়ের মতো বেশ কয়েকজন রয়েছেন। তবে নতুনদের মধ্যে প্রসিধকে নিয়ে বাড়তি উৎসাহী। পরসের মতে, বাকি বোলারদের থেকে একটু অন্যরকম প্রসিধ। ওর 'হিট দ্য ডেক' বোলিং দক্ষতা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অত্যন্ত কার্যকর হবে।

মাঠে সমর্থক, 'নাটকীয়' ম্যাচে হার আর্জেন্টিনার

প্যারিস, ২৪ জুলাই : অলিম্পিকের উদ্বোধনের আগেই বিতর্ক। ২৬ জুলাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ঢাকে কাঠি পড়ার আগে বুধবার থেকে শুরু হয়ে গেল ফুটবলের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ। তাতে কোপাজয়ী আর্জেন্টিনা বনাম মরোক্কো ম্যাচে জিওফ্রি-গুইচার্ড স্টেডিয়ামে উত্তেজনা ছড়ায়।

প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ও ৫১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সুফিয়ান রাহিমের গোলে এগিয়ে যায় মরোক্কো। দুই গোলে পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে জিউলিয়ানো সিমিওনে ও ক্রিশ্চিয়ান মেদিনার গোলে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে নীল-সাদা ব্রিগেড। কিন্তু ম্যাচের শেষ লগ্নে মেদিনার গোলের পরই গ্যালারি থেকে মরোক্কান সমর্থকরা আর্জেন্টাইন ফুটবলার ও কোচিং স্টাফদের উদ্দেশ্যে বোতল ছুঁড়তে শুরু করেন। কিছু ক্ষিপ্ত সমর্থক মাঠে ঢুকে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করেন। সেইসময় আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের খুব কাছে আতশবাজি ছোঁড়াও হয়। এই পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের মাঠ থেকে বের করে আনেন নিরাপত্তারক্ষীরা। ম্যাচটি আদৌ শেষ হয়েছে কি না, সেই নিয়ে প্রাথমিকভাবে বিভ্রান্তি ছড়ায়। অলিম্পিকের সরকারি ওয়েবসাইটে ম্যাচটি 'ব্যাহত' হয়েছে বলা জানানো হয়। কিন্তু পরে পরিস্থিতি আয়ত্বে এনে ম্যাচটি পুনরায় শুরু করা হয়। যদিও ভিএআর মেদিনার গোলটি অফসাইডের জন্য বাতিল করেন। 'নাটকীয়ভাবে' ম্যাচ ১-২ গোলে হেরে যায় আর্জেন্টিনা।

জয়ী স্পেন

অন্যদিকে, স্পেন প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়েছে। মার্ক পিউবিলের গোলে স্পেন এগিয়ে যায়। তবে পেনাল্টি থেকে উজবেকিস্তানের হয়ে সমতা ফেরান এলডর শোমুরোদভ।

গম্ভীর জমানা নিয়ে নেহেরার 'টিপস'

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ভারতীয় দলের হেডকোচের দায়িত্বে প্রথম সফর। দল নিয়ে ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কায় পা রেখেছেন গৌতম গম্ভীর। নতুন দায়িত্ব গম্ভীর কীভাবে সামলান, আগ্রহের শেষ নেই। একইভাবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সঙ্গে নতুন কোচের রসায়ন কোন খাতে বয়, চোখ থাকবে।

এব্যাপারে রোহিতদের উদ্দেশ্যে স্পেশাল টিপস আশিস নেহেরার-- গম্ভীরের সঙ্গে দ্রুত 'বন্ডিং' তৈরি করে নাও। এক সাক্ষাৎকারে গুজরাট টাইটান্সের হেডকোচ বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জেতার পরবর্তী সিরিজে সাধারণত তারকাদের বিশ্রাম দিয়ে তরুণদের খেলানোর প্রবণতা থাকে। তবে গম্ভীর সবাইকে চান। রোহিত, বিরাটও সাড়া দিয়ে ওডিআই খেলবে। ইতিবাচক দিক। পরস্পরকে দীর্ঘদিন চেনে-জানে। এখন যত দ্রুত কোচের সঙ্গে ওরা মিশে যাবে, দলের পক্ষে ততই মঙ্গল।'

সাঁইত্রিশের রোহিত, পঁয়ত্রিশের কোহলিকে ২০২৭-এর ওডিআই বিশ্বকাপেও চাইছেন নতুন কোচ। দুই তারকার জন্য যা চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন। তবে নেহেরার মতে, কেরিয়ারে নানান বাধা অতিক্রম করেই আজ শীর্ষে পৌঁছেছে বিরাটরা। ঠিক সামলে নেবে। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শনের মতো উঠতিরাও অবশ্য সিনিয়ারদের প্রবল লড়াইয়ের মুখে ফেলবে।

যুবরাজকে পেতে আগ্রহী গুজরাট

গৌতম গম্ভীরের আগে ভারতীয় দলের হেডকোচের প্রস্তাব নাকি নেহেরাকে দেওয়া হয়েছিল। যে প্রসঙ্গে এদিন প্রাক্তন স্পিডস্টার বলেছেন, 'টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হওয়া নিয়ে কখনও ভাবিনি। ছেলেমেয়েরা এখনও ছোট। গৌতম গম্ভীরেরও। তবে দুজনের ভাবনা আলাদা। আর আমি যেখানে আছি খুশি। বছরের ৯ মাস দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মুডে একেবারেই নেই আমি।'

এদিকে আবার খবর, গুজরাট টাইটান্সের সঙ্গে নাকি গাঁটছড়া ছিন্ন হতে চলেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম পেস অস্ত্রের। হেডকোচ আশিস নেহেরার পাশাপাশি ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি গুজরাট ছাড়ছেন। শূন্যস্থান পূরণে শুভমানদের দায়িত্বে যুবরাজ সিংকে পেতে আগ্রহী ফ্র্যাঞ্চাইজি।

কোচিংয়ের না দেখা গেলেও, অভিষেক শর্মা, শুভমানদের মেন্টর, কোচ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন যুবি। গুজরাট ফ্র্যাঞ্চাইজির এক শীর্ষকর্তার দাবি, আসন্ন মরশুমে দলে বড়সড়ো পরিবর্তন হতে চলেছে। নেহেরা-সোলাঙ্কিরা সরছেন। দায়িত্বে হয়তো যুবরাজ। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হলেও, দুই পক্ষ ইতিমধ্যেই এব্যাপারে আলোচনা করেছে। প্রসঙ্গত, এর আগে দলের সহকারী কোচ গ্যারি কার্স্টেনও দল ছেড়েছেন পাকিস্তানের দায়িত্ব পাওয়ার পর।

এক বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে ধীরজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে যোগ দিলেন আরেক বিশ্বকাপার। তবে সিনিয়ার নয়, ২০১৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে দেশের জার্সিতে প্রতিনিধিত্ব করা ধীরজ সিং

মোইরাংথেমকে সই করাল সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

লম্বা মরশুমের কথা মাথায় রেখে প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক বিশাল কেইথের ডেপুটি হিসাবে এক বছরের চুক্তিতে ধীরজকে নেওয়া হয়েছে। ২৪ বছরের এই মণিপুরের তনয় ২০২০-'২১ মরশুমেও বাগান পরিবারের সদস্য ছিলেন। তারপর এফসি গোয়ায় তিন বছর কাটিয়ে ফের মোহনবাগানে ফিরছেন ধীরজ। ভারতীয় ফুটবল সংস্থার এলিট অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা ধীরজ এর আগে ইন্ডিয়ান অ্যারোজ ও কেরালা ব্লাস্টার্সেও খেলেছেন। ২৯ জুলাই ঐতিহাসিক মোহনবাগান দিবসে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু করবে মোহনবাগানের সিনিয়ার স্কোয়াড। তাই কোচ সহ অধিকাংশ তারকা ফুটবলারেরই ২৮ জুলাই কলকাতায় পা রাখার কথা। কিছু ভারতীয় ফুটবলার ২৭ জুলাই শহরে চলে আসবেন।

এদিকে কলকাতা লিগে হতশ্রী পারফরমেন্সের জন্য রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজোকে সরানোর দাবি তুলছেন সমর্থকদের একাংশ। তবে তাঁকে এখনই সরানোর পরিকল্পনা না থাকলেও আগামী মরশুমে কলকাতা লিগে কোনও বাঙালি কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের অন্দরে আলোচনা চলছে।

মোহনবাগান দিবসের দিন উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের মোহনবাগান লেন থেকে ক্লাবতাঁবু পর্যন্ত একটি পদযাত্রার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাতে ক্লাবকর্তাদের পাশাপাশি অমর একাদশের পরিবারের সদস্যরাও থাকবেন। সেদিনই ক্লাবতাঁবুতে কোচ হোসে মোলিনা সহ সিনিয়ার স্কোয়াডের ফুটবলারদের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

অলিম্পিকে নেই সিনার

প্যারিস, ২৪ জুলাই : চলতি বছরে তিনি দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। ফলে প্যারিস অলিম্পিকেও বিশ্বের একনম্বর টেনিস তারকা ইতালির জানিক সিনারের ম্যাজিক দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভক্তরা। কিন্তু টনসিল ফুলে যাওয়ায় এবারের অলিম্পিক থেকে ছিটকে গেলেন সিনার। সিঙ্গলসের পাশাপাশি ডাবলসে লরেঞ্জো মুসেত্তির সঙ্গে জুটি বাঁধার কথা ছিল তাঁর। সিনারের অনুপস্থিতিতে পুরুষদের সিঙ্গলসে পয়লা বাছাই হতে চলেছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক জকোভিচ। অলিম্পিক থেকে ছিটকে যাওয়া প্রসঙ্গে সিনার বলেছেন, 'অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার চলতি বছরে অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, টনসিল ফুলে যাওয়ায় অলিম্পিকে নামতে পারব না। গত এক সপ্তাহ দুর্দান্ত অনুশীলন করেছিলাম। কিন্তু তারপরই অস্বস্তি অনুভব করি। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করেই নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা কল্পনা ঘোষ - কে 25.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80E 38166 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি খুবই আনন্দিত অনুভব করছিলাম যখন ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারের জেতার খবরটি জানতে পারলাম। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ আমাকে দেওয়ার জন্য। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাদের জীবনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

প্রস্তুতি ম্যাচে হার লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : বুধবার সকালে ডুরান্ড কাপের আগে একটি আর্মি রেডের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচটিতে কোয়াদ্রাতের ছেলেরা ৩-১ গোলে পরাজিত হয়। এদিন অবশ্য গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকেও খেলায় ইস্টবেঙ্গল। মিনিট পনেরো মাঠে ছিলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোলটিও করেন এই গ্রিক তারকা। তবে এই প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলার নন্দকুমার শেখর ও হিজাজি মাহের। হিজাজির চোট তেমন গুরুতর না হলেও নন্দের চোট কিন্তু চিন্তায় রাখবে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টকে।

চেরনিশভের পরামর্শ নিয়ে নামছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : ধারাবাহিকতার খোঁজে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। টানা দুটি ম্যাচ জেতার পর শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ১-৩ গোলে হেরে সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়েছিল গত তিনবারের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়নরা। ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ পাঠচক্র।

৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে সাদা-কালো ব্রিগেড। সেখানে পাঠচক্র ৫ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের লাস্টবয়। খাতায়-কলমে দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামার আগে বুধবার সিনিয়ার দলের কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনা সেরেছে সাদা-কালো থিঙ্কট্যাঙ্ক। এই নিয়ে ক্লাবের ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস জানান, 'চেরনিশভের সঙ্গে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। কীভাবে উন্নতি করা যায়, সেই নিয়ে উনি নিজের মতামত দিয়েছেন। আমরা গত কয়েক বছর ধরে ৪-৩-৩ ফর্মেশনে খেলে সাফল্য পেয়েছি। তাই এবারের ৪-৪-২ ফর্মেশন থেকে বেরিয়ে পুরোনো ফর্মেশনে দল নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই ব্যাপারে রিজার্ভ দলের কোচকে চেরনিশভ বুঝিয়েছেন।'

ম্যাচটি জেতার ব্যাপারে আশাবাদী মহমেডানের রিজার্ভ দলের কোচ হাকিম সেগুন্ডো বলেন, 'ছেলেরা ম্যাচটি খেলার জন্য মুখিয়ে আছে। আমরা যেধরনের ফুটবল খেলি তার জন্য নৈহাটির বড় মাঠে আমরা সুবিধা পাব।' দলে চোট বা কার্ড সমস্যা নেই।